৪৯

আতঙ্কবাদের উপর একটি কাল্পনিক চিত্রকথা

আশীষ আস্থানা

৪৯ আতঙ্কবাদের উপর একটি কাল্পনিক চিত্রকথা
আশীষ আস্থানা

৪৯

আতঙ্কবাদের উপর একটি কাল্পনিক চিত্রকথা

আশীষ আস্থানা

F-2/16, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002
☎ 23275434, 23262683, 23262783 • Fax: 011-23257790
E-mail: info@unicornbooks.in • *Website:* www.unicornbooks.in

Distributors
Pustak Mahal®
J-3/16, Daryaganj, New Delhi-110002
☎ 23276539, 23272783, 23272784 • Fax: 011-23260518
E-mail: info@pustakmahal.com • *Website:* www.pustakmahal.com

Sales Centres

- 10-B, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-110002
  ☎ 23268292, 23268293, 23279900 • Fax: 011-23280567
  E-mail: salespmahal@airtelmail.in, rapidexdelhi@indiatimes.com
- 6686, Khari Baoli, Delhi-110006
  ☎ 23944314, 23911979
- **Bengaluru:** ☎ 080-22234025 • Telefax: 080-22240209
  E-mail: pustak@airtelmail.in • pustak@sancharnet.in
- **Mumbai:** ☎ 022-22010941, 022-22053387
  E-mail: rapidex@bom5.vsnl.net.in
- **Patna:** ☎ 0612-3294193 • Telefax: 0612-2302719
  E-mail: rapidexptn@rediffmail.com
- **Hyderabad:** Telefax: 040-24737290
  E-mail: pustakmahalhyd@yahoo.co.in

ISBN 978-81-7806-210-5
Edition: August, 2010

Printed at : Param Offsetters, Okhla, New Delhi-110020
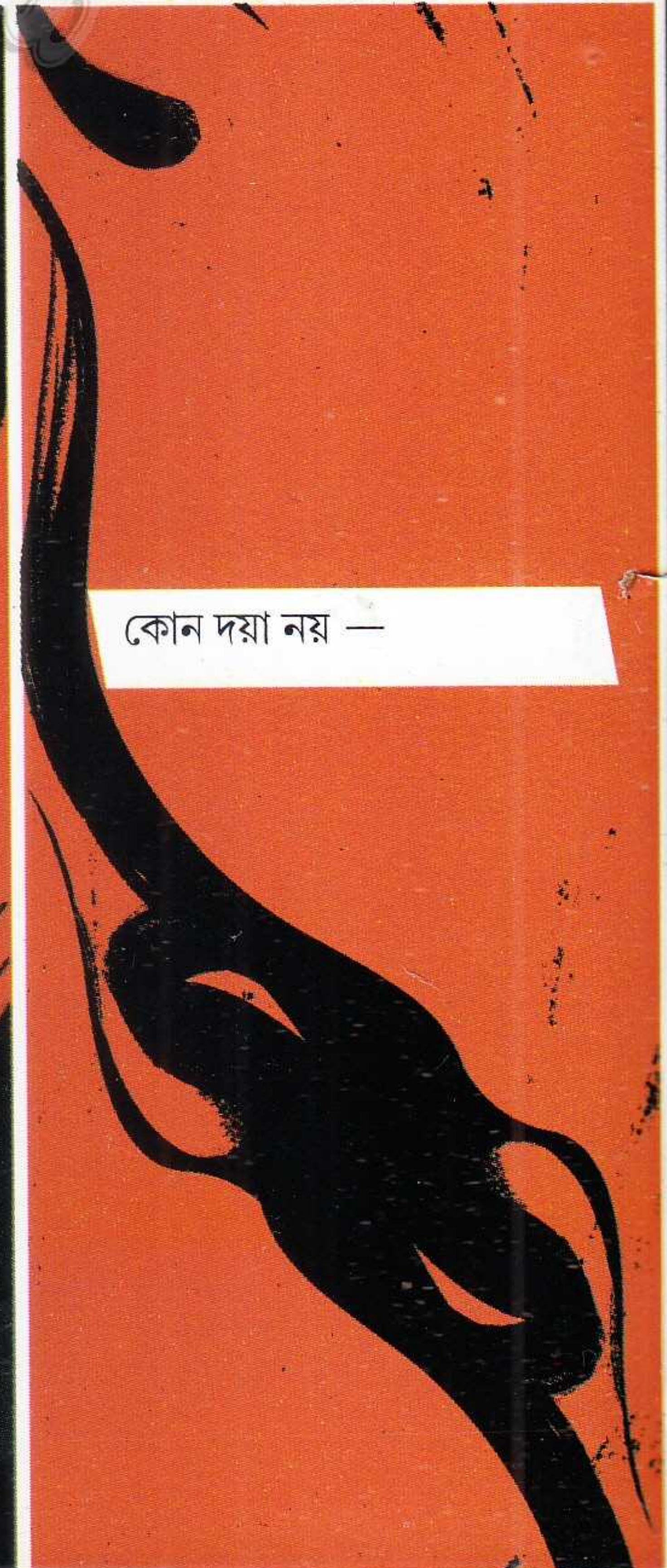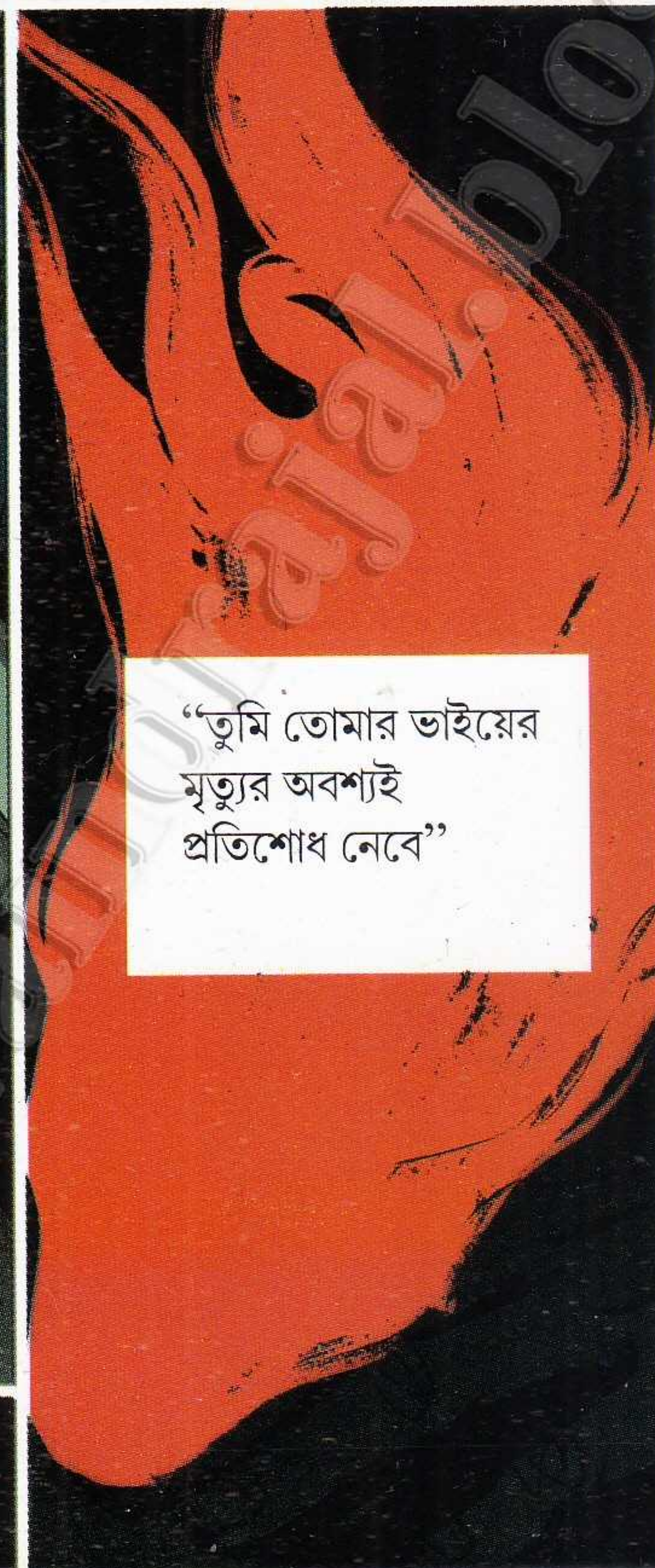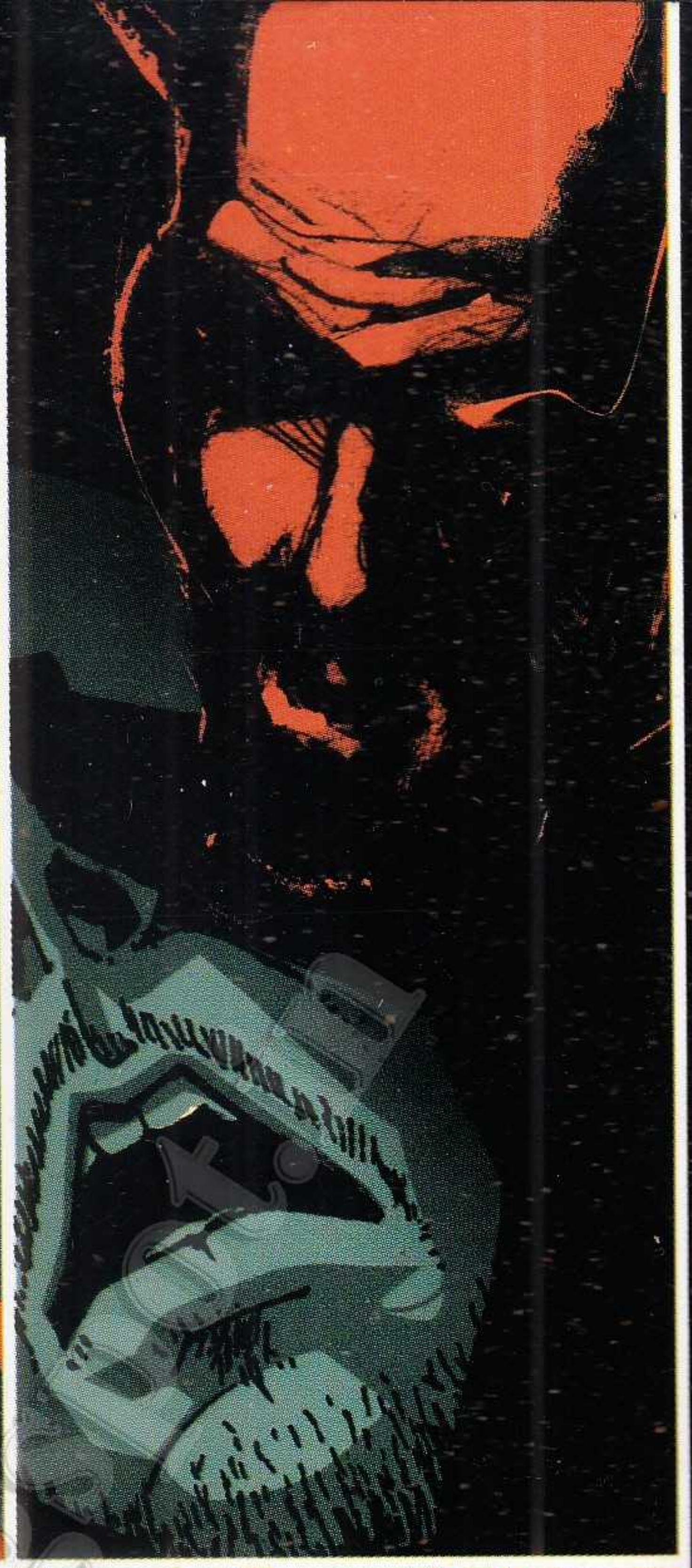
"তুমি তোমার ভাইয়ের
মৃত্যুর অবশ্যই
প্রতিশোধ নেবে"
কোন দয়া নয় —

"তুমি ভগবান
ও লোকের প্রতি
কর্তব্য পূরণ কর"

5-8
5-9

NEW DELHI
नई दिल्ली
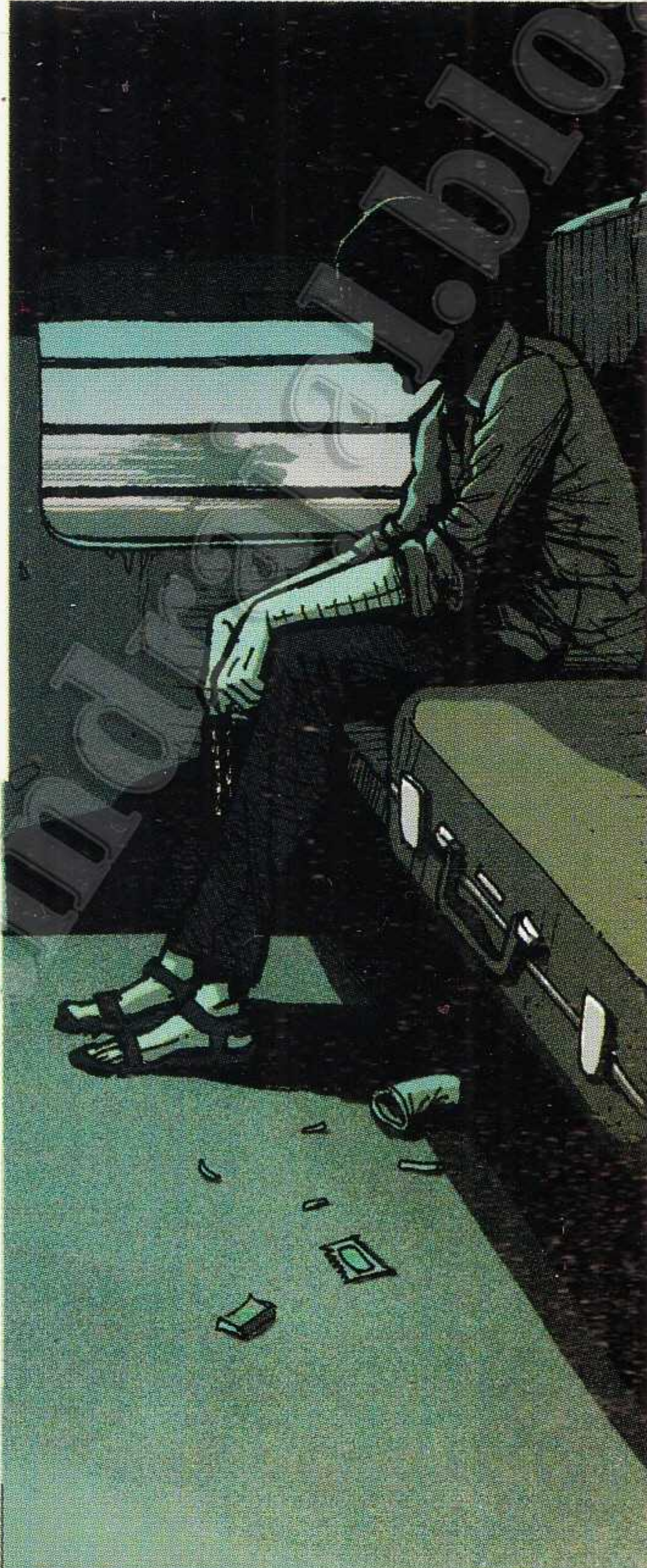
"হোটেল তরঙ্গ"
ত্রিশ টাকায় পেয়ে যাবে

HOTEL
TARA
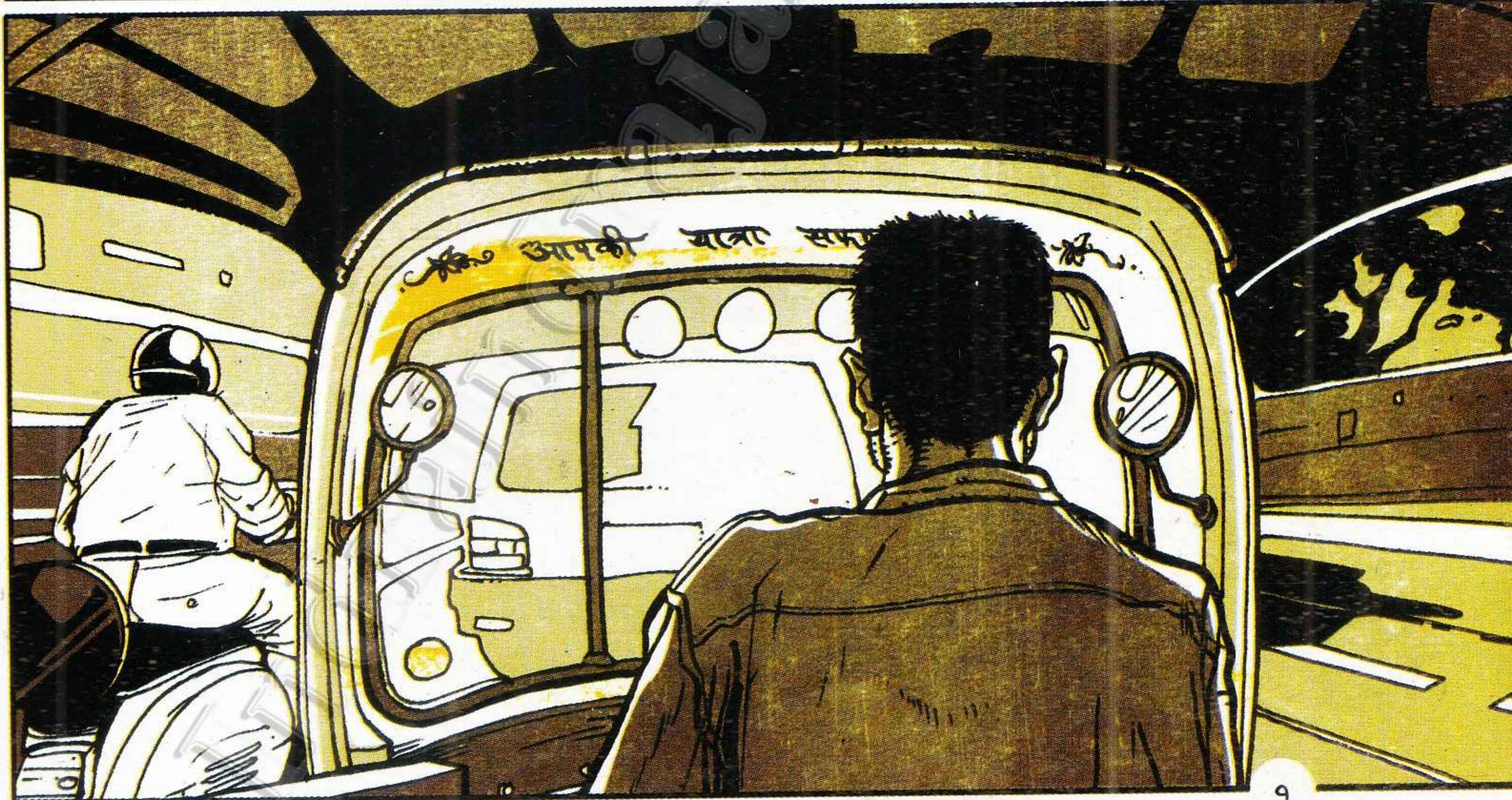
TARANG
102
102
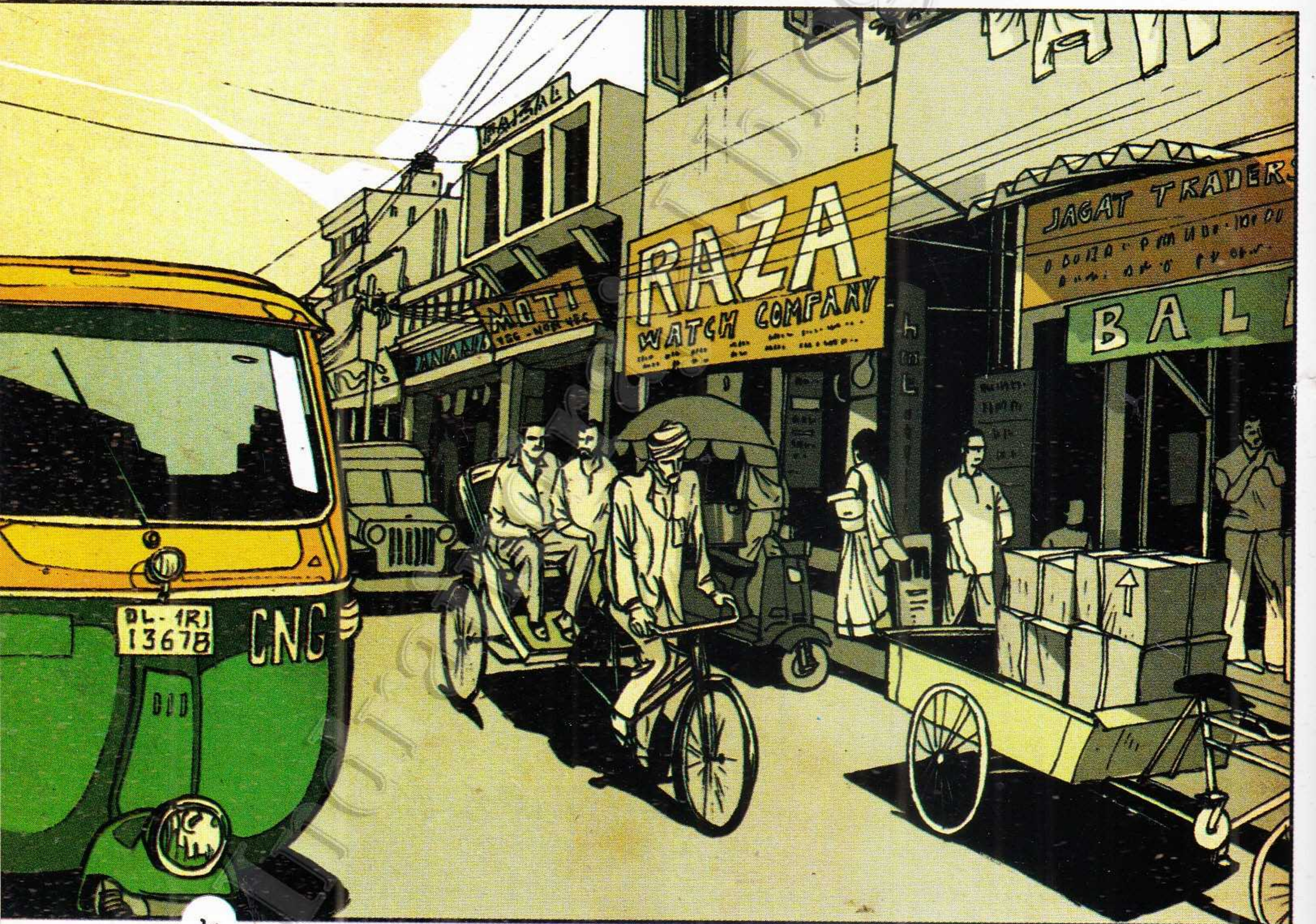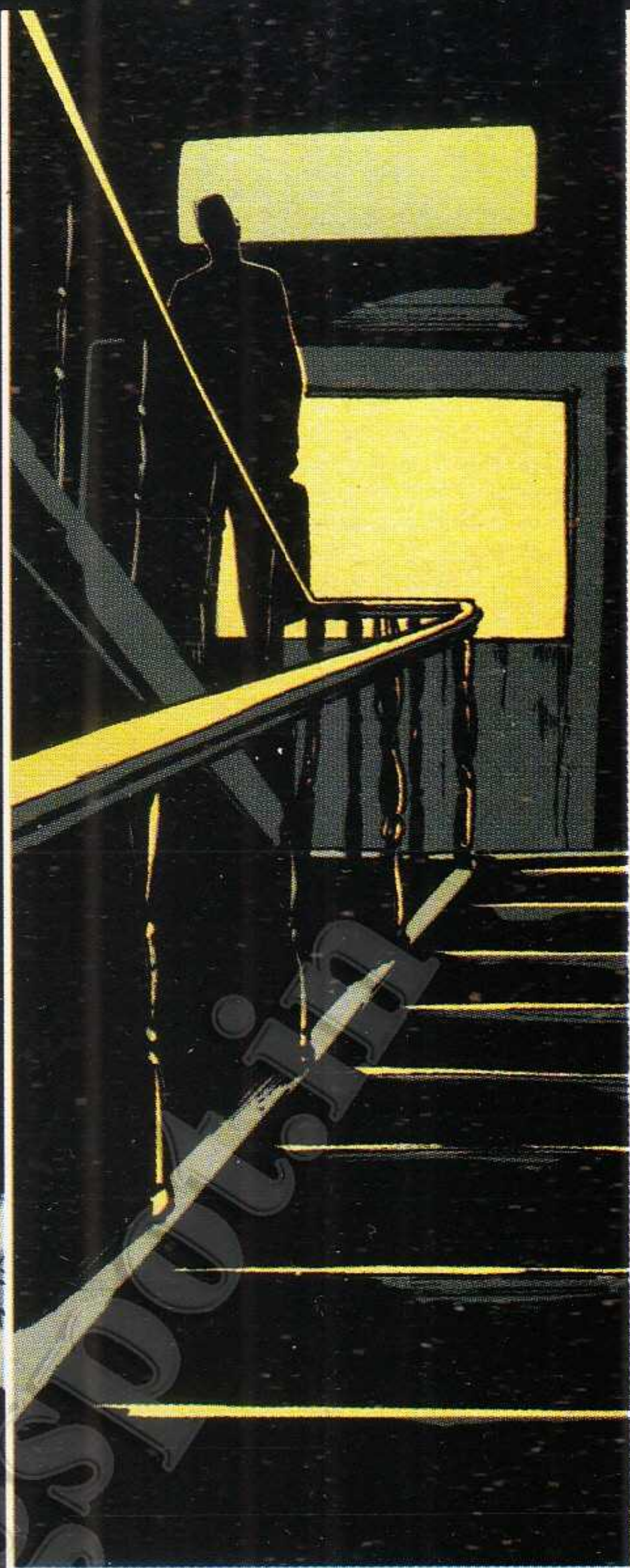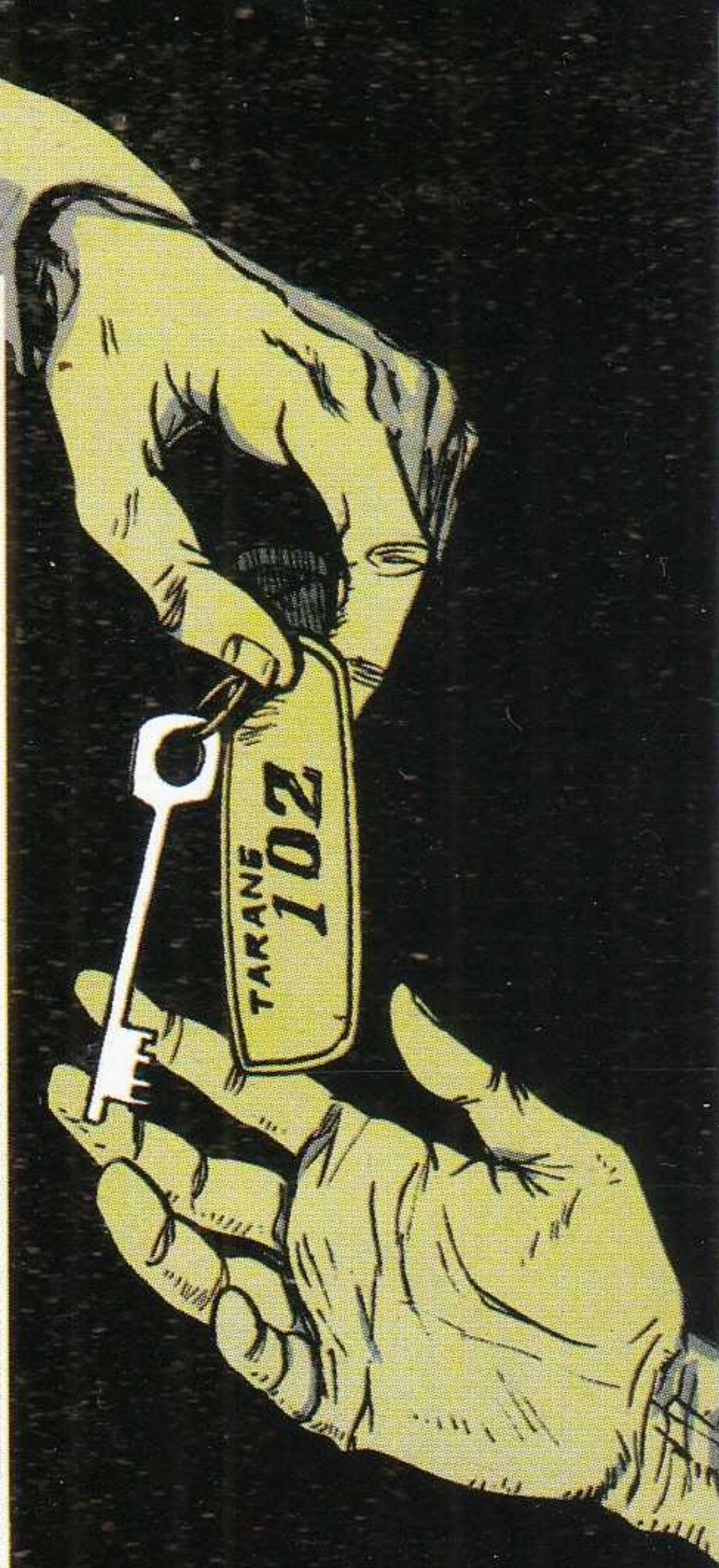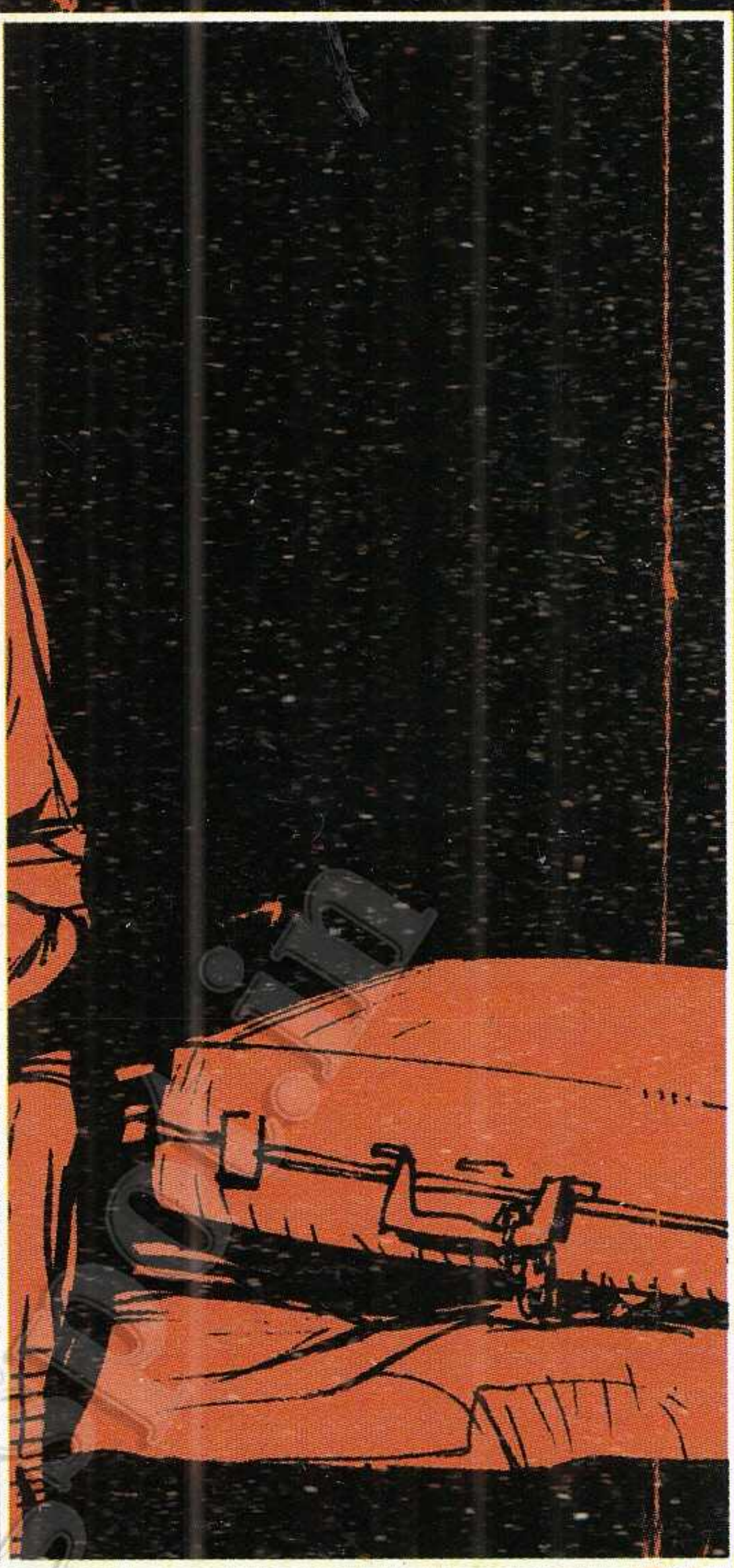
সর্বাধিক ক্ষতি

সর্বাধিক ধ্বংস

তারা আমাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের ছেড়ে দেয়নি,

তারা আমাদের বিশ্বাসে আঘাত করেছে,

তারা আমাদের ভগবানকে আক্রমণ করেছে।
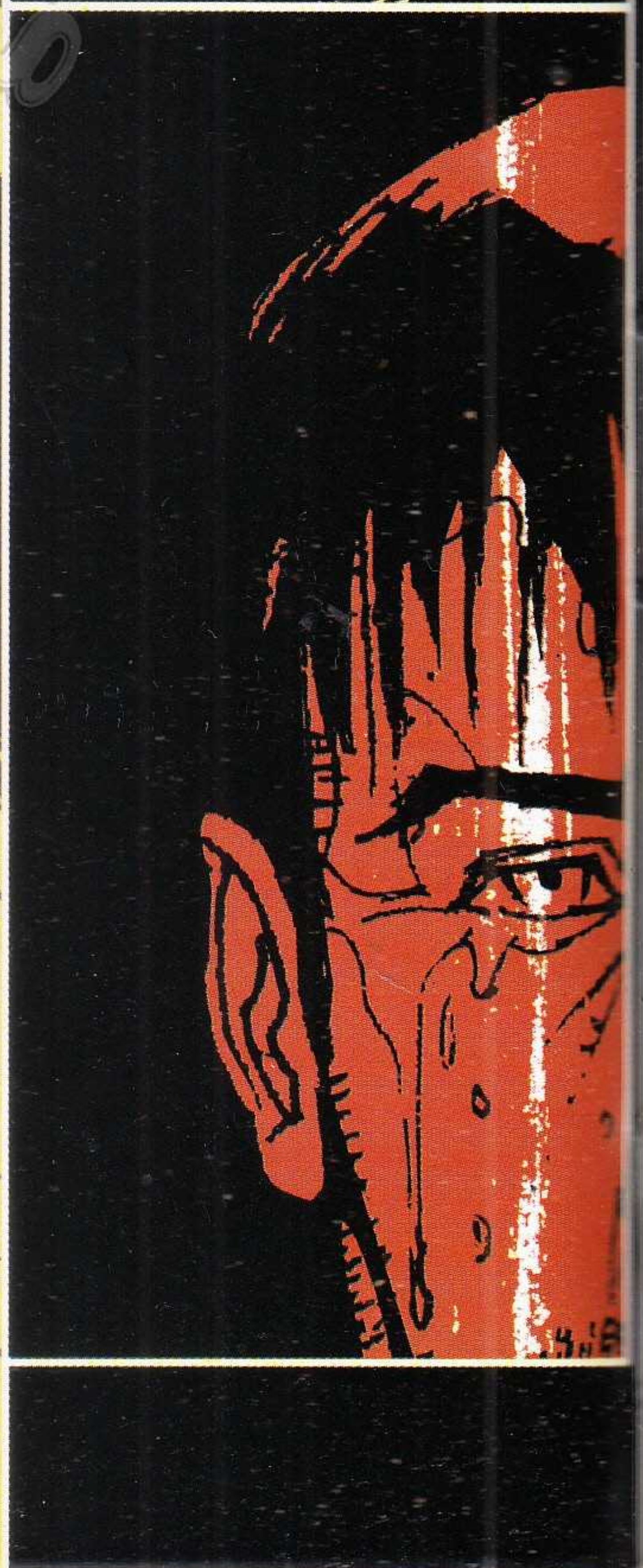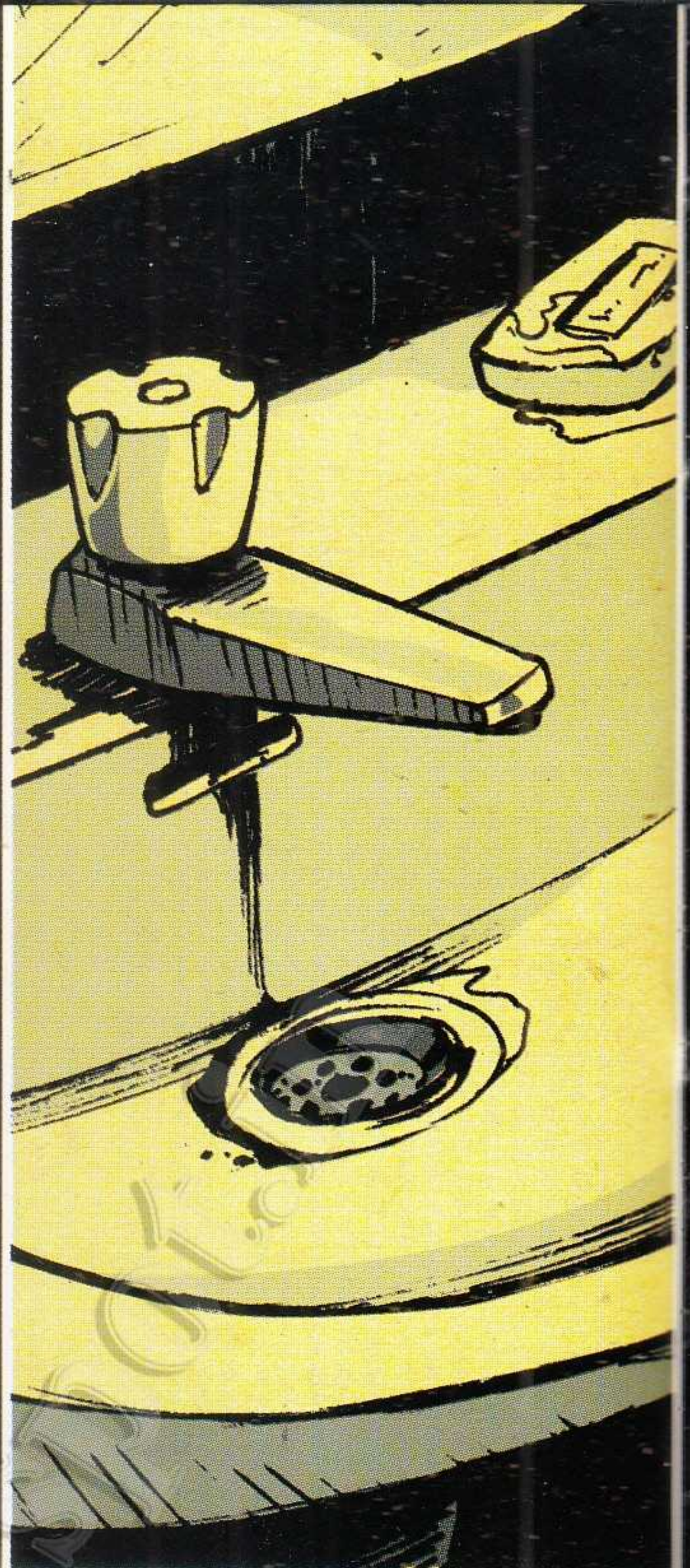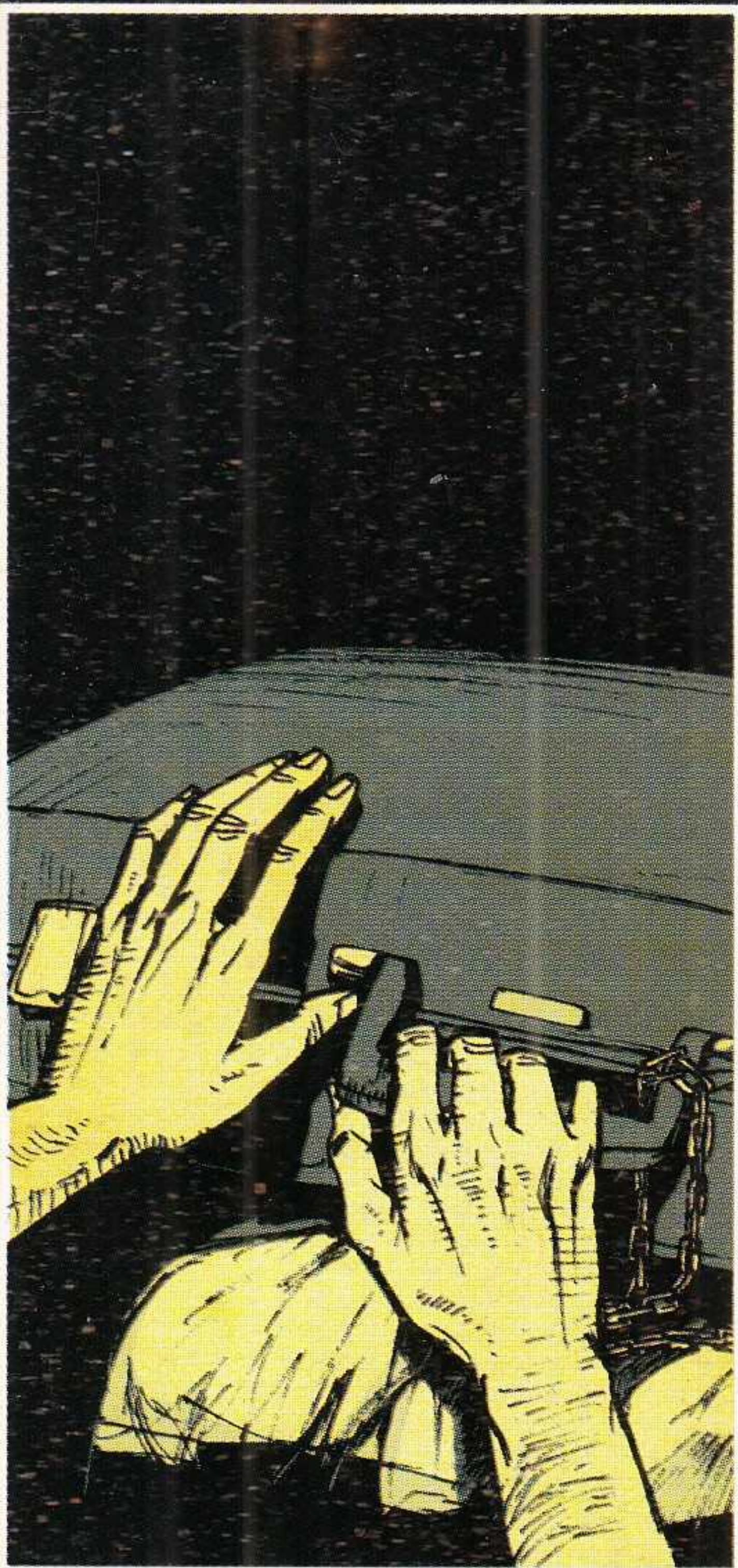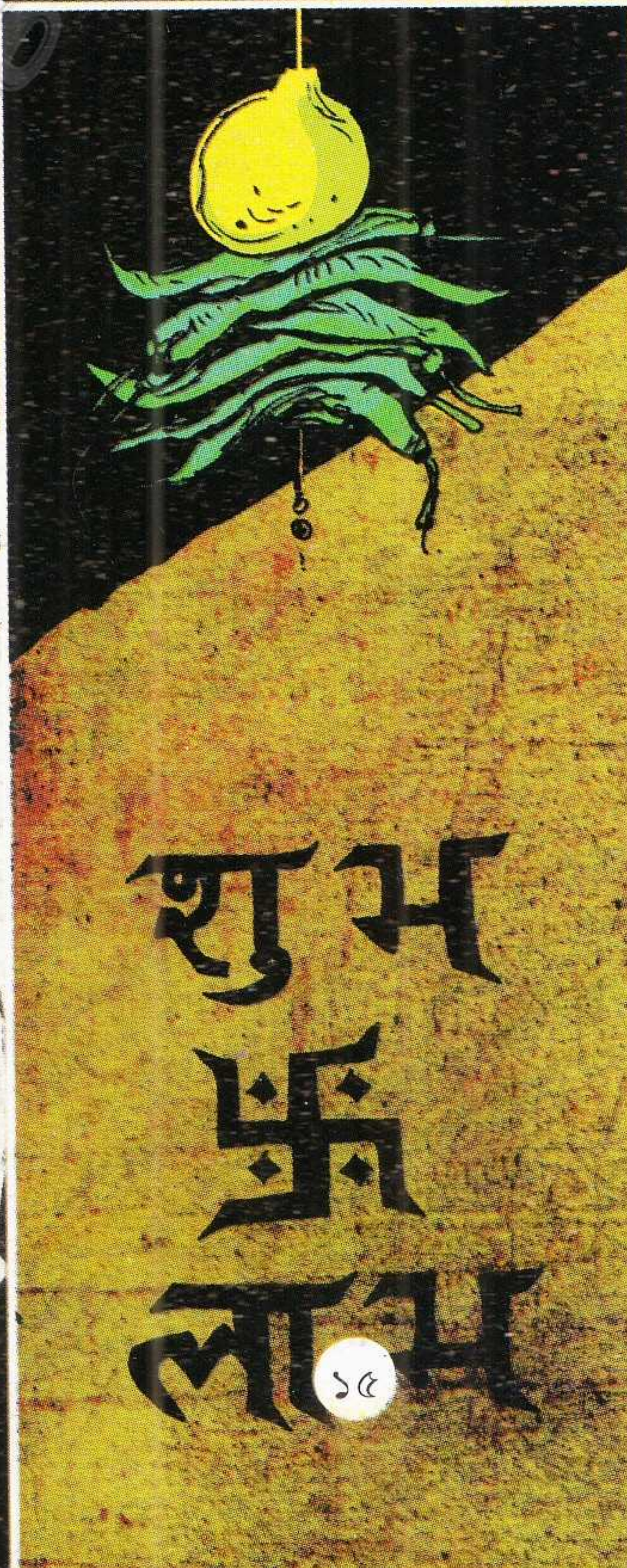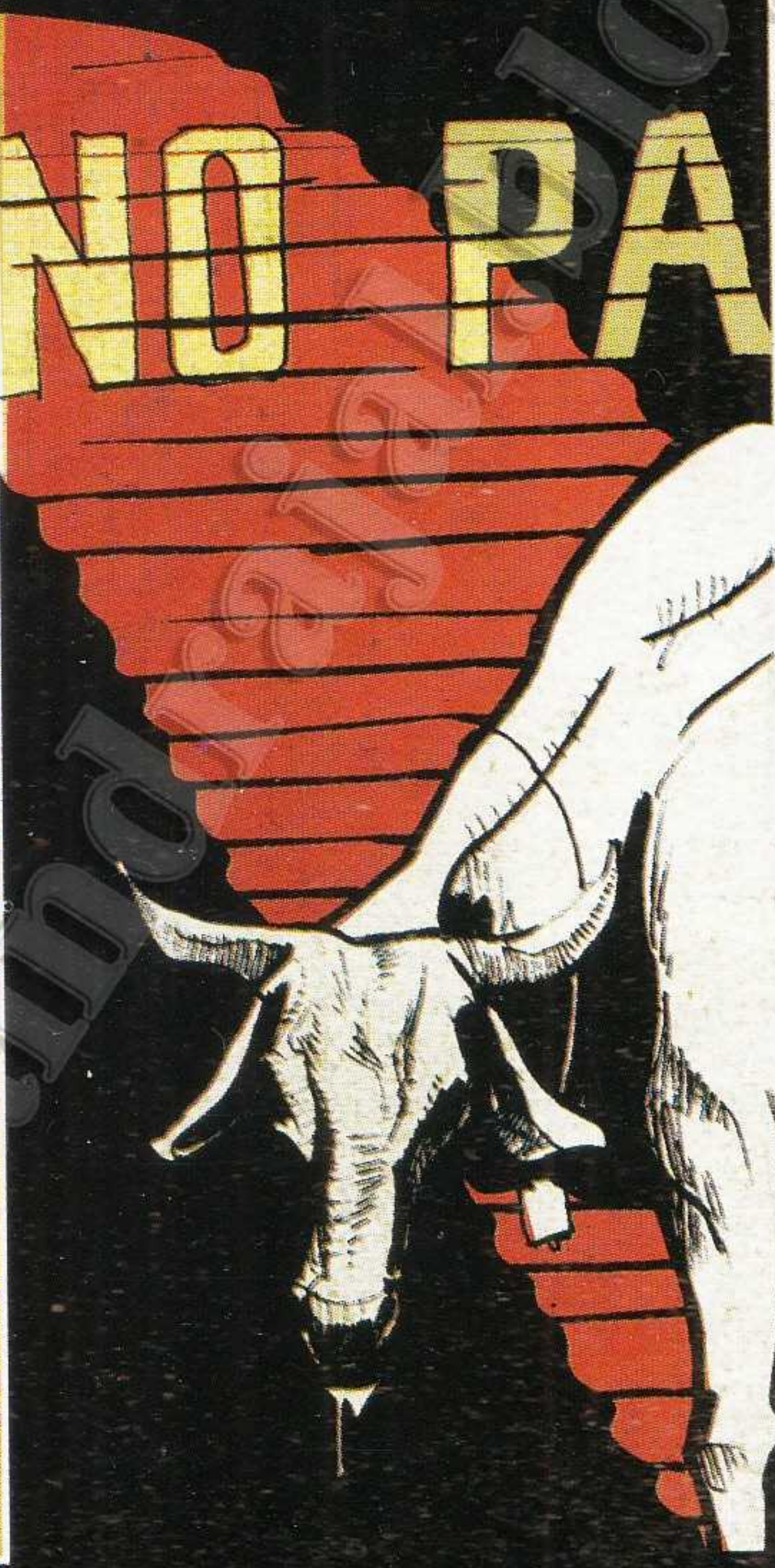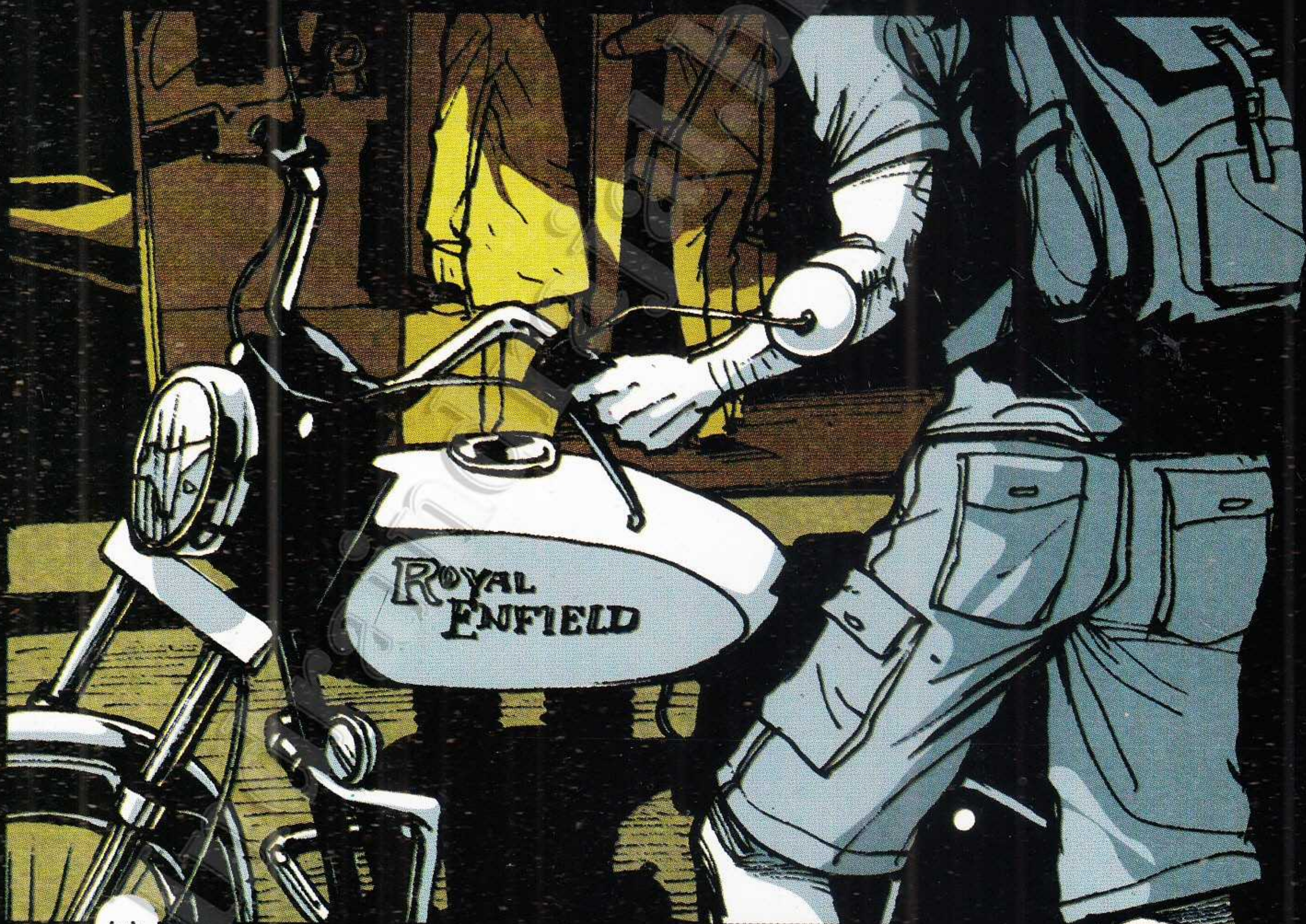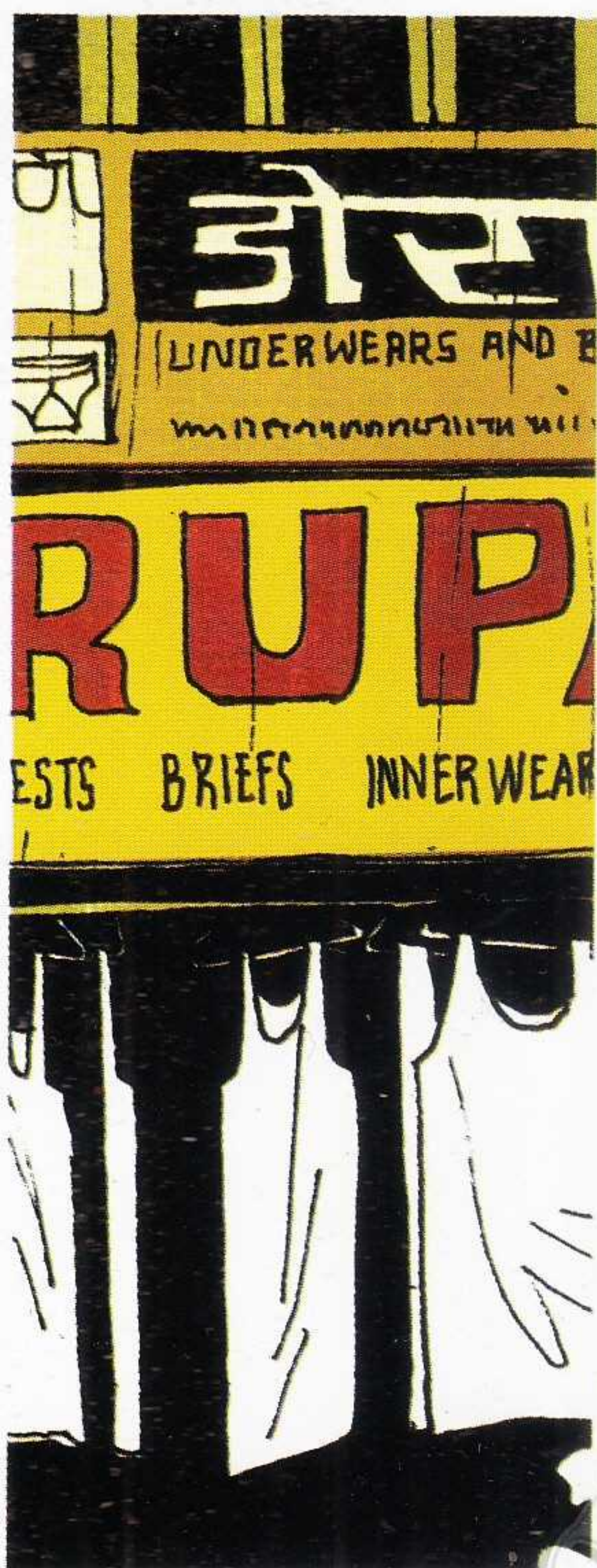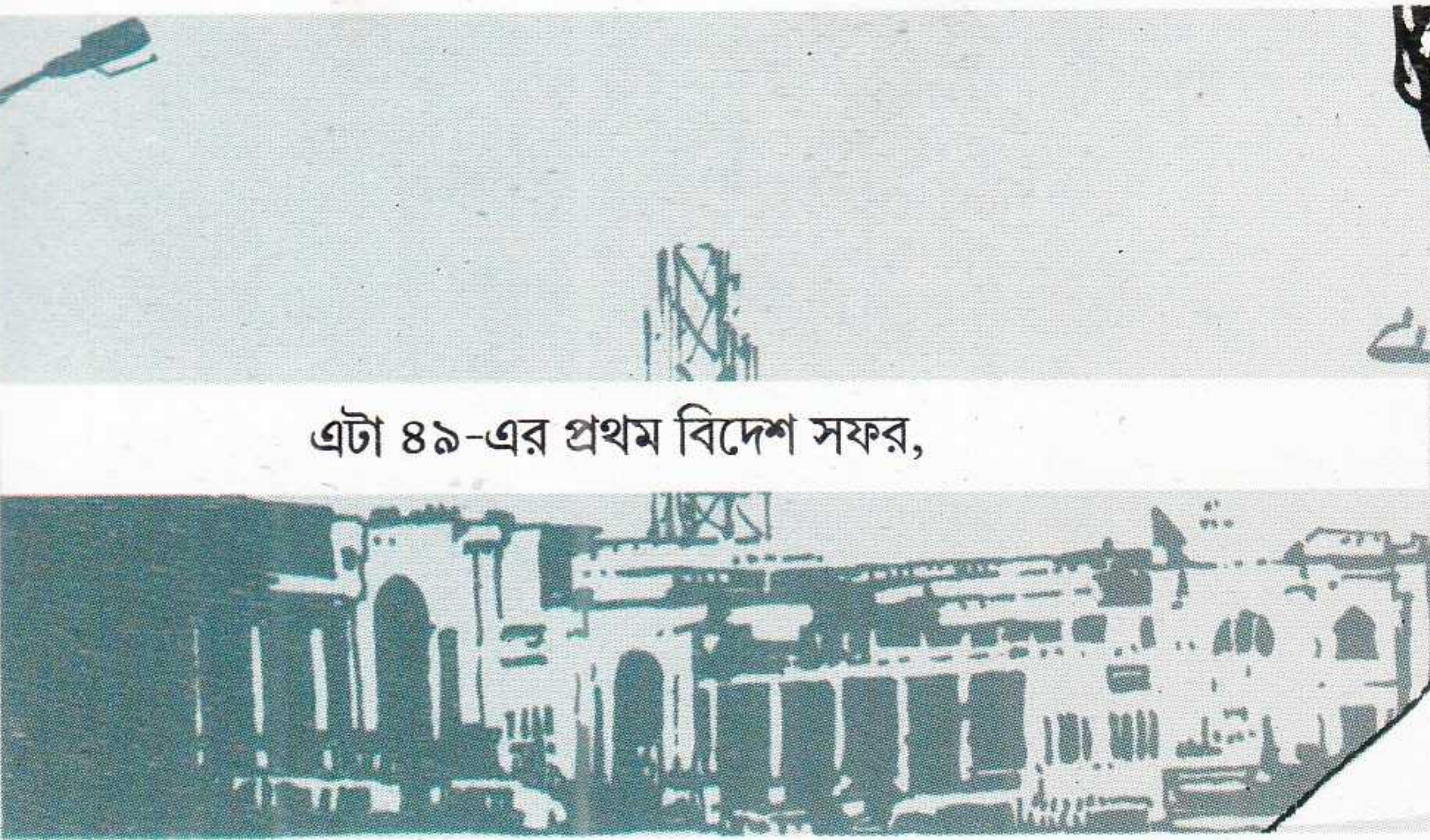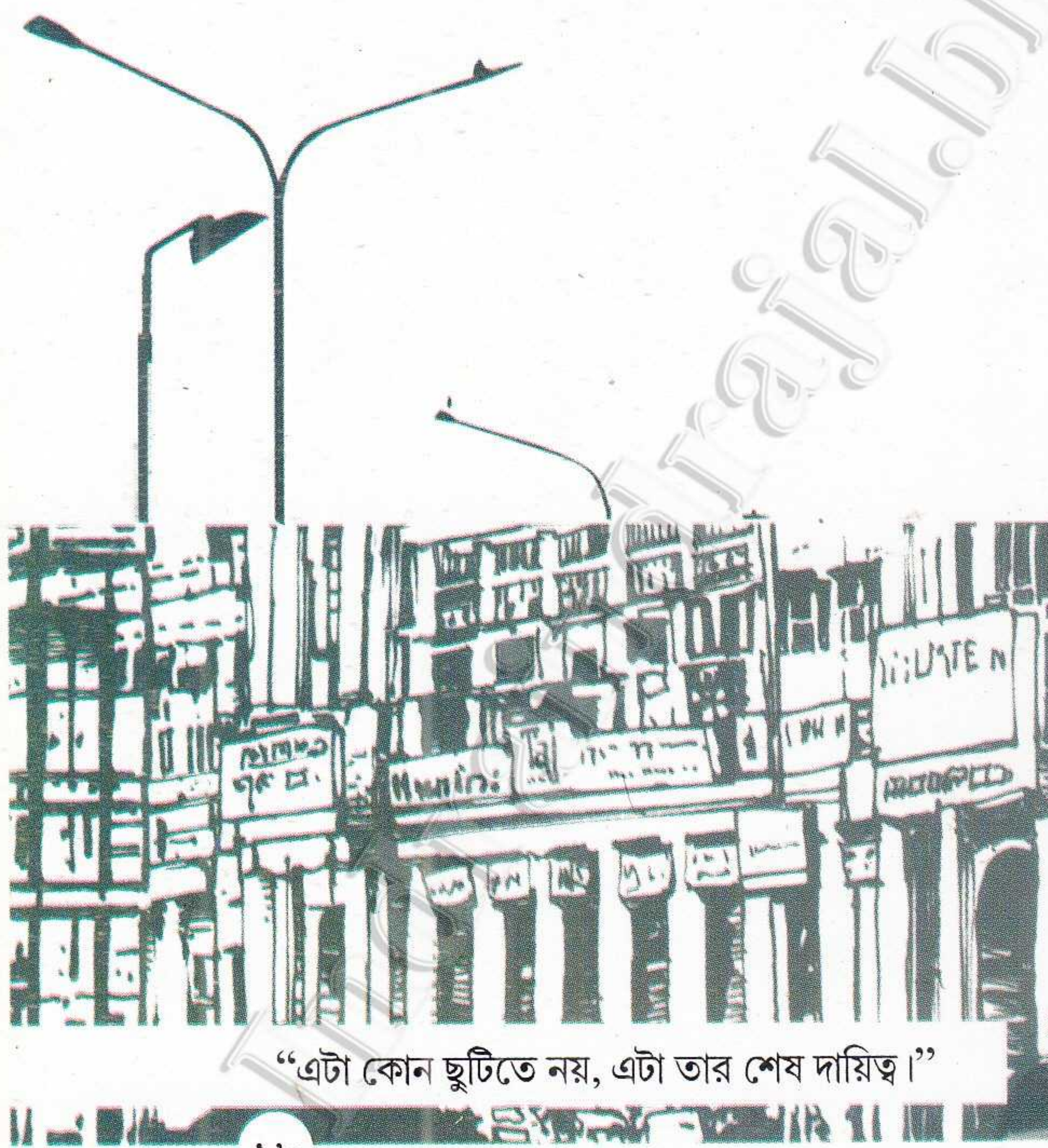
NO PA
शुभ
लाभ

ROYAL ENFIELD

MANGAT RAM
MOTABHAI
AJAY
KRISHNA
SALE
RS 120/-

"এটা কোন ছুটিতে নয়, এটা তার শেষ দায়িত্ব।"
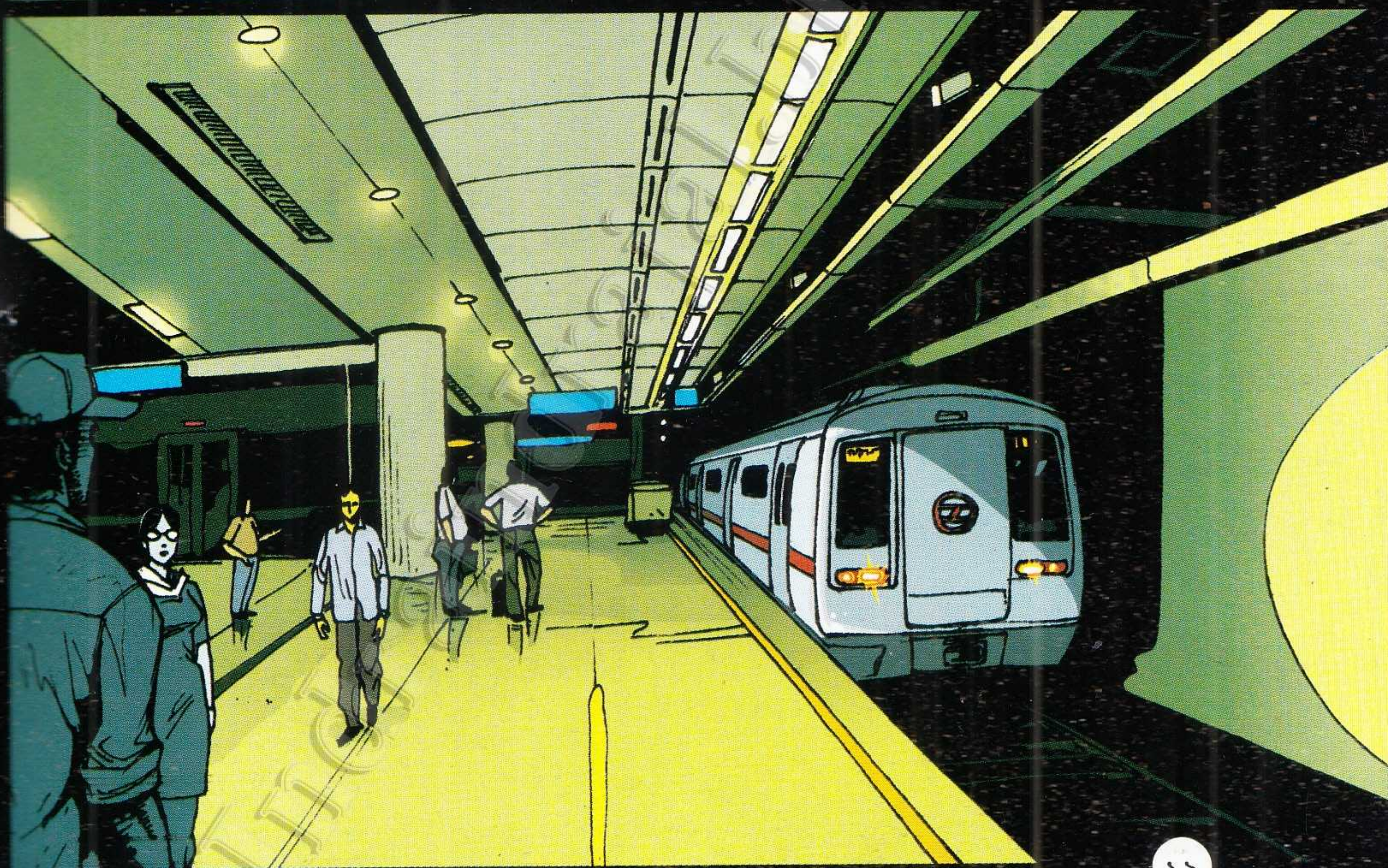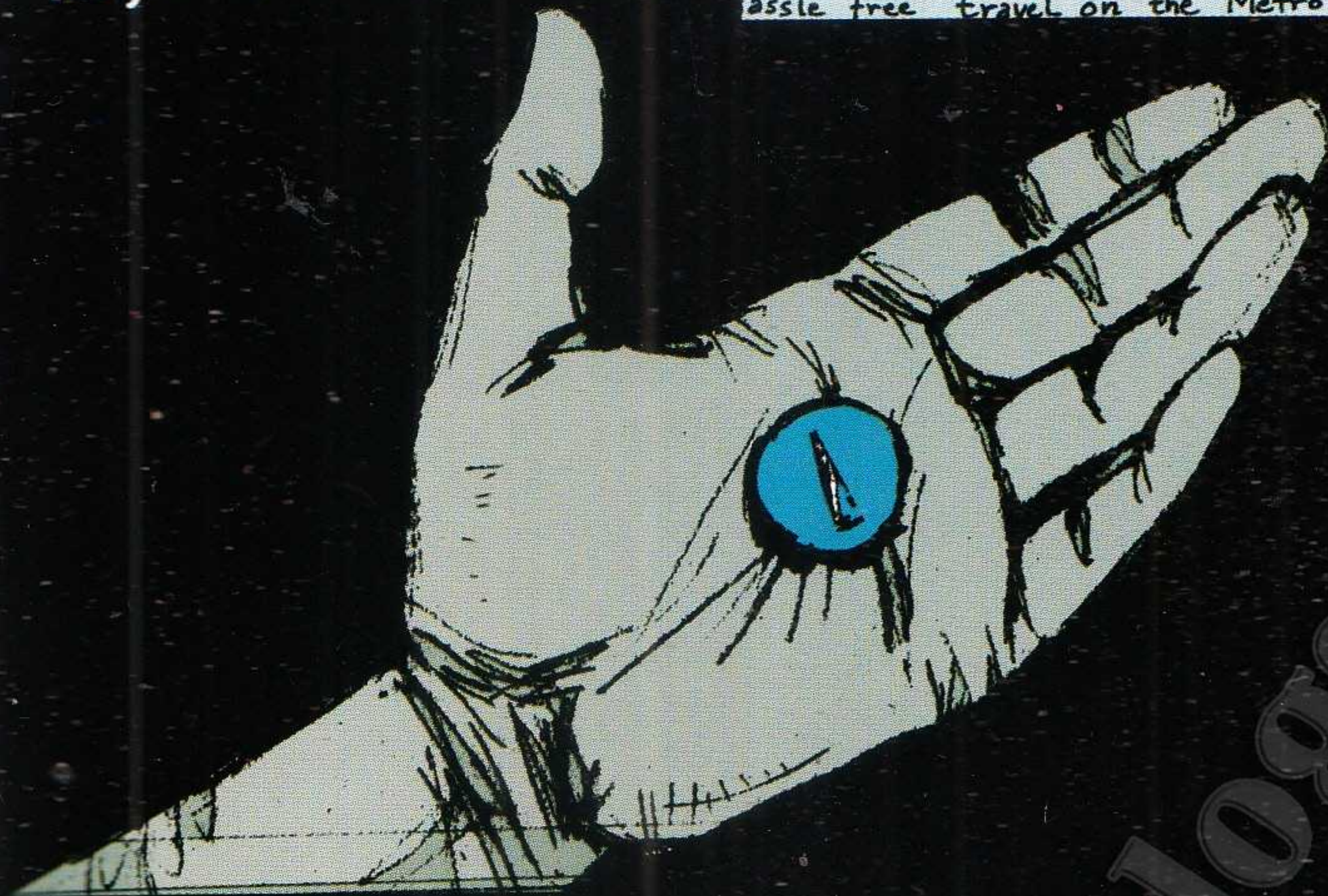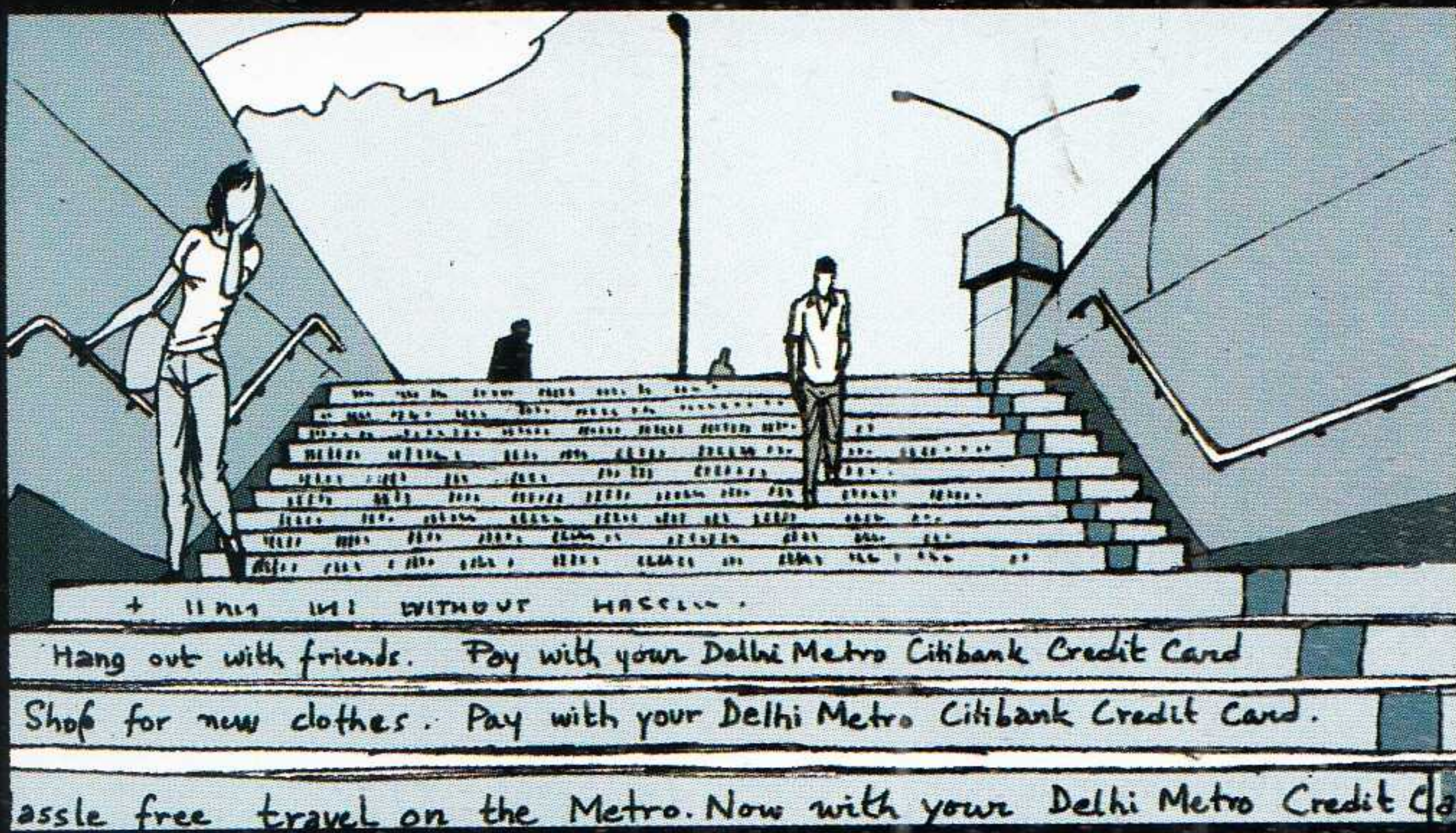
এটা তোমার দায়িত্ব, তুমি কি এটা পালনে সক্ষম?

হ্যাঁ, আমি পারব।
কে শত্রু?
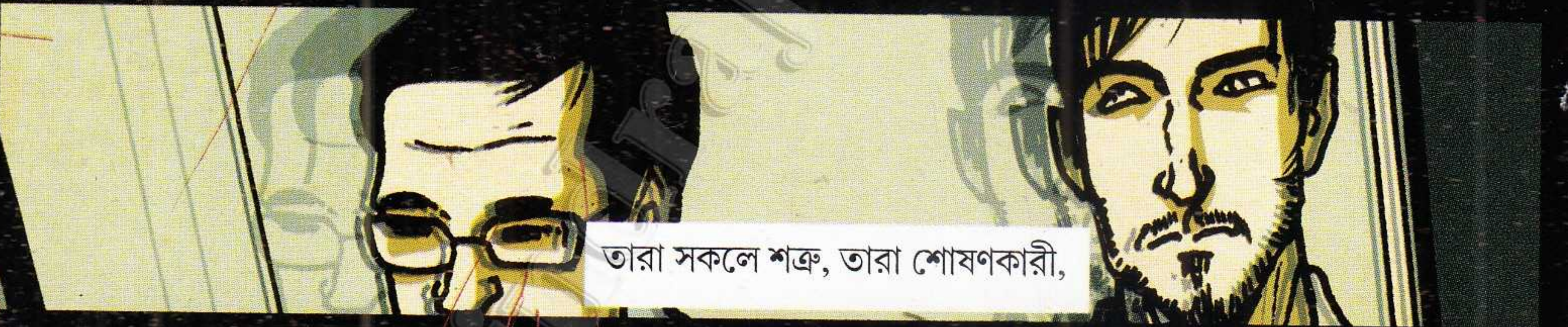
তারা সকলে শত্রু, তারা শোষণকারী,
আমরা তোমাদের নিজের লোক, আমরা জানি তোমাদের জন্যে কোনটা ভাল।

তুমি কি এই দায়িত্ব পালনে মরতে ভয় পাও?
না।
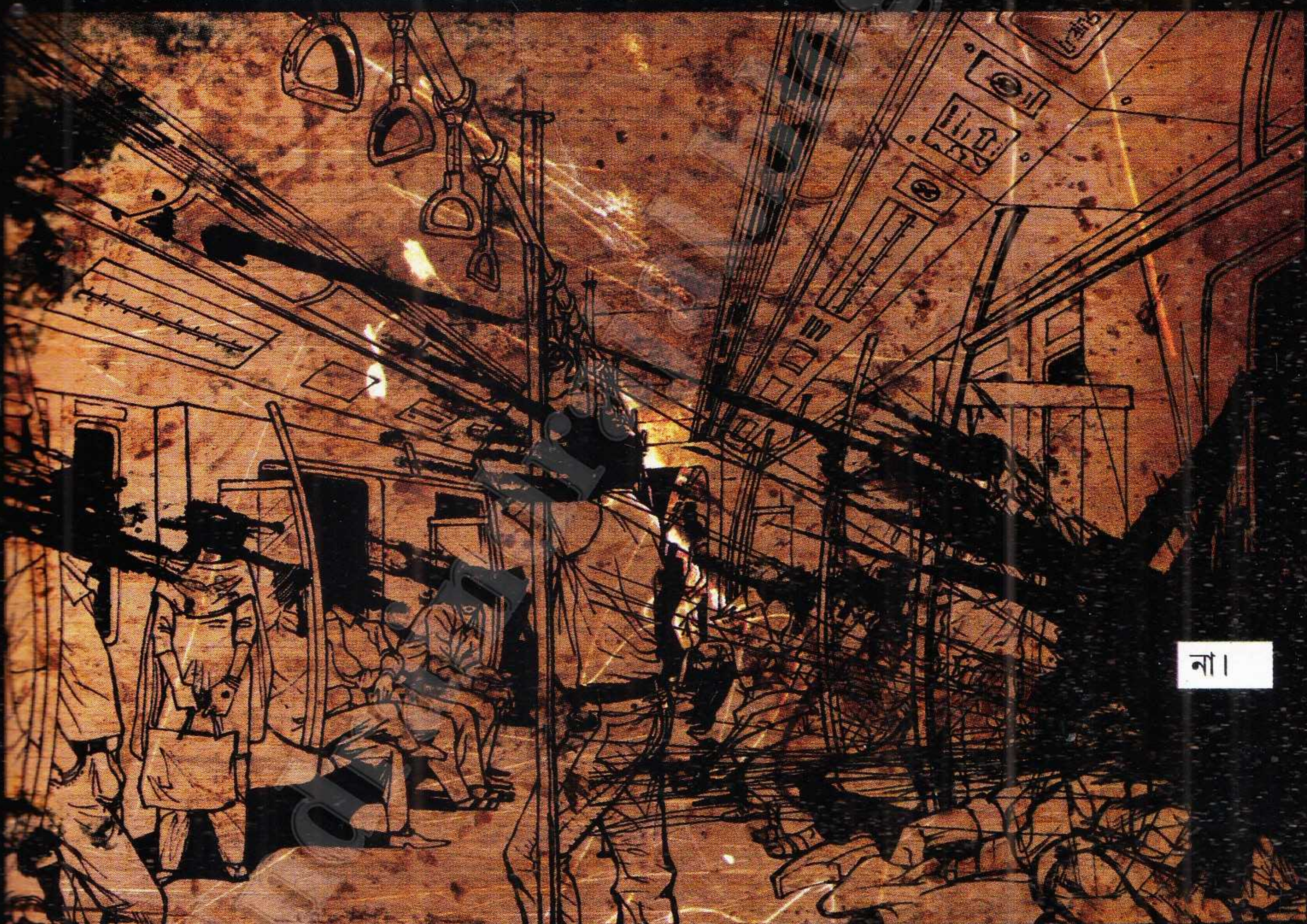
তথাপি ৪৯ বারংবার শপথ নিল নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্যে,

কারণ না জেনে, না বুঝে সে সেই ঘৃণা অনুভব করার চেষ্টা করল, যা সবাই তার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে মরতে ভয় পেত না, সে বহুবার তা দেখেছে ও শুনেছে,

সে শুধু ততটাই অনুপ্রাণিত হবার চেষ্টা করল যে কাজের জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছে ...

সেই "কারণ" অনুভব করা, যার প্রতিক্রিয়া সে সকলের কাছে দেখে-শুনে এসেছে
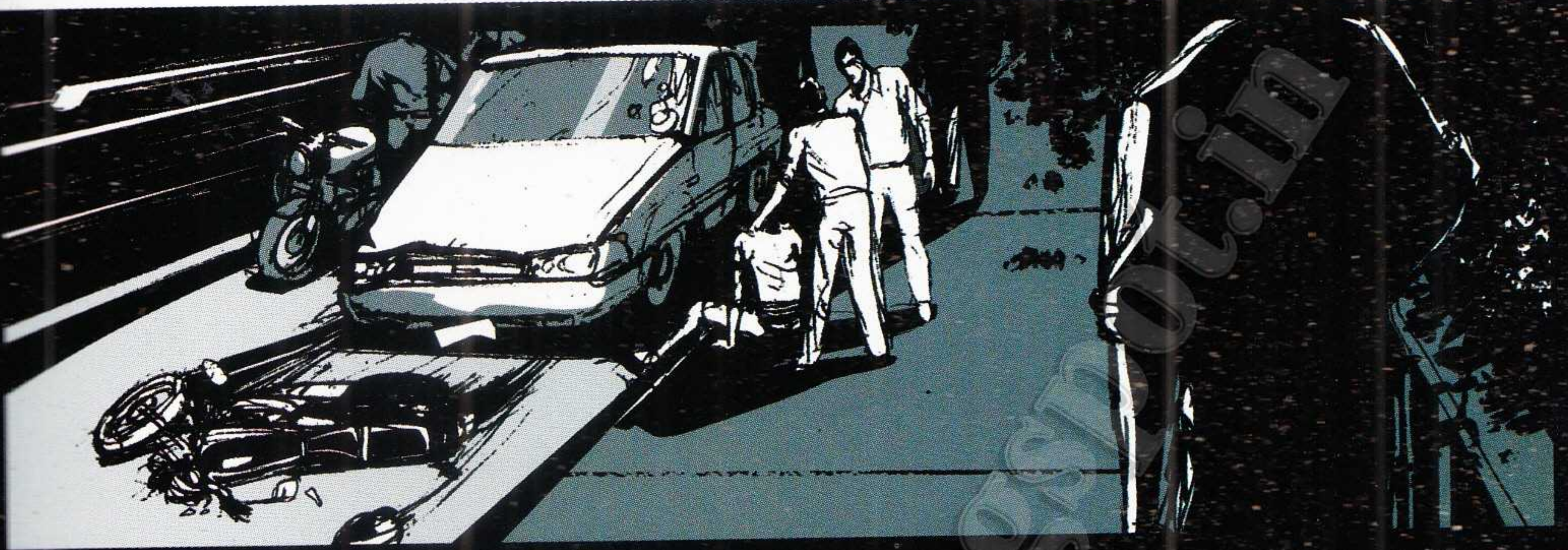
তার কাছে কোন কারণ ছিল না তাদের ভালবাসার, বা তাদের ঘৃণা করার,

"আমি কি আপনার সাথে বসতে পারি?"
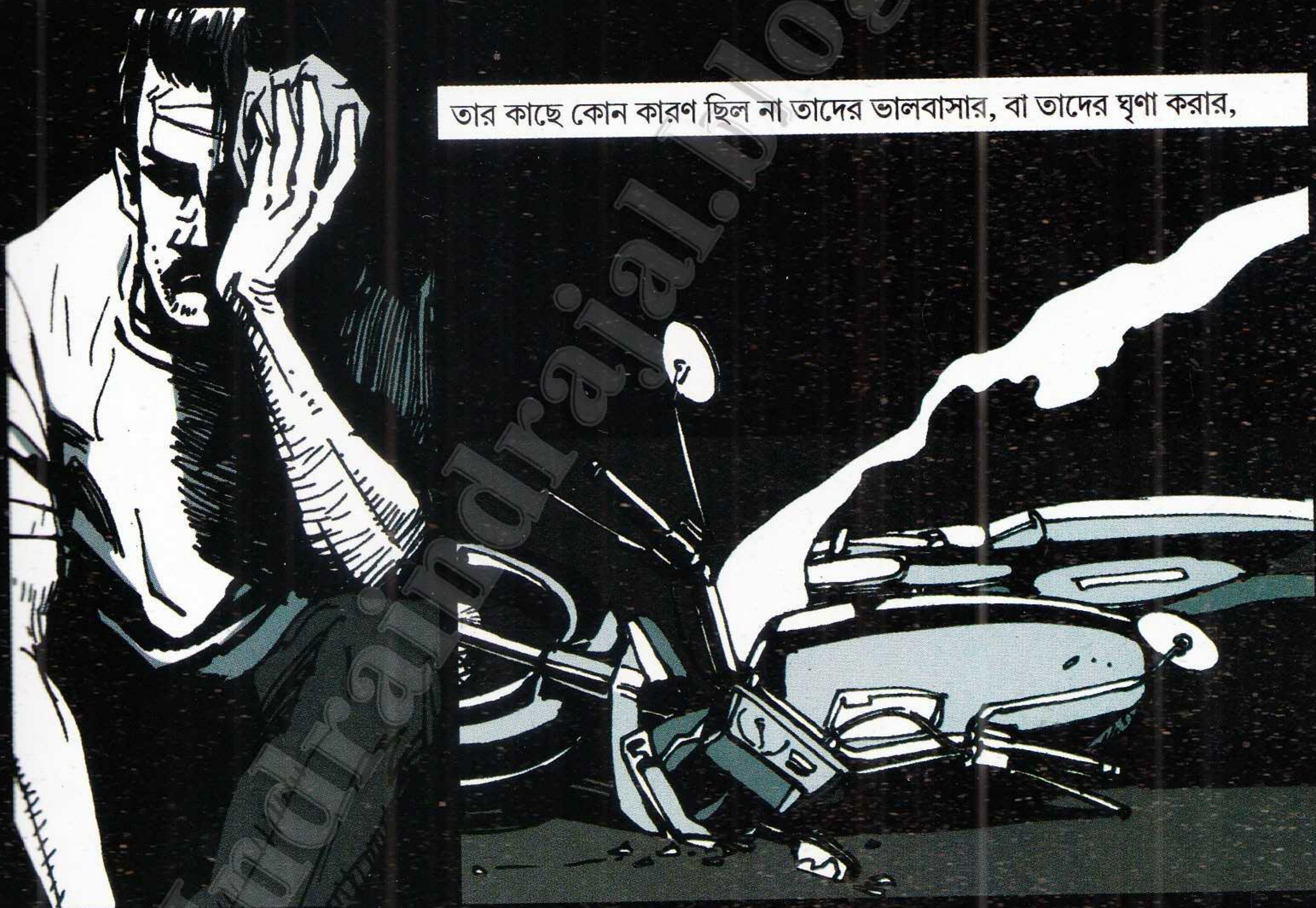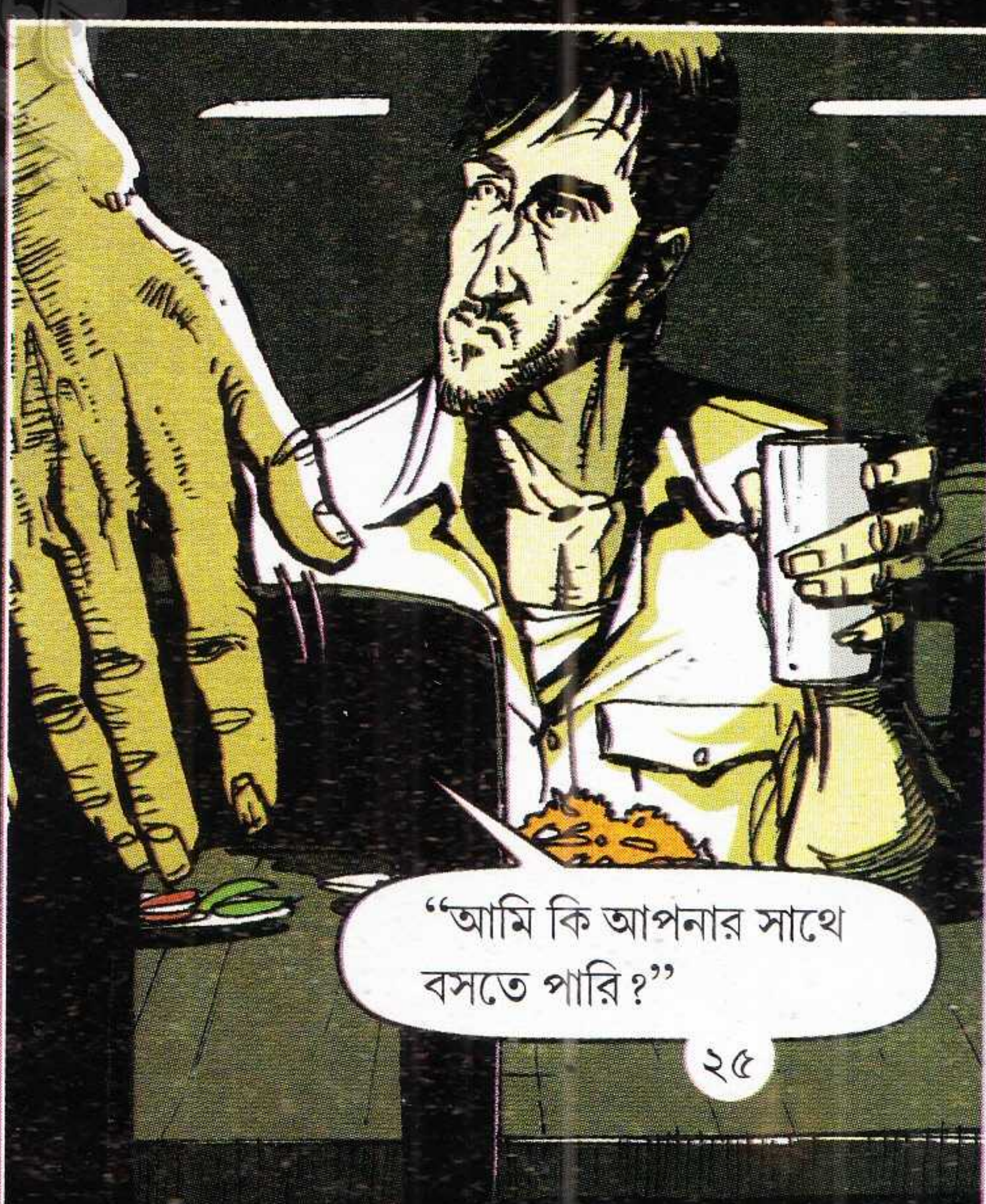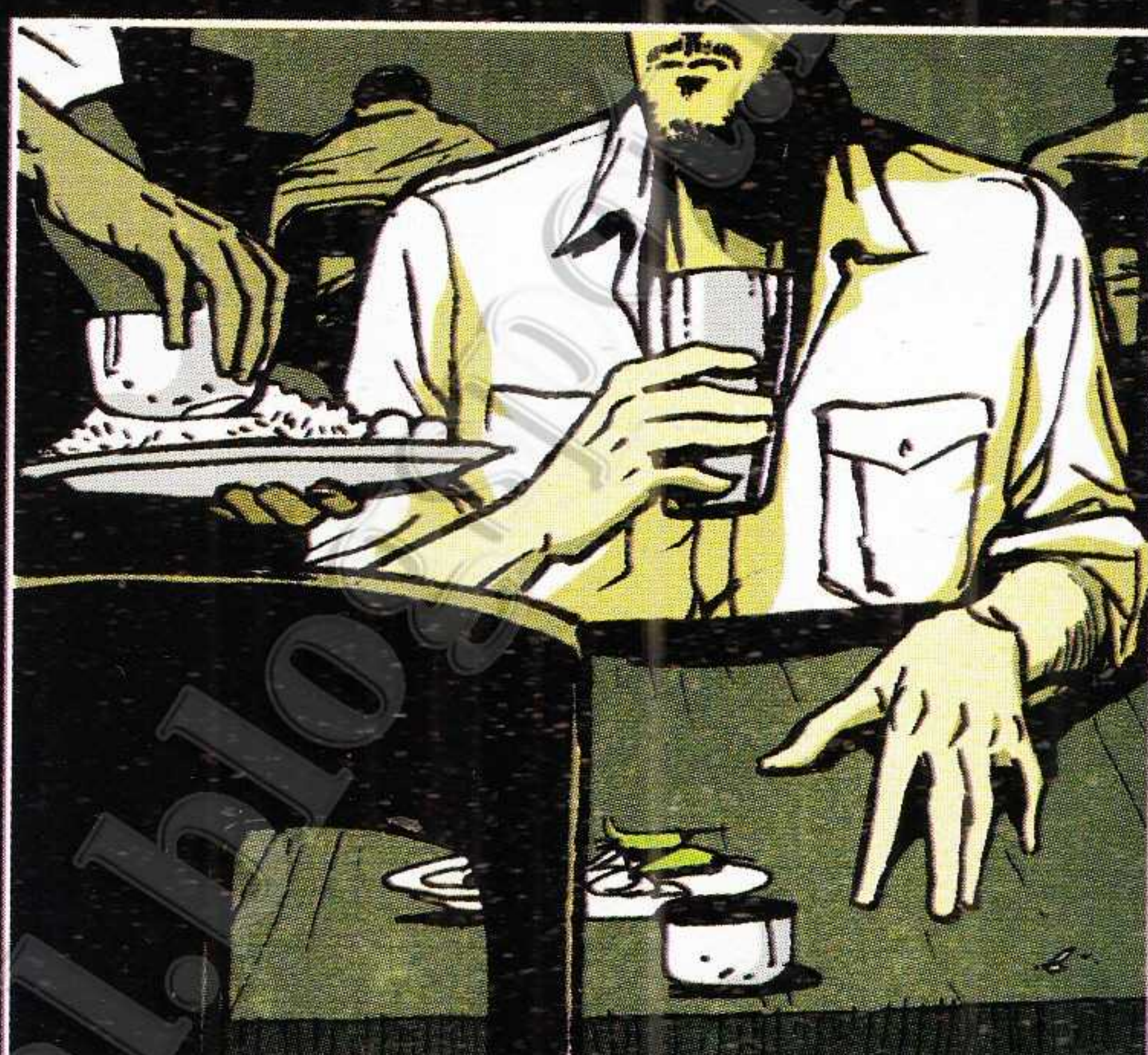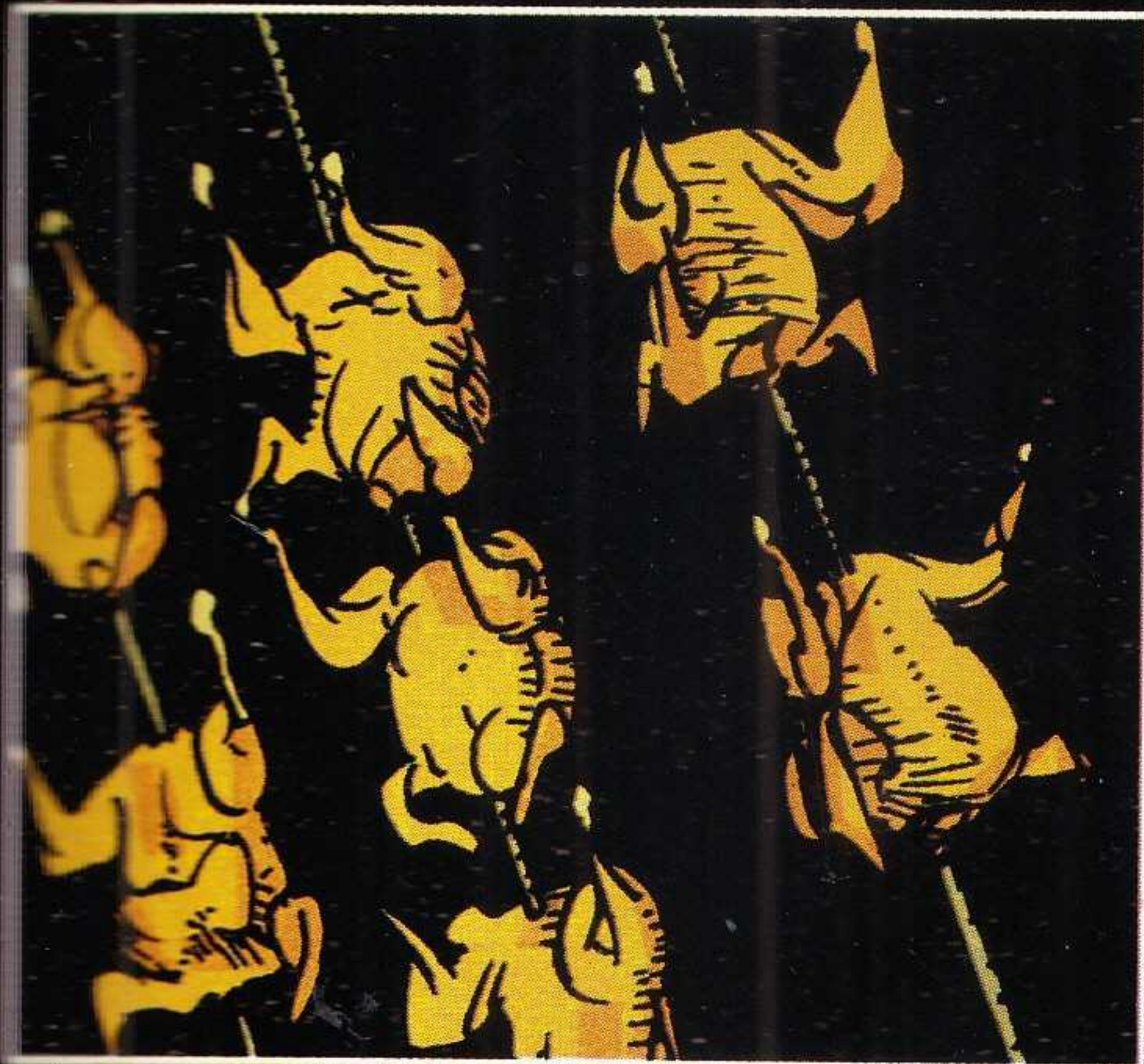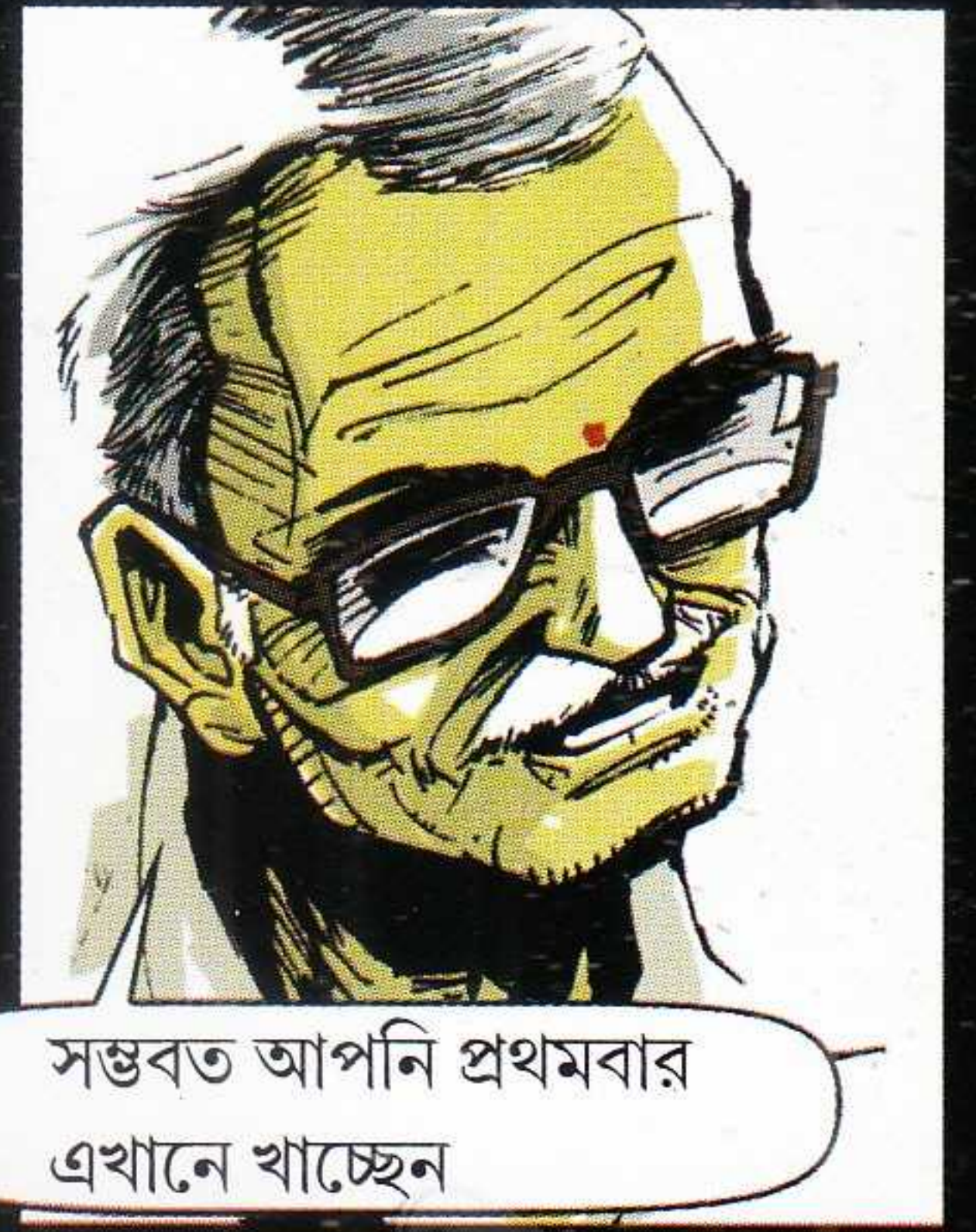
নিশ্চয়ই।
ধন্যবাদ।
সম্ভবত আপনি প্রথমবার এখানে খাচ্ছেন
কেন খাচ্ছেন, কী খাচ্ছেন এটা নিষ্প্রয়োজন।
তার কারণ
এটা দরকার; একবার আপনি আমার পছন্দ জানুন, তখন আপনি জানবেন যে জীবন শুধুমাত্র দিনগত পাপক্ষয় নয়,
এখানে ওখানে একটু সাহায্য, এবং সেটা তখন একটা মহিমান্বিত যাত্রায় পর্যবসিত হয়।
নিজের চরকায় তেল দিন, সজাগ থাকুন।
কিন্তু সেই বৃদ্ধ লোকটির মুখ সৌম্য ও কারুণ্যময়, মনে হল তিনি প্রকৃতই মহাসুখে তার খাবার ভাগ করেছেন, ৪৯ নম্বর সম্মত হল বৃদ্ধ লোকটির থালা থেকে খাবার নিতে।
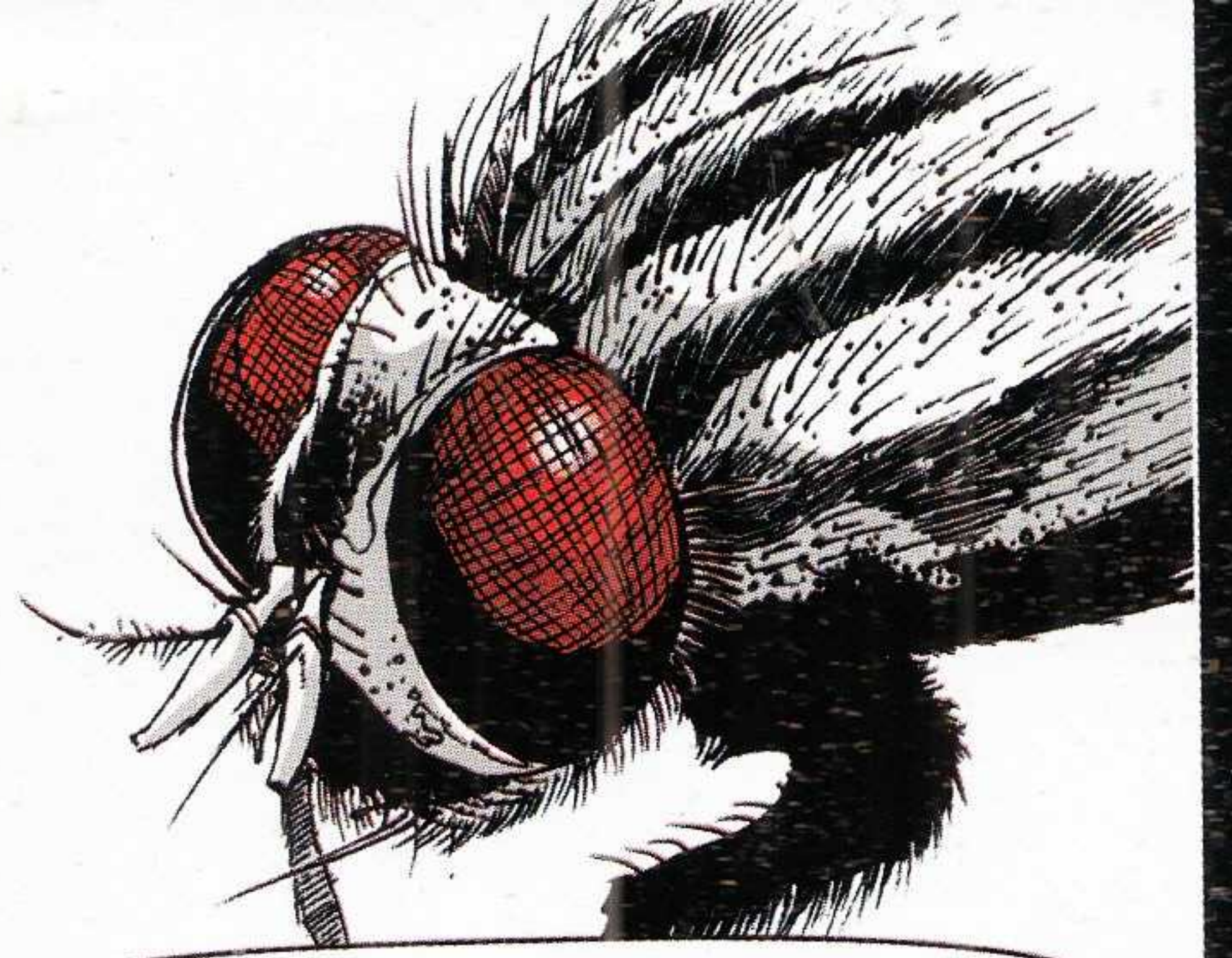
আপনি এখানে অনেকদিন ধরে
খাবার খাচ্ছেন মনে হয়...
রোজ যদিও নয়,
এতদূর আসা সম্ভব হয়ে উঠে না।
এখানে এখনও ১৭টি পদ আছে আমার খেয়ে ওঠা হয়নি,
সেগুলো ভাল কি মন্দ বোঝার উপায় নেই, যতক্ষণ না তার স্বাদ চেখে
দেখছো, আমি নিশ্চিত যদি আমি একবার চেখে দেখি,
তাহলে এই যা আমি ও আপনি মহানন্দে খাচ্ছি,
তা আর খাবো না,
আপনি কী করেন?
আমি বৃজেশ,
একজন ছুতোর মিস্ত্রি,
আপনাকে কি এখনও এই
বয়সে কাজ করতে হচ্ছে?
আমার মনে হয় আপনি ভাবছেন
আমার ছেলেমেয়েরা কেন আমার
দেখাশুনা করে না, হ্যাঁ,
তারা নিশ্চয়ই করত, কিন্তু তারা আর কেউ নেই,
আমার স্ত্রীর সাথে তারা এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে

কাজ না করে কি ভাল হবে শুনি? তোমার যদি জীবনের অভিজ্ঞতা শেষ হয়ে যায়, তুমি তো তাহলে মৃতসম...
আমার কাছে অবসর নেওয়া মৃত্যুসম কাজ ছাড়া, একটা অর্থবহ অঙ্গীকার ছাড়া আমার খালি খালি লাগে...
যাকে ভালবাসো, তার জন্যে মরেও সুখ...
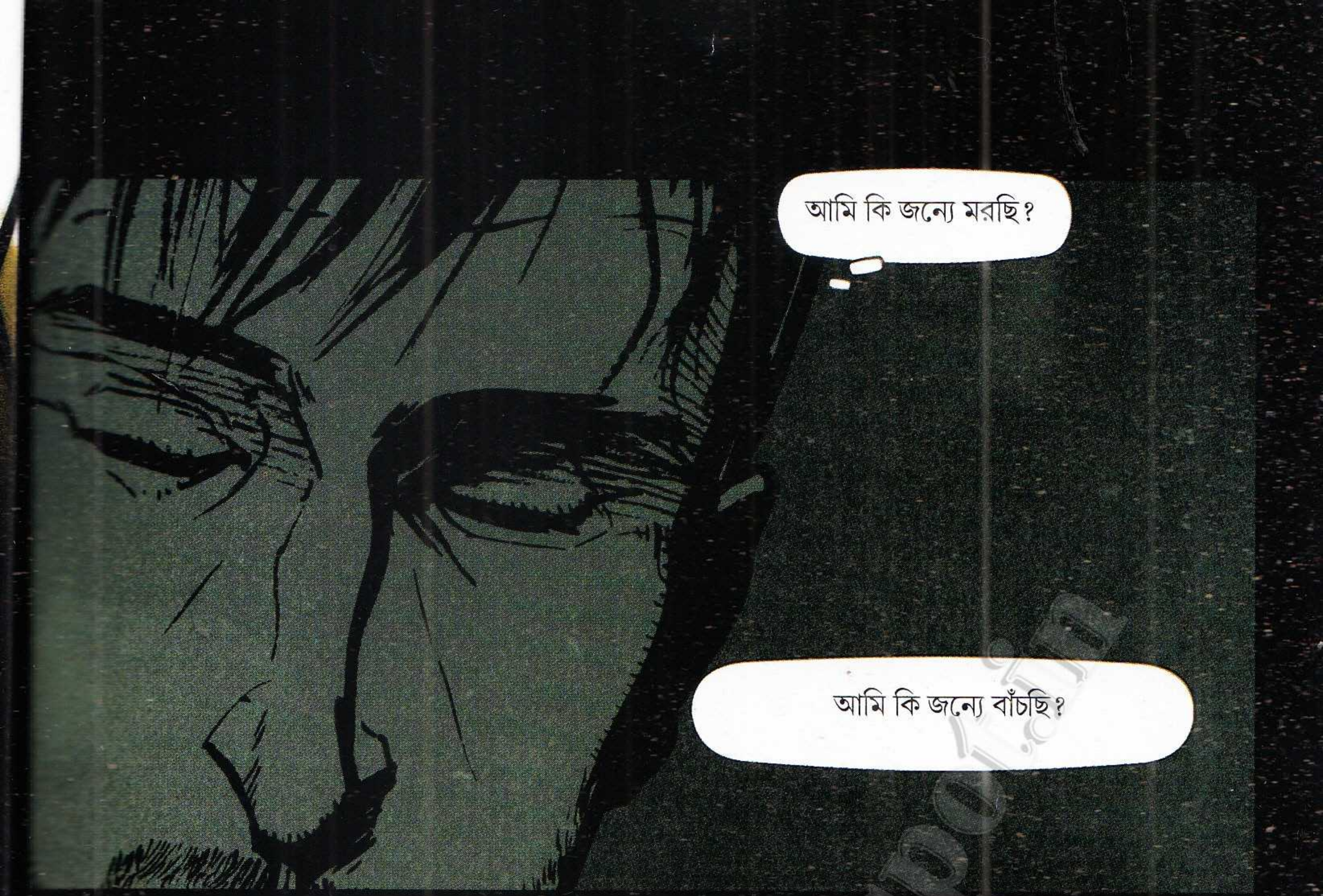
আমি কি জন্যে মরছি?

আমি কি জন্যে বাঁচছি?

৪৯ শৈশবেই অনাথ হয়েছে,
এক যুদ্ধের পরিণামে, এক তথাকথিত বৃহৎ কারণে, তার বাবা-মা মারা গেছেন...

সে এক অনাথালয়ে বড় হয়েছে, এবং খুব তাড়াতাড়িই অন্যদের মতো শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দিয়েছে।

একটি প্রশিক্ষণ শিবির যেখানে সৈনিক তৈরী হয়।
শিবিরে এক নেতা তাকে নিজের ছেলের স্নেহে বড় করেন ও ৪৯ তাকে বাবার চোখেই দেখে।

সঠিক লক্ষ্য করো

হ্যাঁ বাবা।

সে আশেপাশে বহু গ্রামে তার সহযোদ্ধা ও অন্য বরিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে ভ্রমণ করেছে।
খুব ছোট বয়স থেকেই সে যুদ্ধ ও গ্রাম দেখেছে।

তারা তার নিজের লোকজন ছিল।

তাদের মধ্যে অনেকের স্থিতিশীল শক্তি ছিল বেঁচে থাকার,
কিন্তু কেউ এই বৃদ্ধের মত আশাবাদী ও করুণাময় ছিল না...

জীবন বাঁধা ধরা নিয়মের পুনরাবৃত্তি ছিল...

৪৯ কিছু ছোট খাটো যুদ্ধ লড়েছিল, বড় বড় বন্দুক চালিয়েছে, কিন্তু কোনদিনই উত্তেজনা অনুভব করেনি লক্ষ্যভেদ করার সময় বা শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার সময় বা এক টুকরো জমি আদায়ের সময়...

সে কিছুটা রাস্তা বৃদ্ধের সঙ্গে যেতে যেতে সেই শহরের অতীত, বর্তমান, শাসক ও তাদের রাজসিকতা সম্বন্ধে শুনল,
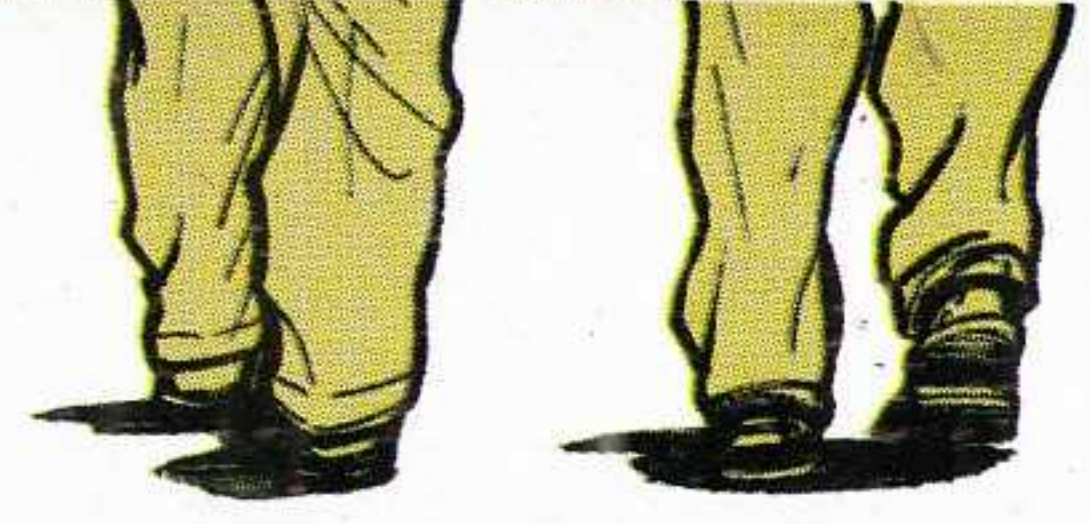
কিভাবে সেই শহর বেড়ে উঠল এবং বদলে গেল।
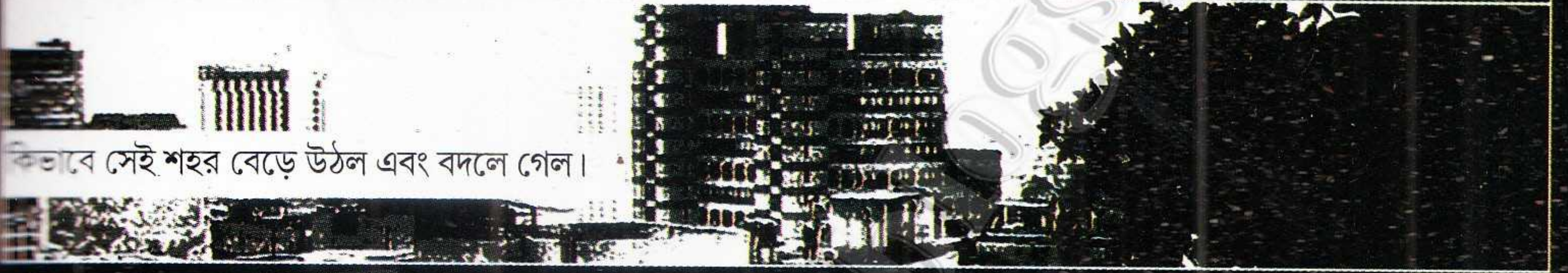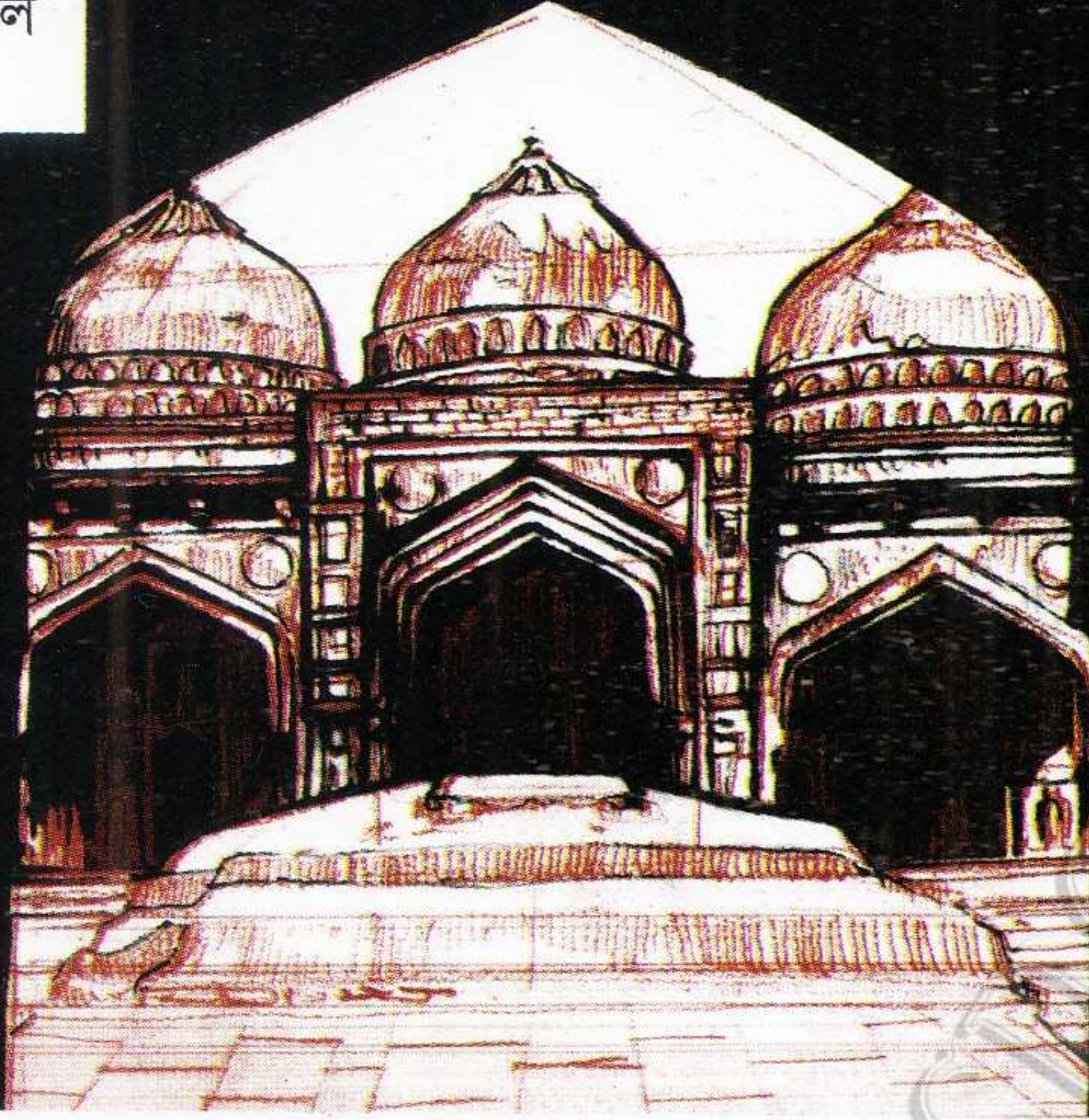
কিভাবে সেই শহর বেড়ে উঠল এবং বদলে গেল।

সেই বৃদ্ধ লোক তাকে তার বাড়ী ও কাজের জায়গা দেখাল, এমনকি যে ছোট চেয়ারে বসে সে কাজ করত... সেই খোদাই কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শোনাল যা সে পরীক্ষামূলকভাবে করছিল...
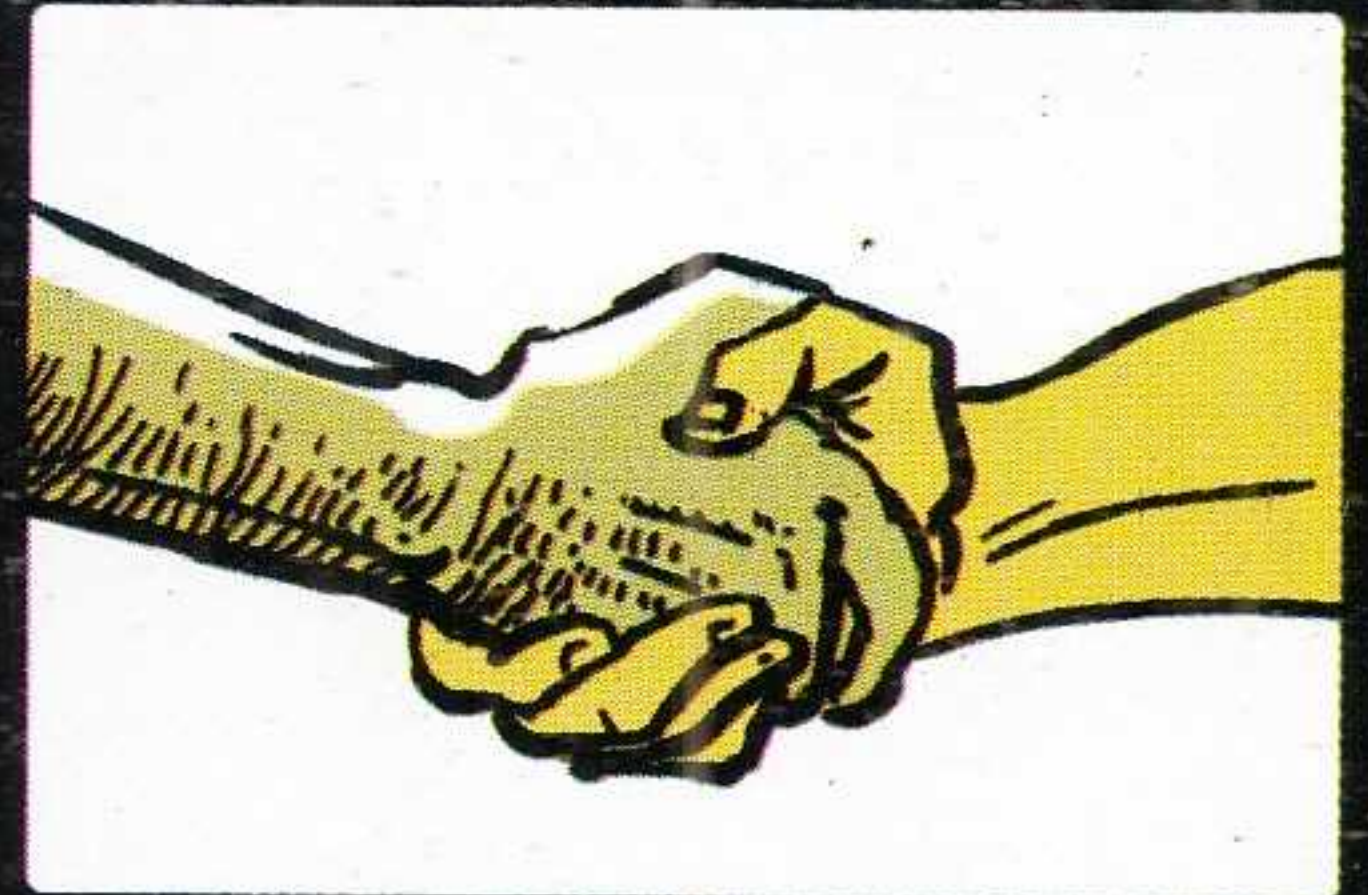
৪৯ অন্যদিন ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিল...

যদিও সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে কিনা সঠিক জানা নেই।
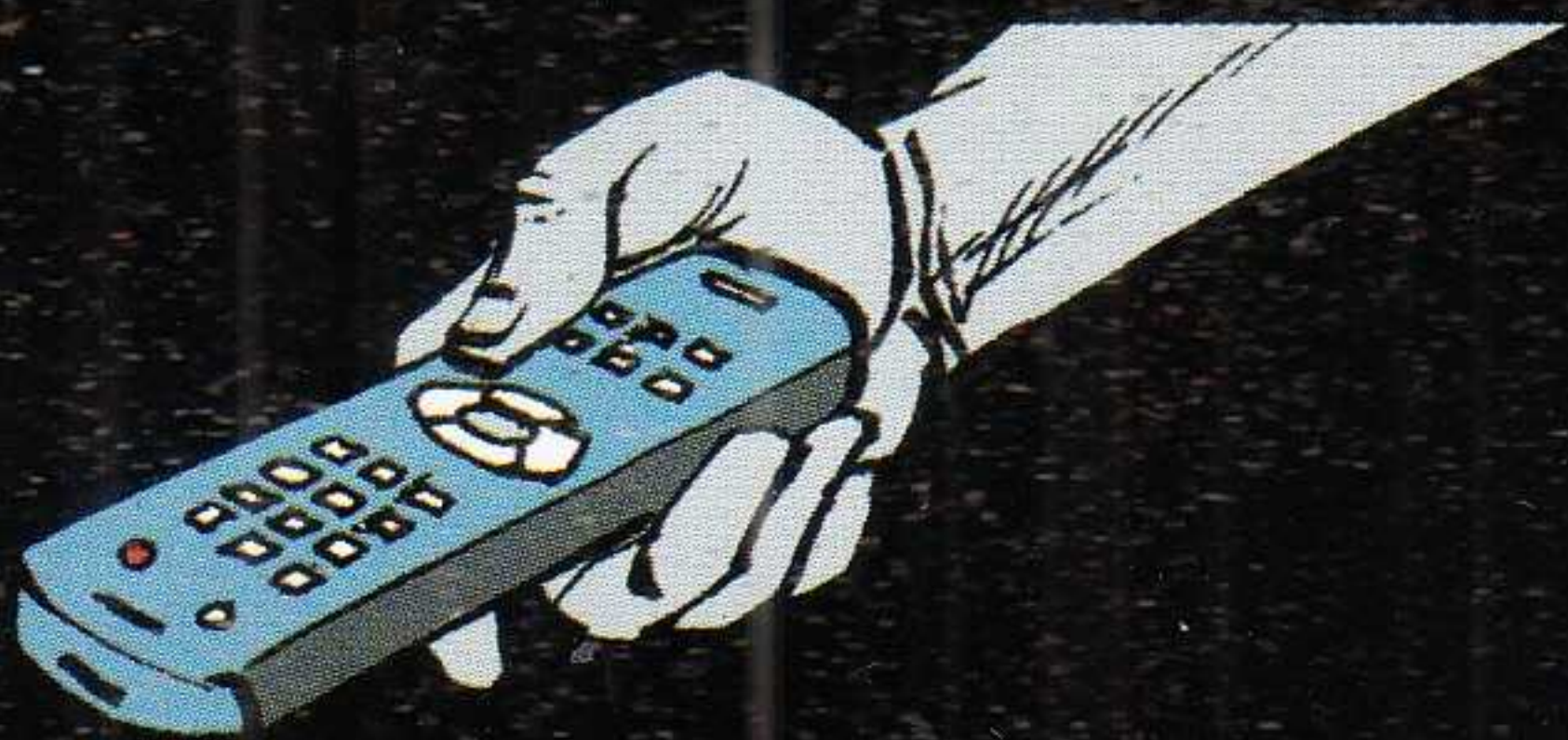
গণনার দিনের আগে ৪৯-এর হাতে আরো কিছু দিন ছিল, প্রতিদিন সে নিজের থাকার জায়গা বদলাতো এবং লোকের সাথে ন্যূনতম যোগাযোগ ছিল কিন্তু এই দিনগুলো দীর্ঘ ও আরো অধৈর্যপূর্ণ ছিল কেননা ৪৯ জানত যে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অপেক্ষা করছে।
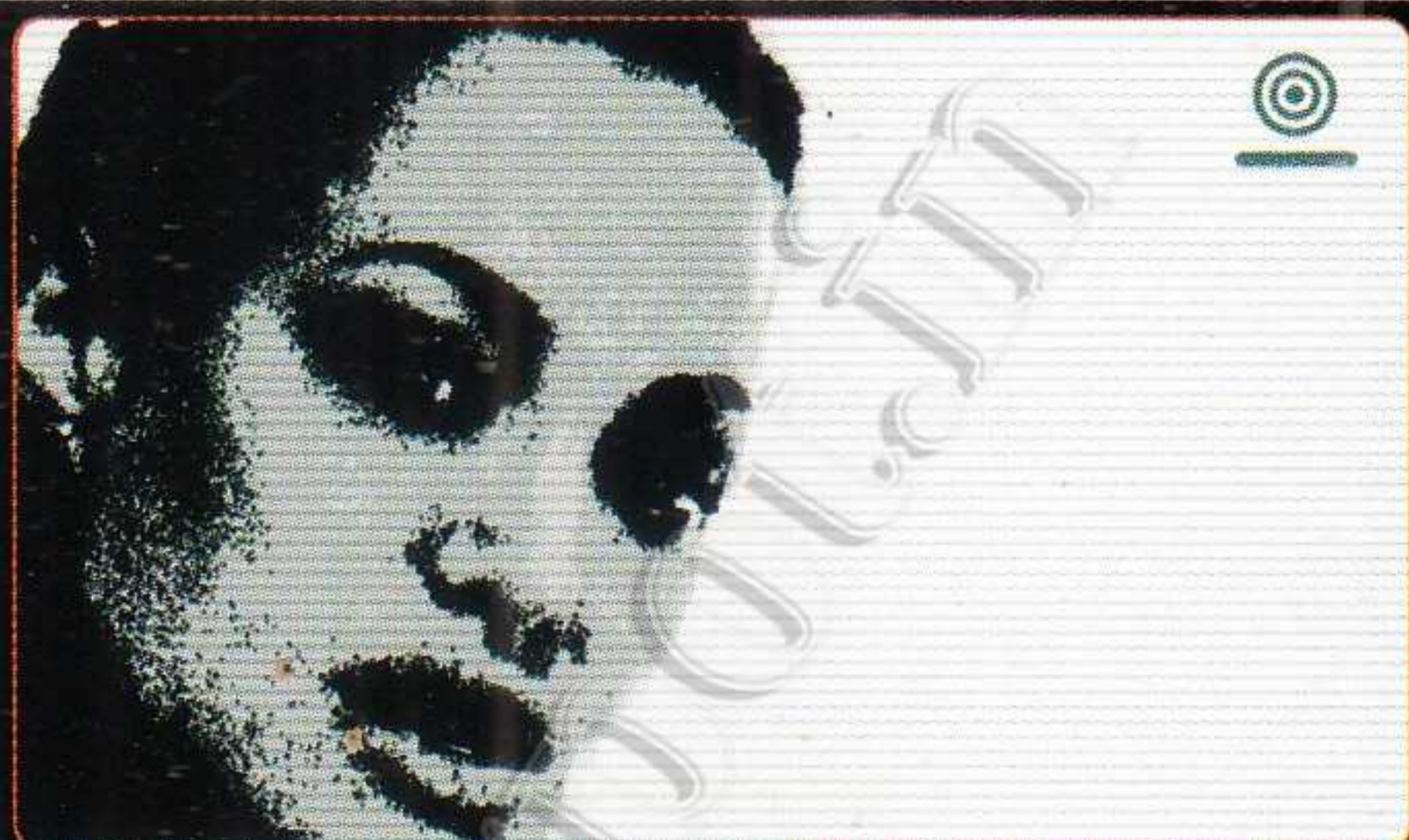
তাই সে জীবন সম্পর্কে জানতে আরো বেশি কৌতুহল হয়ে উঠল। কোন মানুষেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা নেই, এটা সকলের জীবনেই একই বার আসে; এবং এটাই স্বাভাবিক একটা ২১ বছরের ছেলের কাছে যে সে জীবন সম্পর্কে জানতে চাইবে,
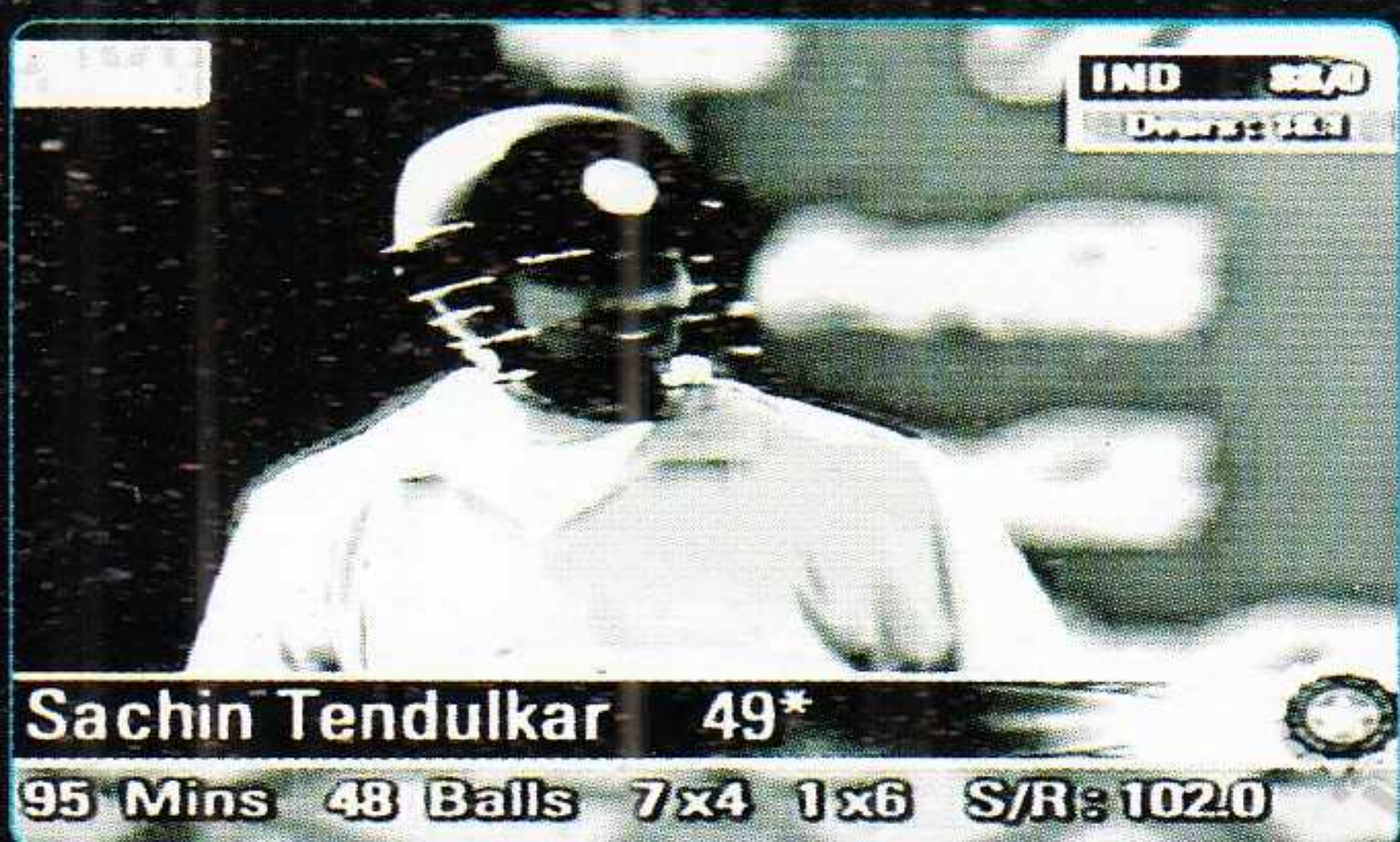
বিশেষত যখন সে প্রথম অনুভব করল যে তার স্বাধীনতা আছে। সে আরো বেশি করে মনোযোগী হয়ে তার আশেপাশে সবকিছু দেখতে ও মাপতে শুরু করল পুনরুদ্দীপ্ত হয়ে, যেন একটি ছোট শিশু লজেন্সের মিউজিয়ামে হারিয়ে গেছে।
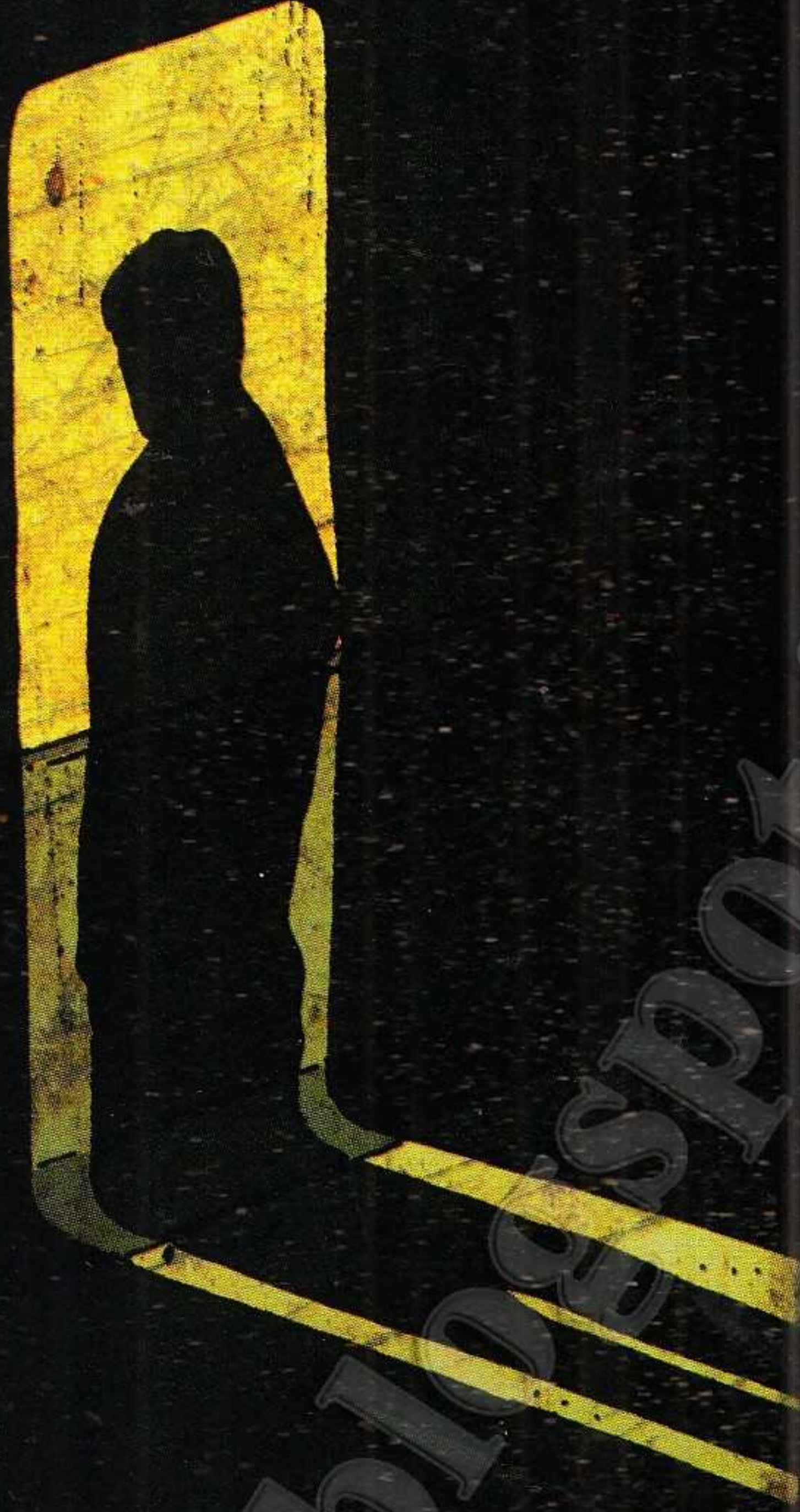
দ্বিতীয় দিনে সে আস্তানা বদলে শহরের
একেবারে প্রাণকেন্দ্রে চলে গেল।

বহুবারই ৪৯ চেষ্টা করেছে বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসের দৃশ্যের কল্পনা করতে।
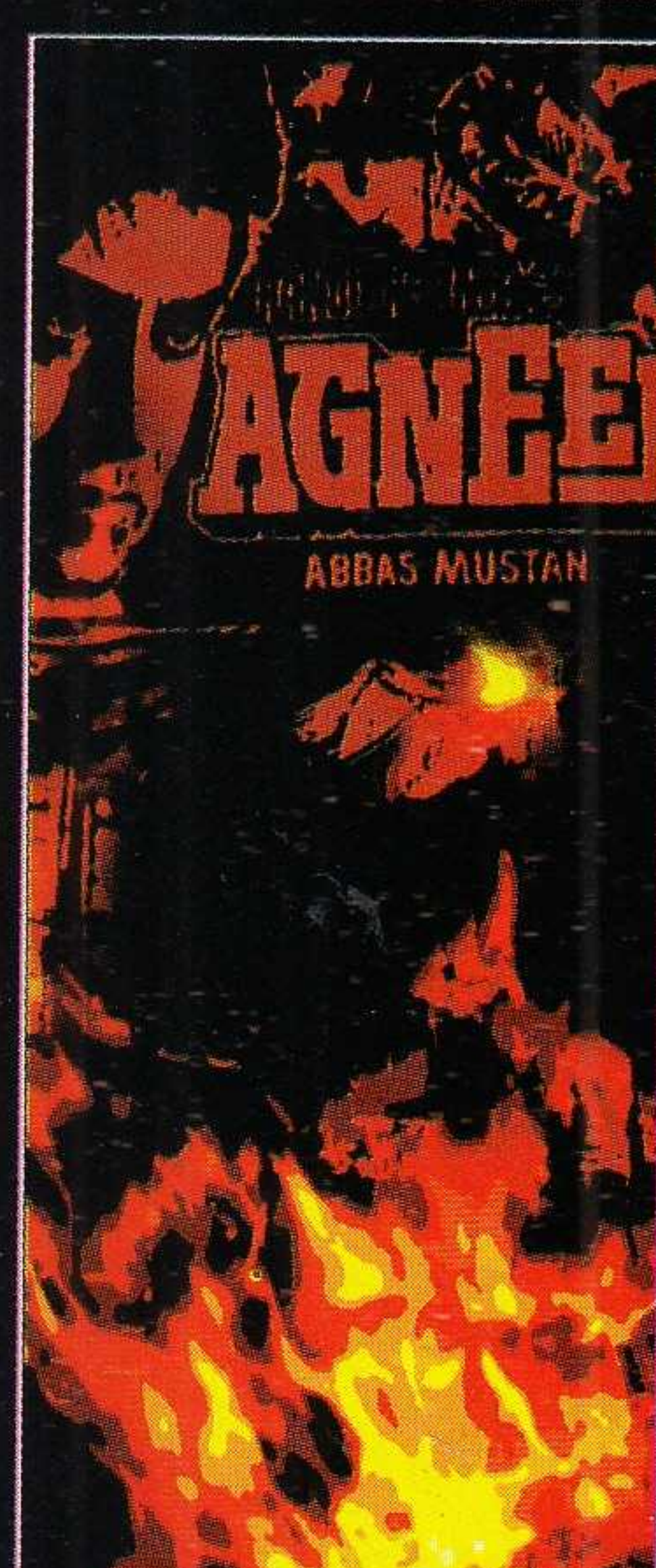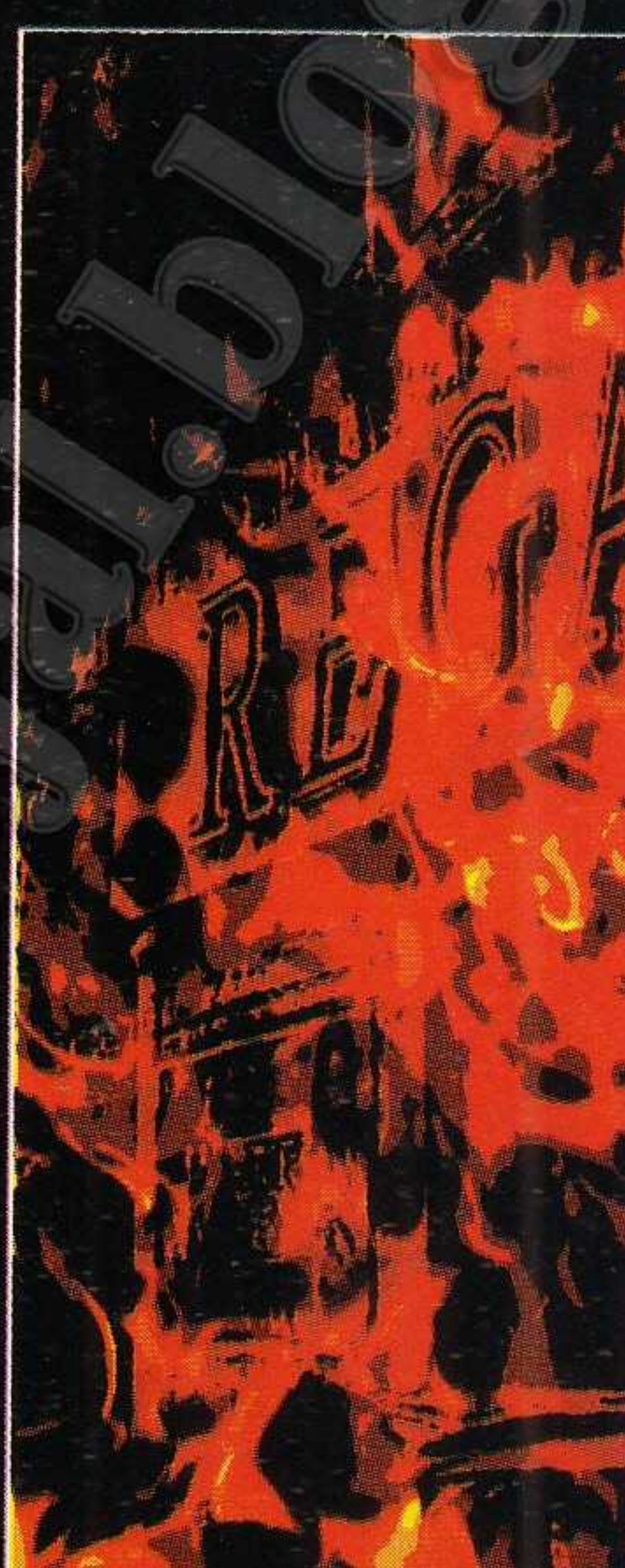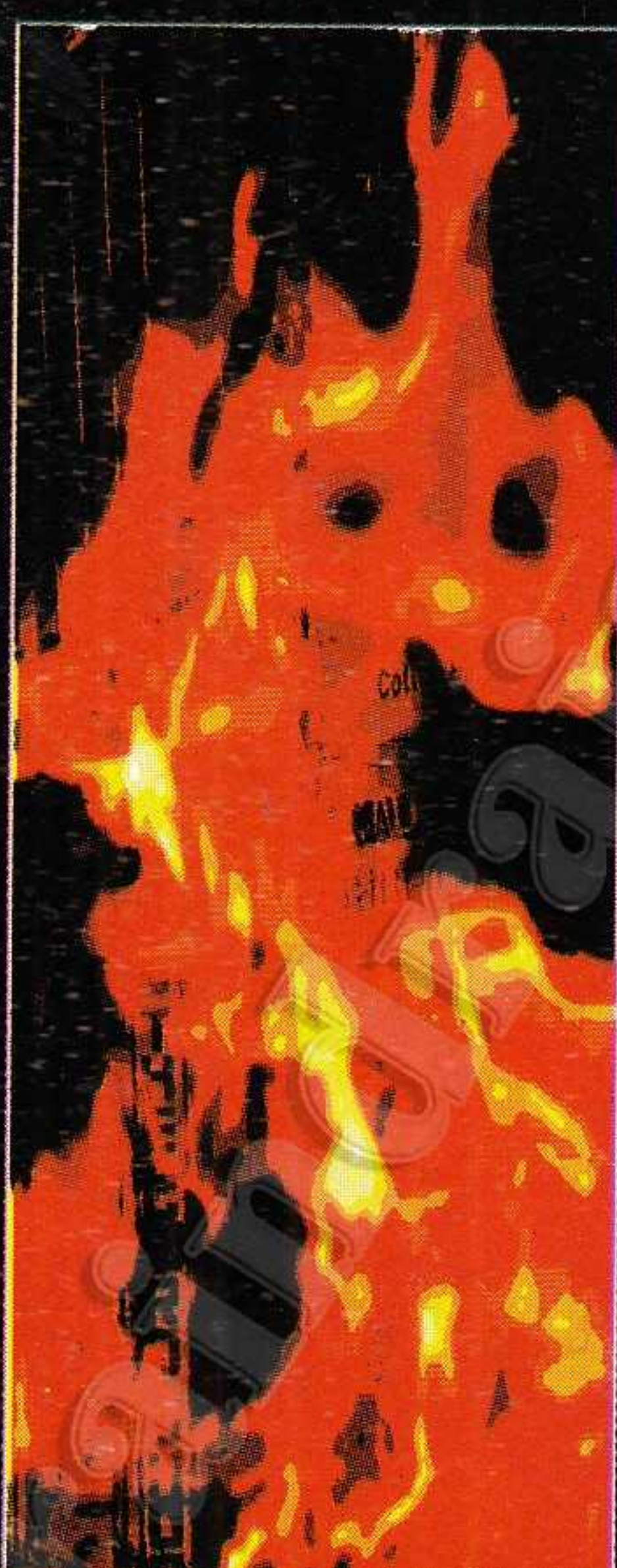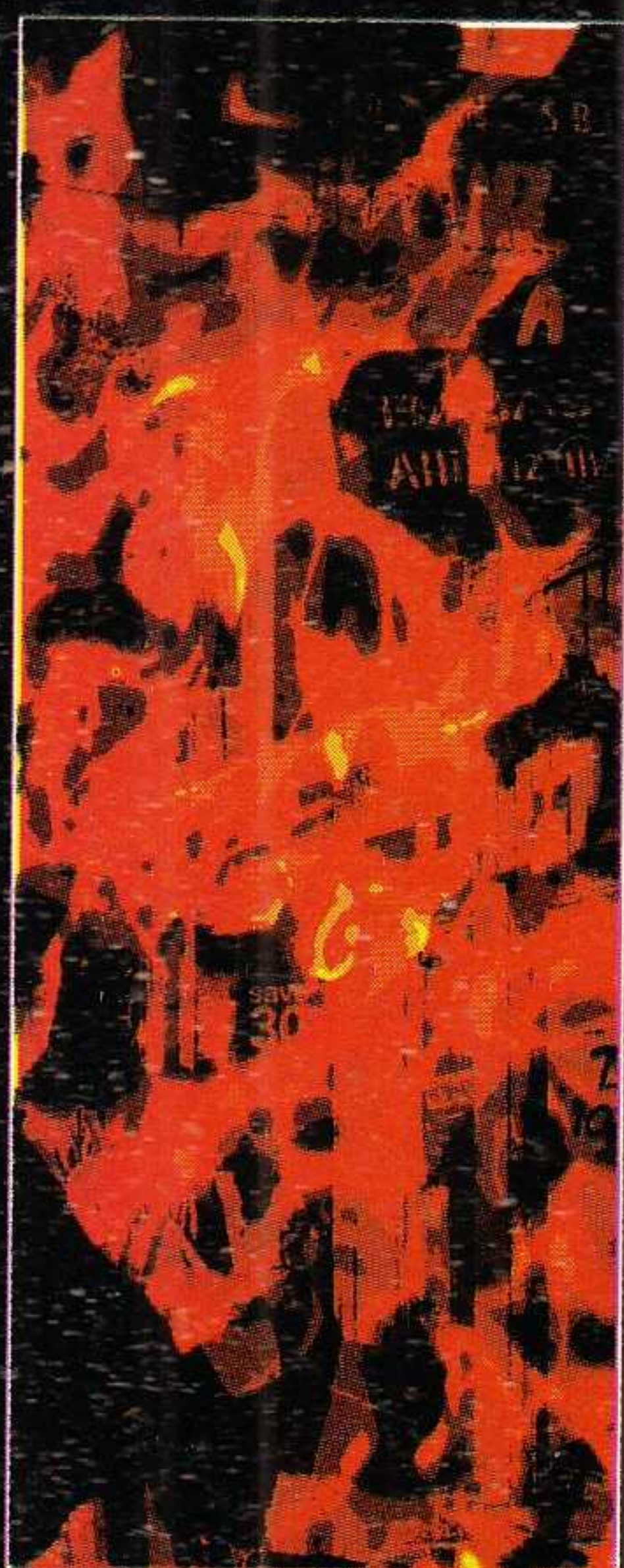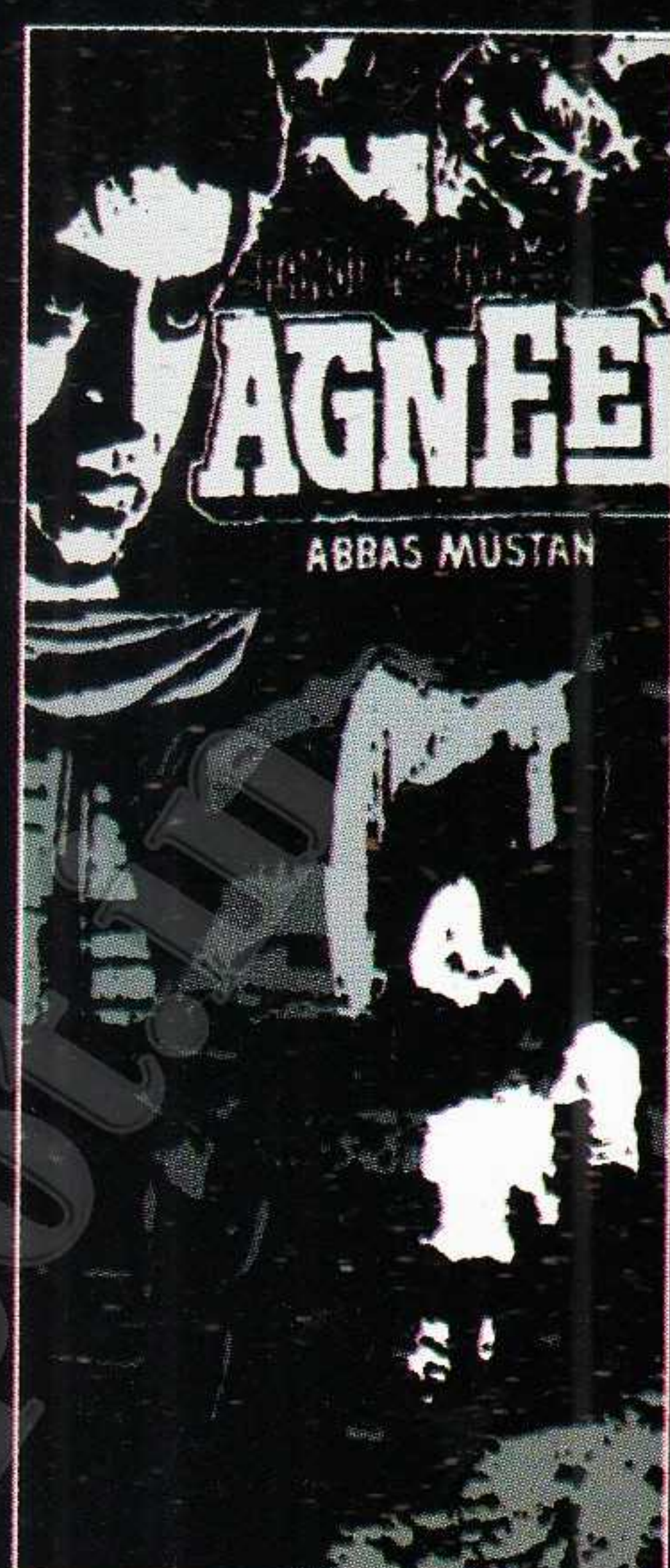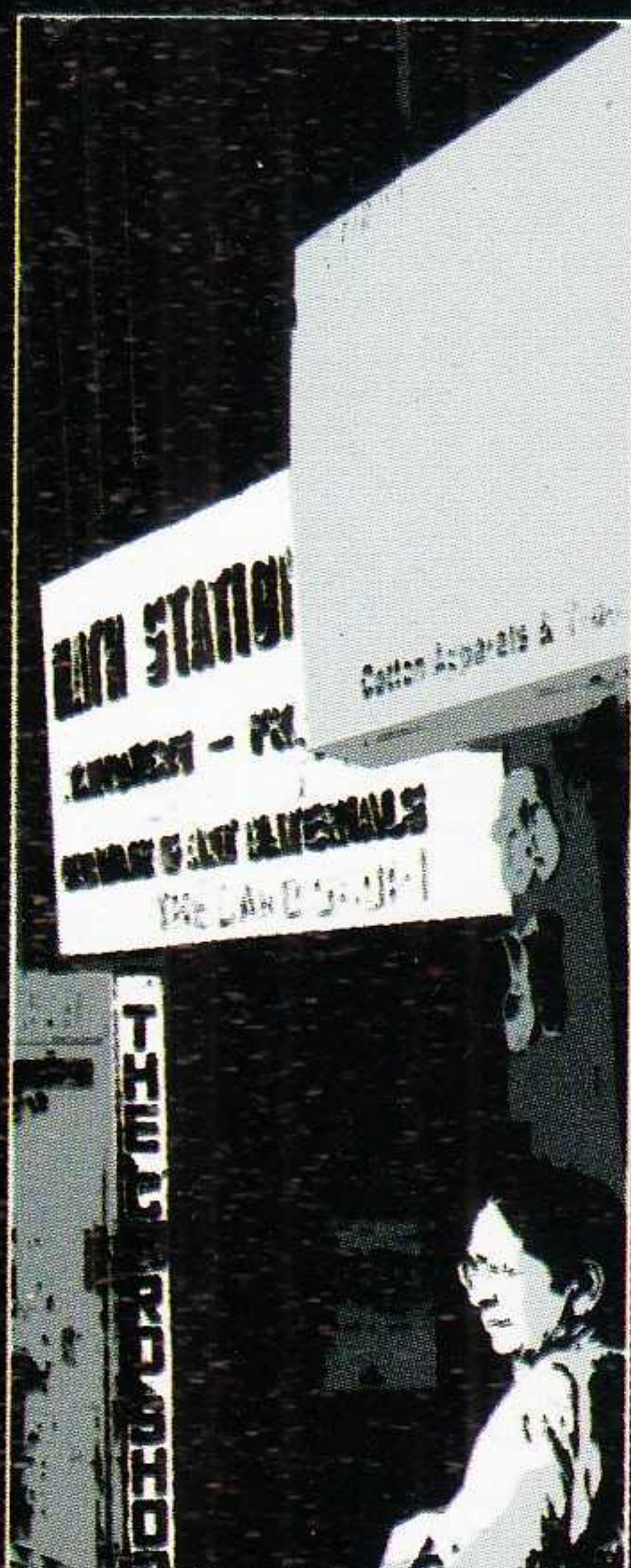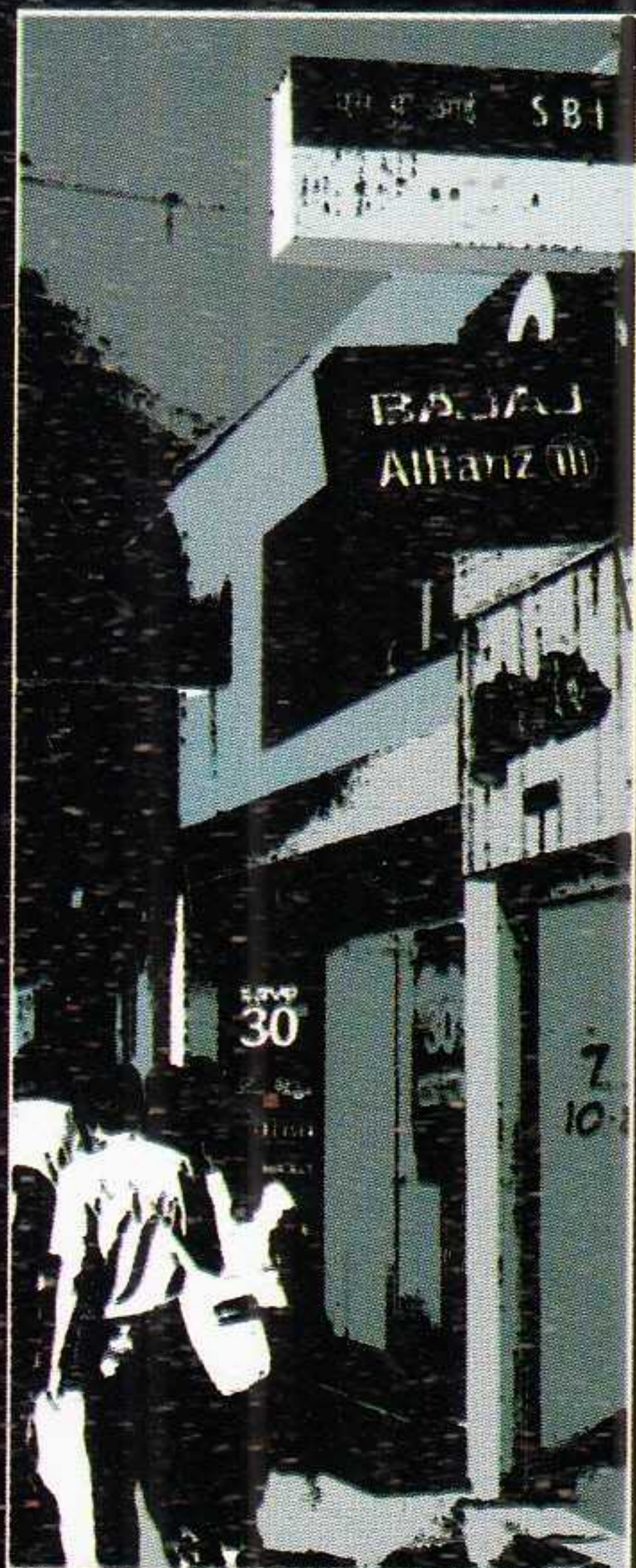
তারা কি এটা তাদের ভবিতব্য বলে মেনে নেবে
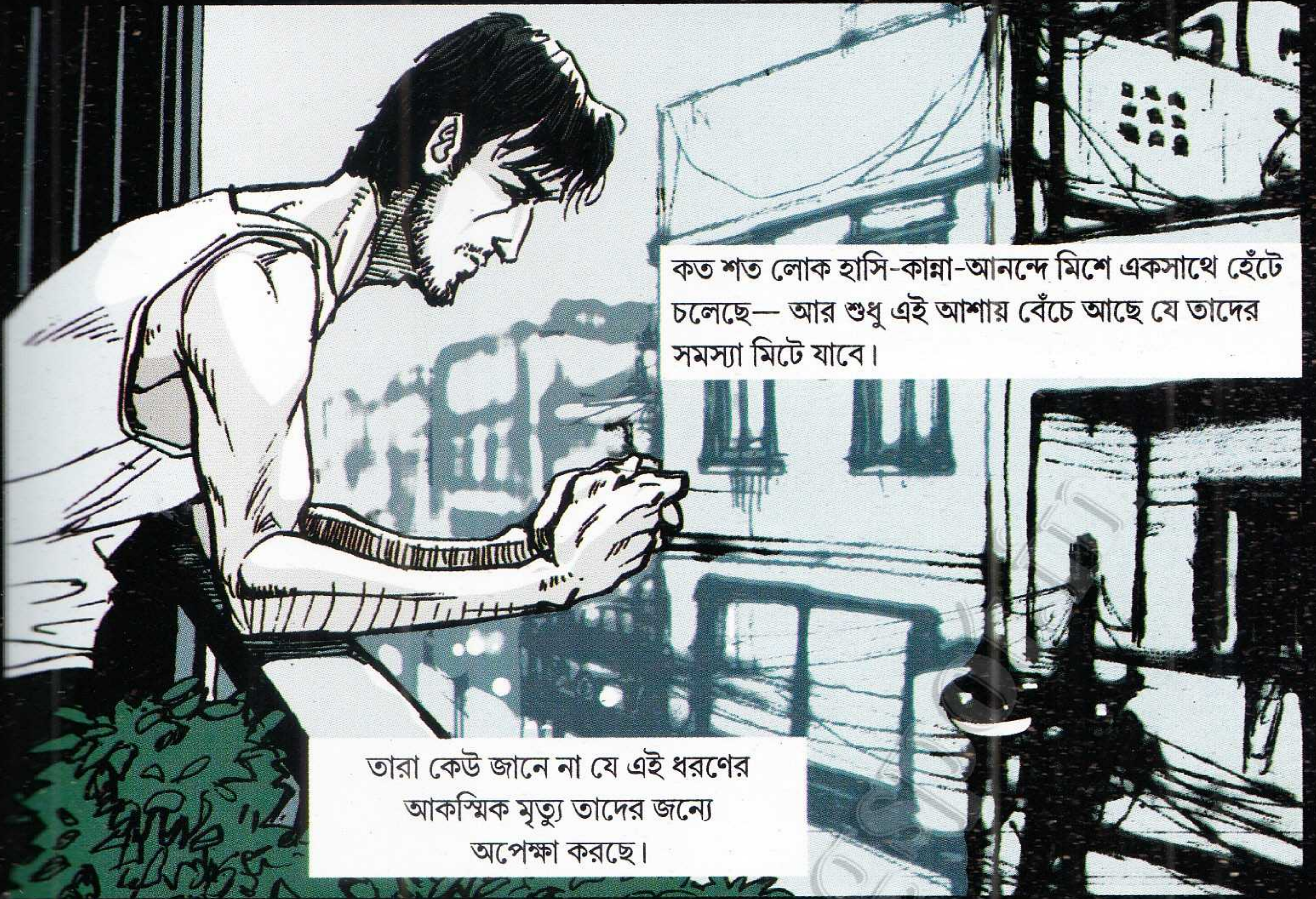
কত শত লোক হাসি-কান্না-আনন্দে মিশে একসাথে হেঁটে চলেছে— আর শুধু এই আশায় বেঁচে আছে যে তাদের সমস্যা মিটে যাবে।
তারা কেউ জানে না যে এই ধরণের আকস্মিক মৃত্যু তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।
বেশির ভাগই তাদের প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাঁদবে, শুধু তার মৃত্যুই আনন্দ বয়ে আনবে। সে শহীদ হয়েছে — এই কথা তারা গর্বের সাথে বলবে।
এখন শত্রুরা আমাদের চিনবে, জানবে, স্বীকার করবে এবং আমাদের দাবী মেনে নেবে, ন্যায় বিচার আবার আসবে।
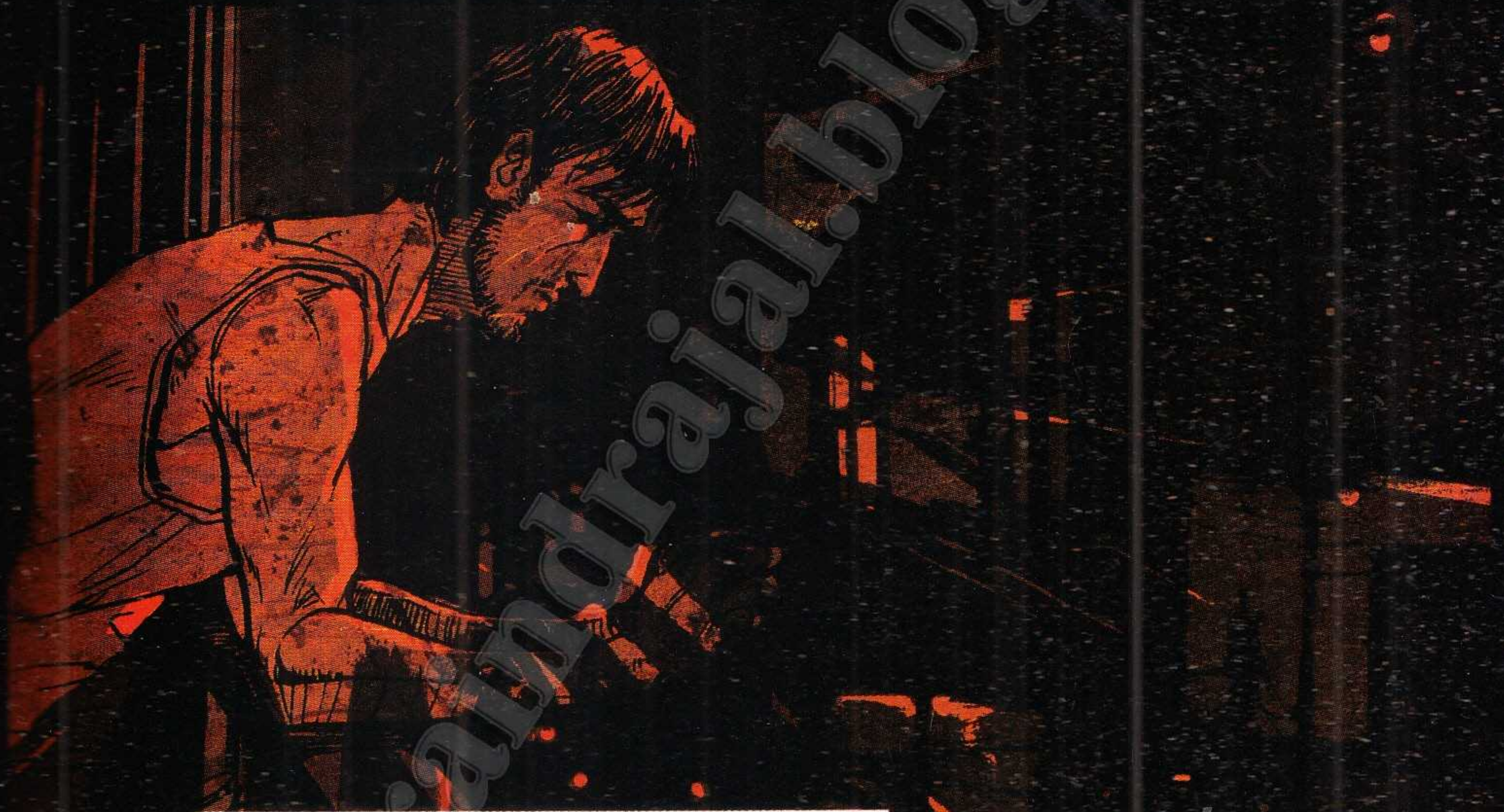
কেউ কেউ অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবে এই গল্প বলার জন্যে... তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দেবে ও নিয়তির এই রহস্যকে আঁকড়ে ধরবে...

এই বৃদ্ধের মত কেউ কেউ আবার সেই বিস্ফোরণ নিয়ে গল্প ফাঁদবে যে কিভাবে তার ছেলে বা মেয়ের মৃত্যু হয়েছিল, এবং নতুন কারণ খুঁজে জীবনের শক্তি খুঁজে পাবে।

যারা অভিযোগ করেছিল যে জীবন কেন এত ছোট, তারাই এই যন্ত্রণাময় দীর্ঘ জীবনকে অভিশাপ দেবে তাদের প্রিয়জনদের হারিয়ে।

কেমন করে সে ভেবেছিল তা এই কারণকে কি আর কোন সাহায্য করবে? কি ছিল সেই লক্ষ্য? কিছু বলার জন্যে

যাতে আগামীবার যখন তারা দাবী করবে তখন যেন আরো গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়, এবং আমরা, আমাদের পুরানো লোকেরা যারা সেই একই কাজ করেছিল তাদের মুক্ত করতে পারি ও সেই একই কাজ করি... অথবা অন্য কোন...

তার আর কোন দরকার ছিল না...
তার সেই প্রশ্ন করারও কোন অধিকার ছিল না...

৪৯ ভাবছিল বিস্ফোরণের ফলে তার শরীর কিভাবে
টুকরো টুকরো হয়ে চেনার অসাধ্য হয়ে যাবে,
কেউ থাকবে না তার শরীরের দাবীদার...
অনেকেরই এই অবস্থা হবে যে শরীরের
কোন দাবীদার থাকবে না...

তার চোখ সেই ভীড়ে খুঁজে বেড়াতে গিয়ে থামল একটা ছোট মেয়ের উপর, যে একটা শিশু নিয়ে ছিল।
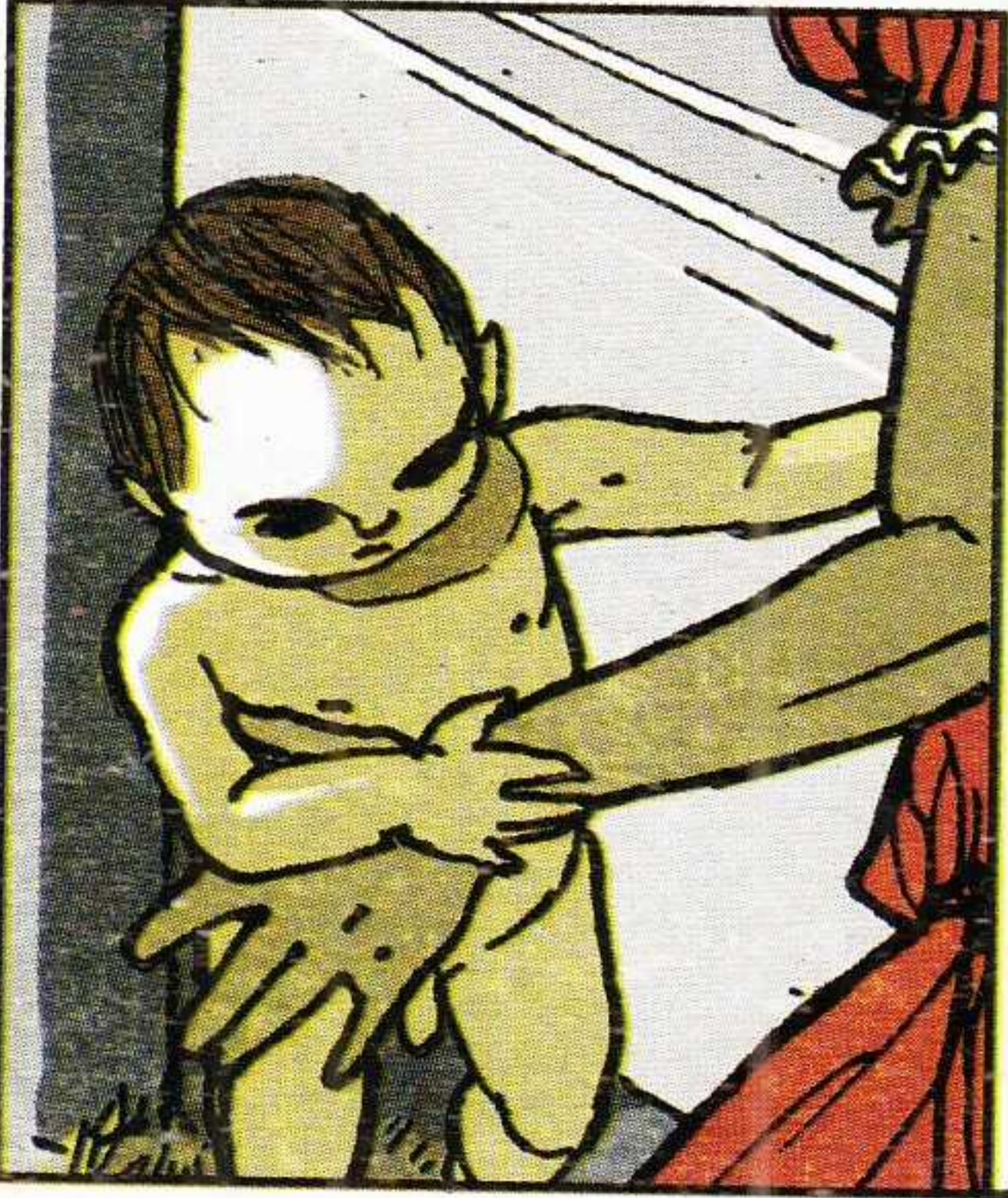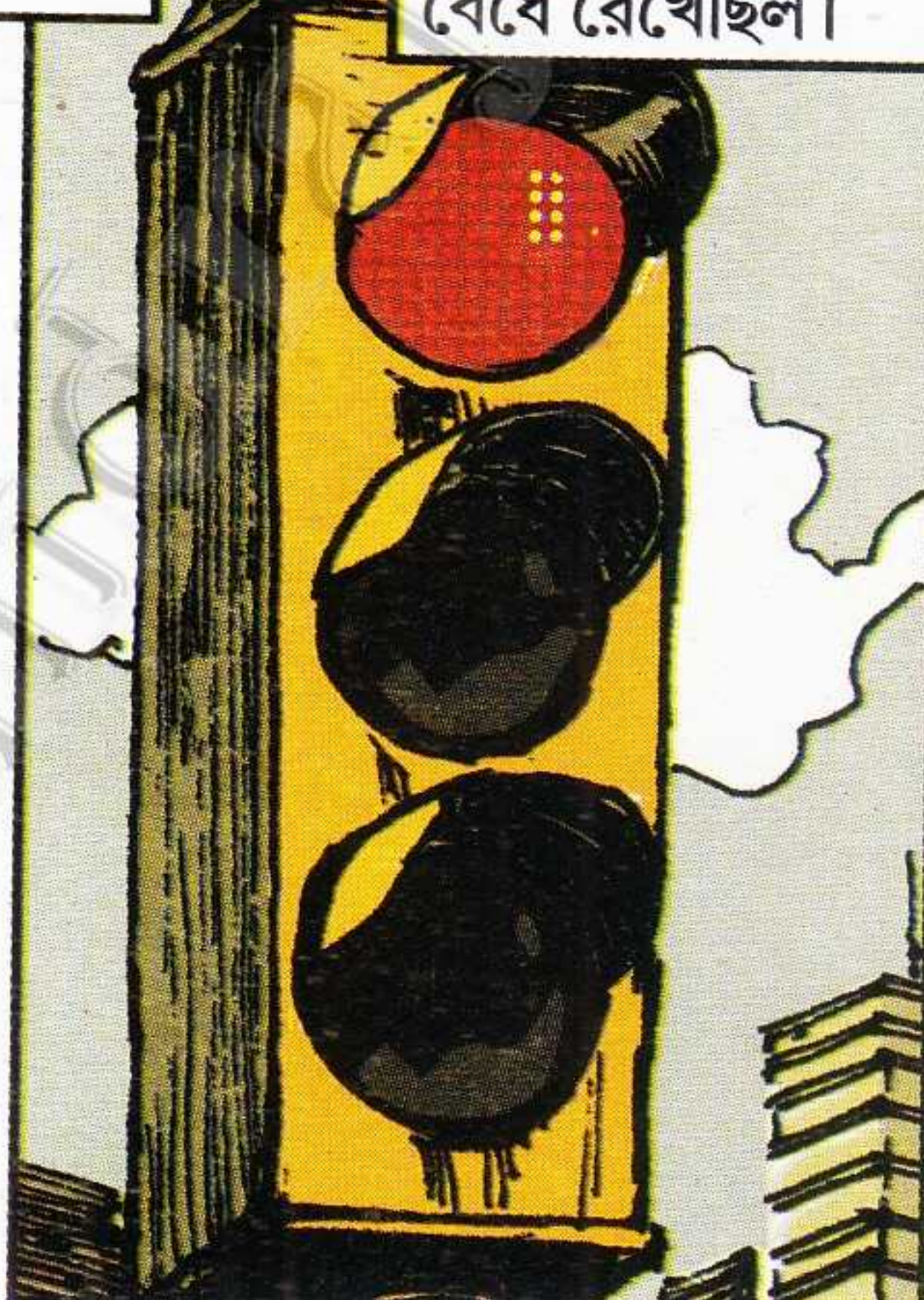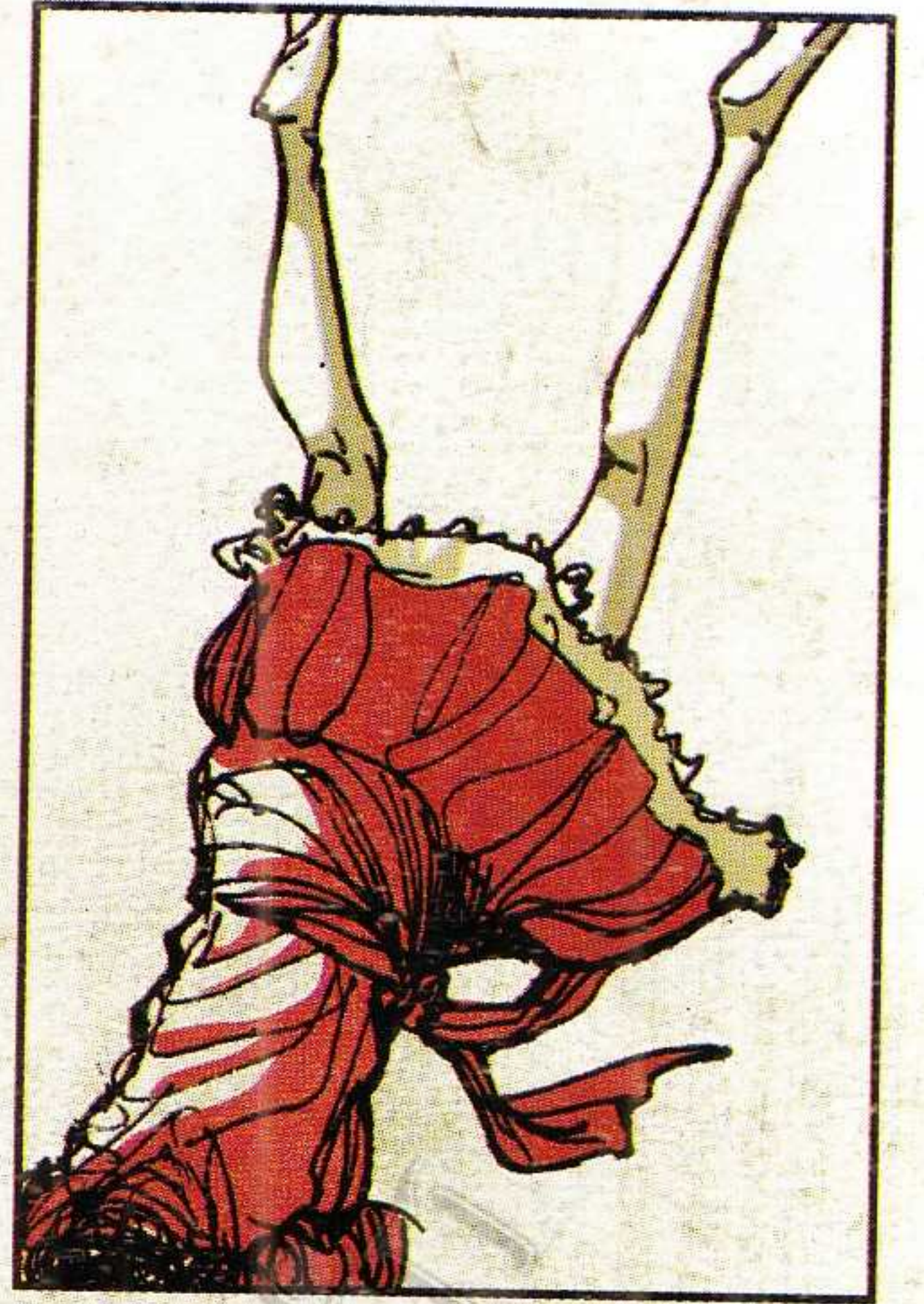
তারপর সে রাস্তায় যান চলাচলের সঙ্কেতে থেমে যাওয়া গাড়ীর পাশে পাশে তার অভিনয় শুরু করল...
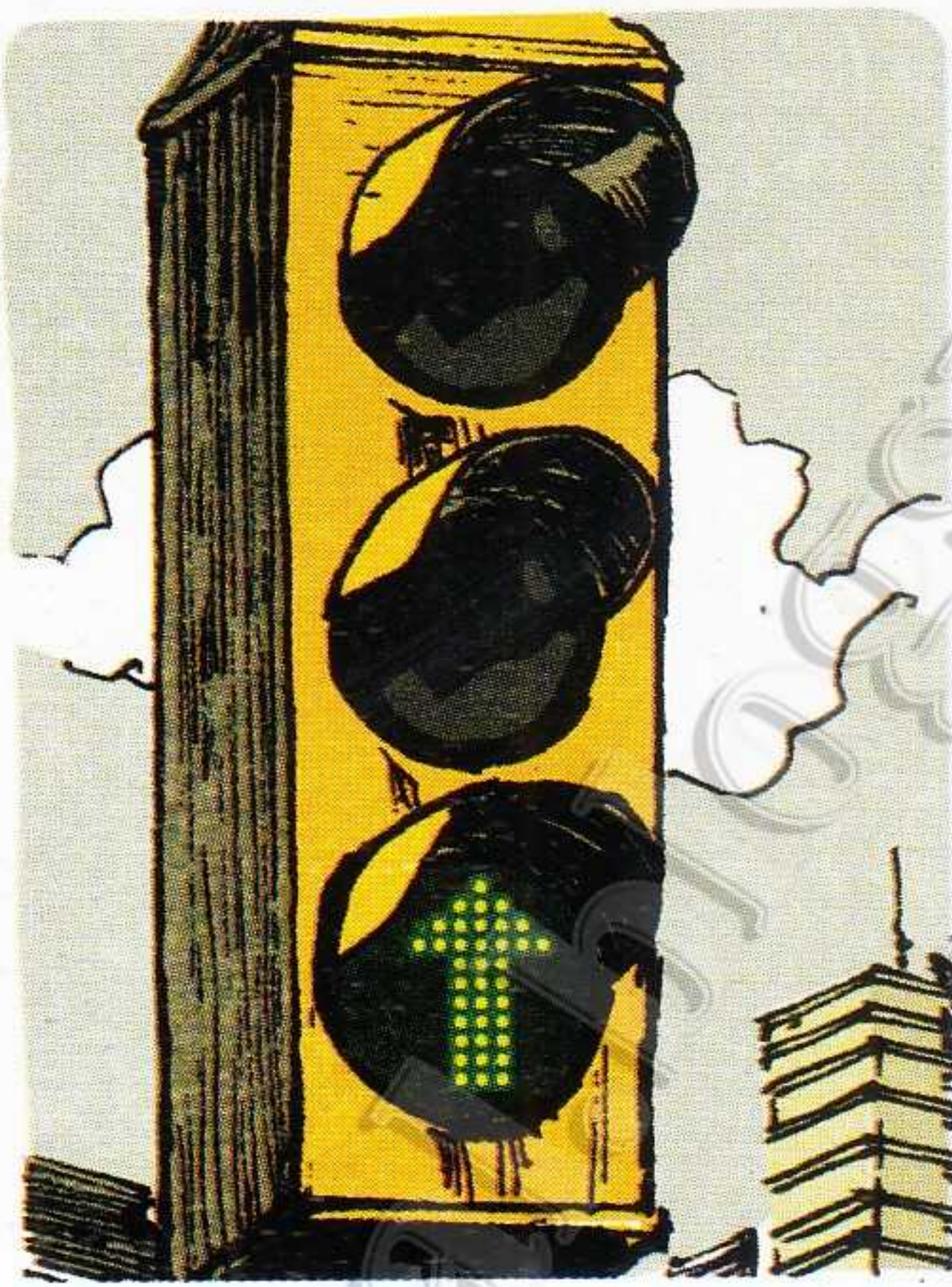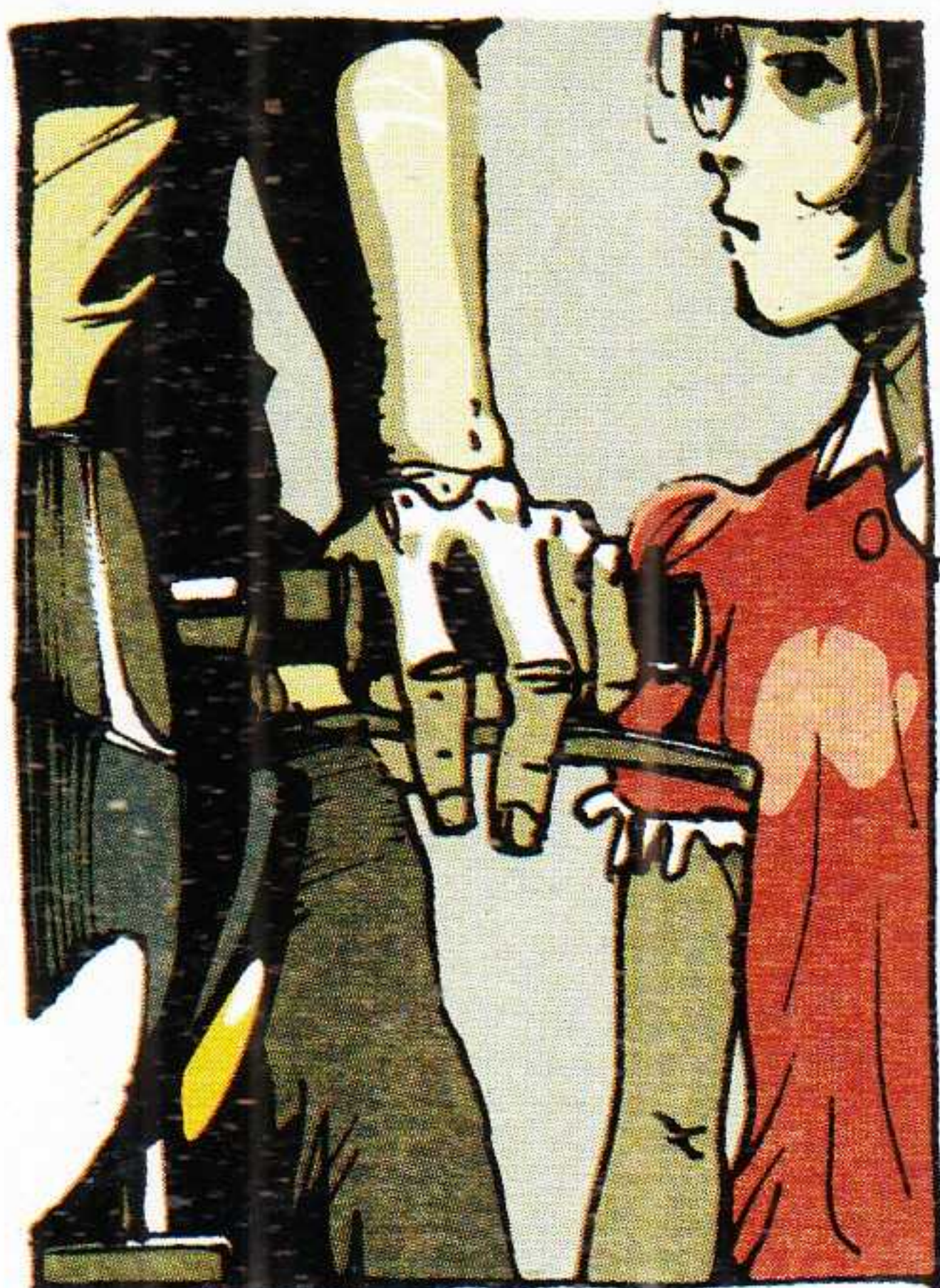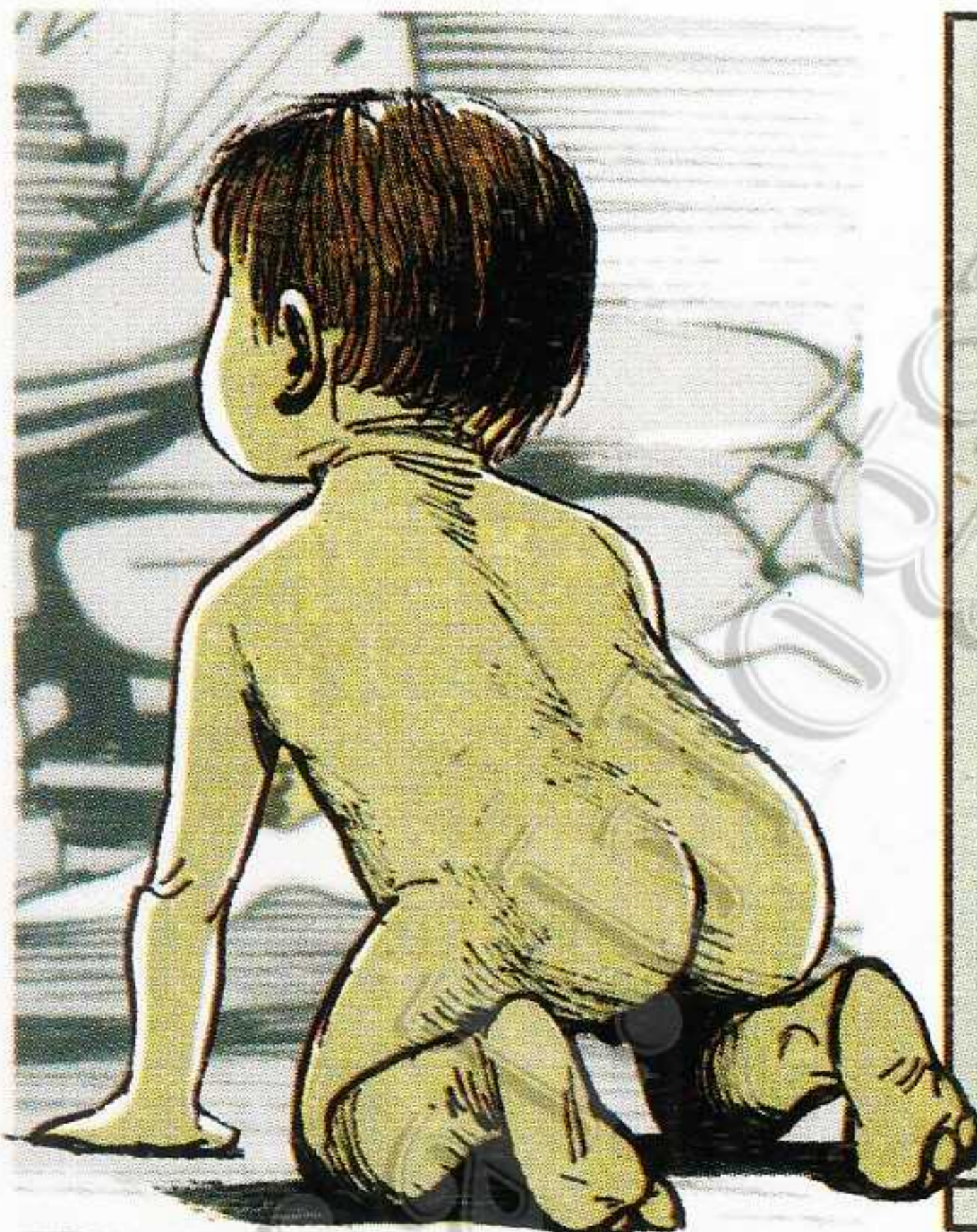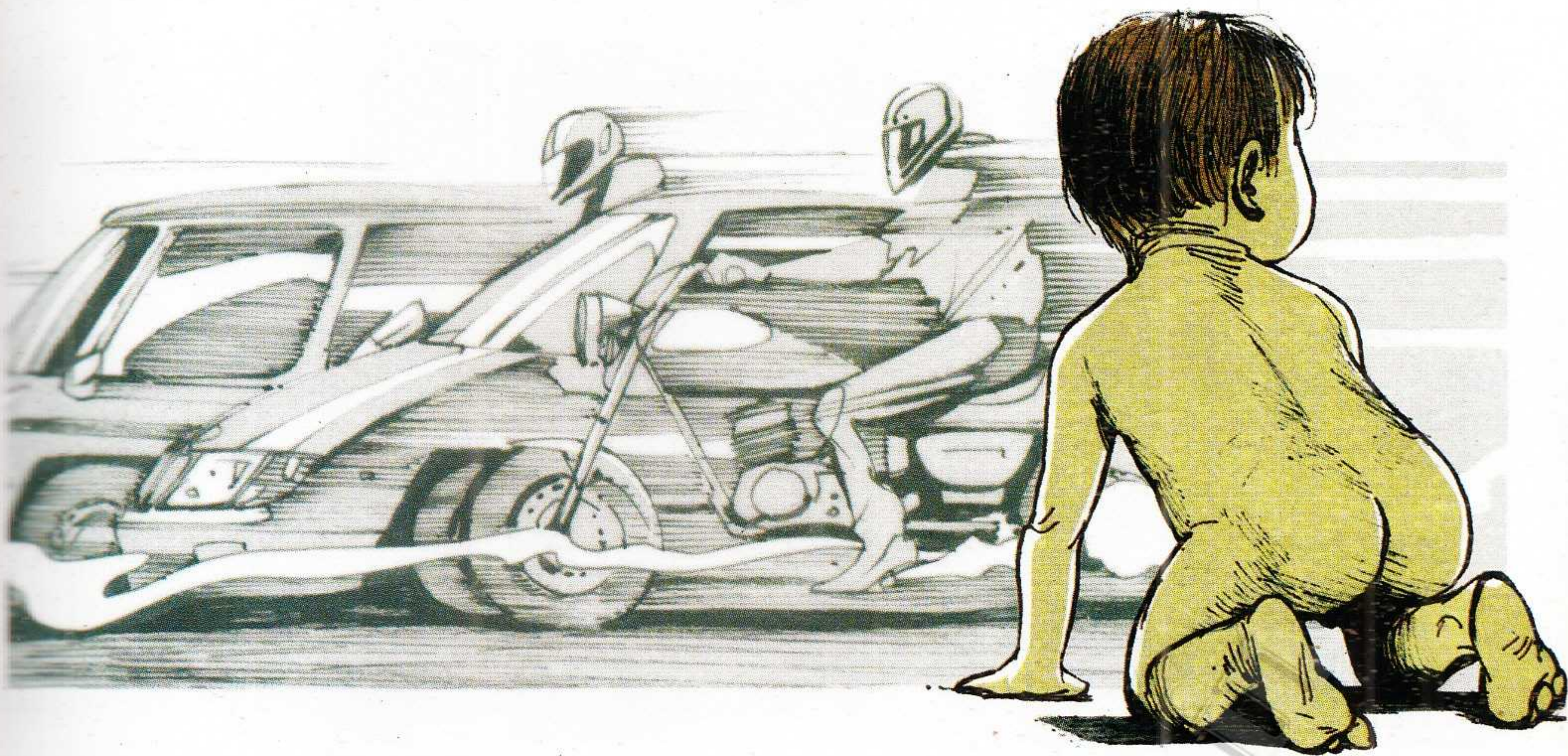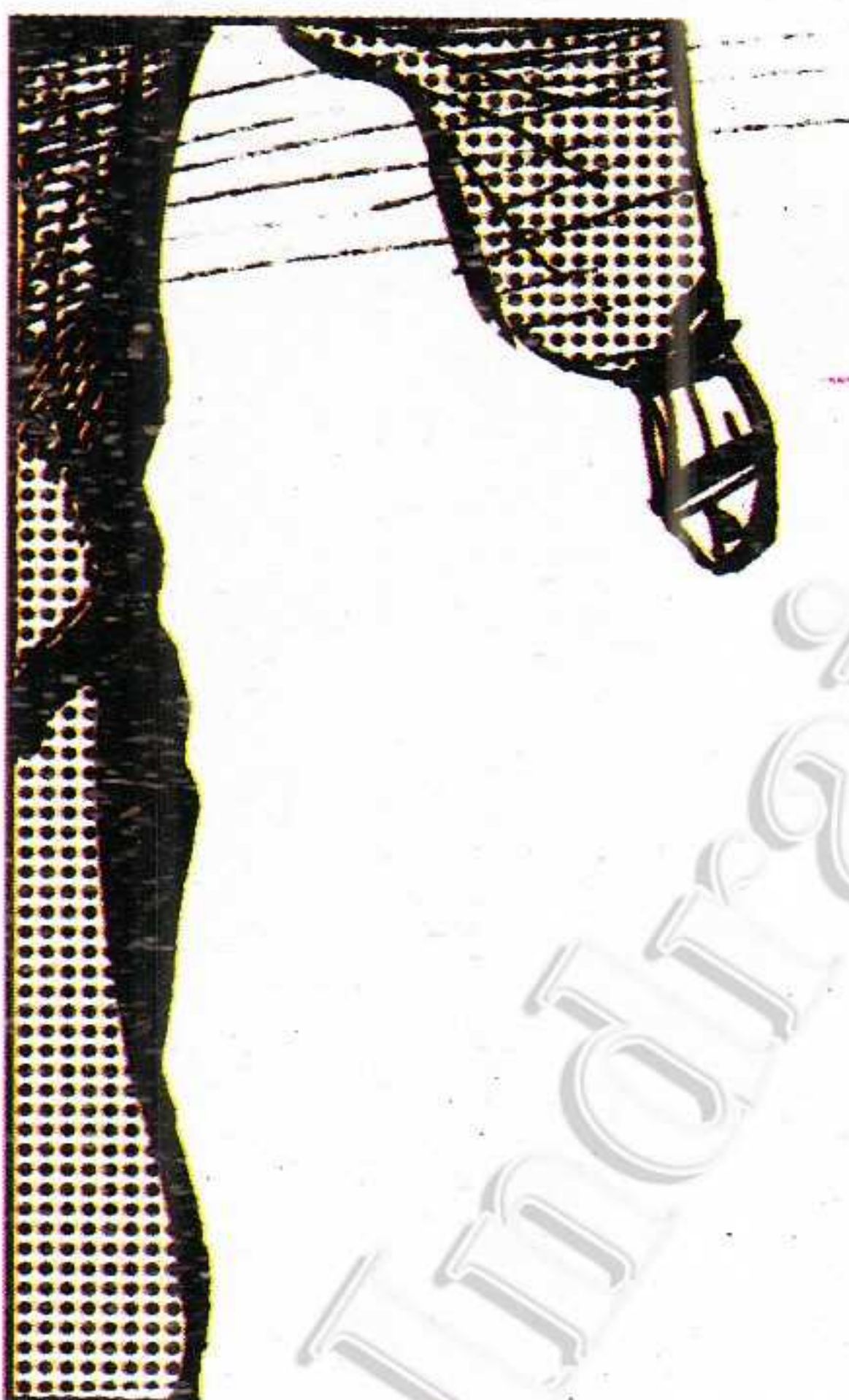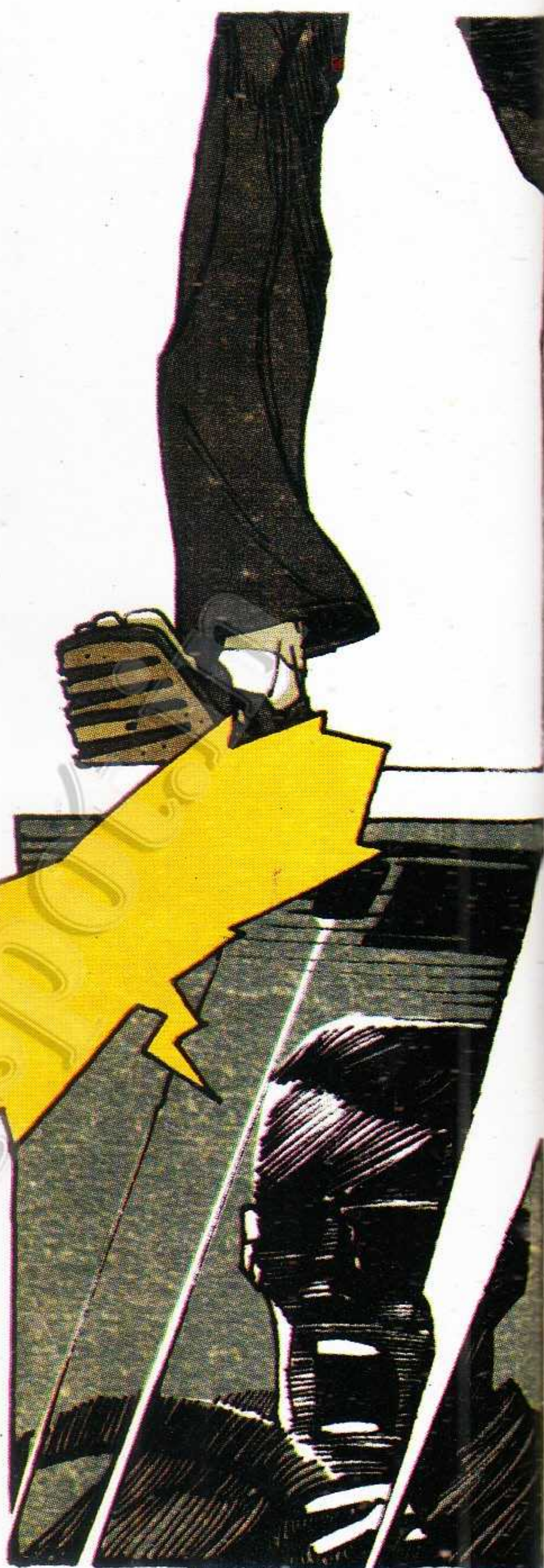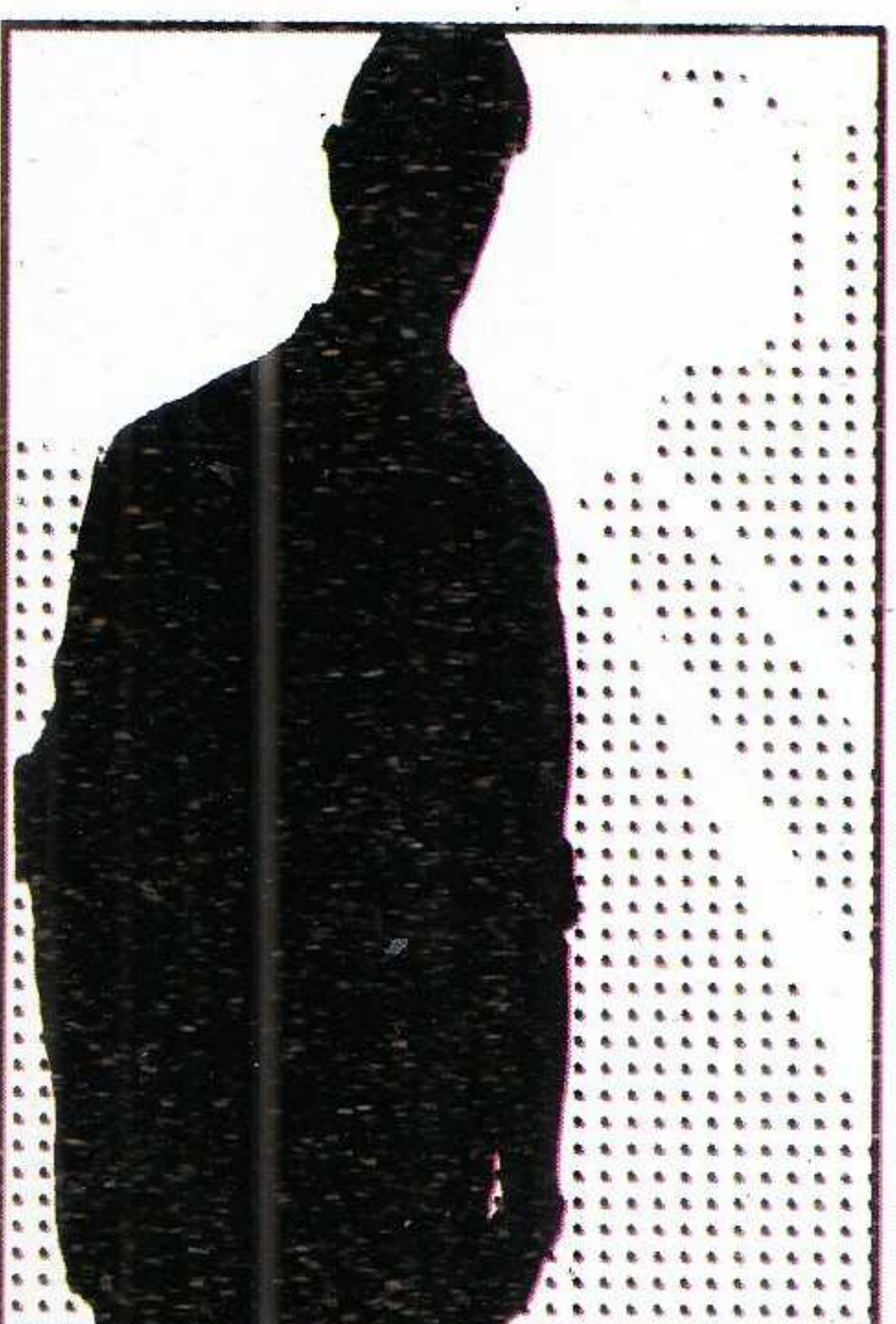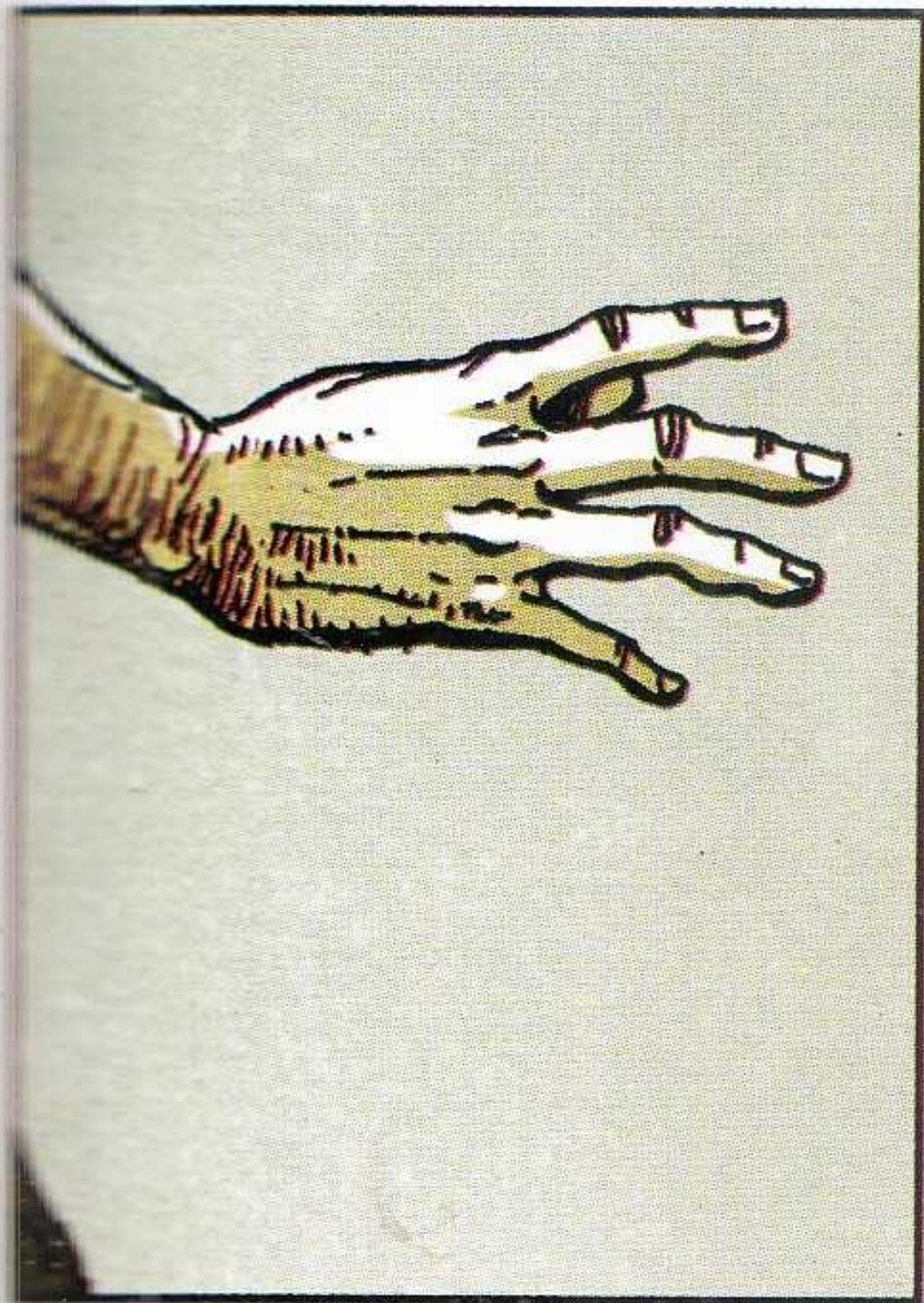
আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মা তার এক ভাইকে এইভাবে রাস্তা দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন।
সেই থেকে আমি সর্বদাই খুব সচেতন থাকতাম।
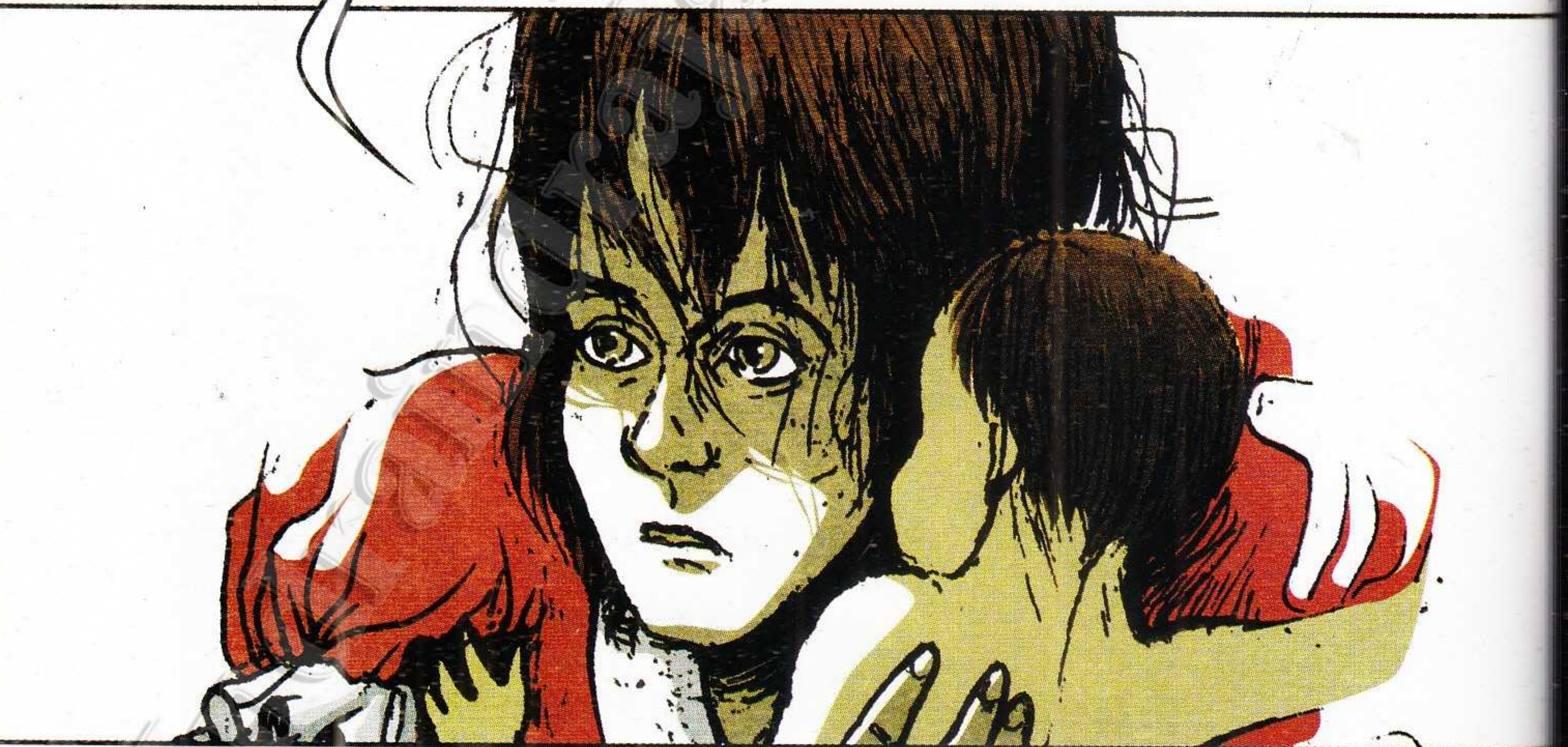
তোমরা জানো আমার দুটো ছোট ভাই ছিল, আমি তাদের ঘৃণা করতাম কেননা তারা খুবই ছোট ও অসহায় ছিল। আমাকে তাদের পিছে পিছে দৌড়ে সামলাতে হত, তাদের ভুলে আমায় শাস্তি পেতে হয়েছে অমনোযোগী হওয়ার জন্যে। আমি সত্যি চেয়েছিলাম যে তারা যেন চলে যায় কিন্তু তারপর সত্যি একজন তাই করল, তখন বুঝলাম তারা কী ছিল আমার কাছে।

তোমার বাবা-মা কোথায়?

GEMINI

GRAND

SHOW

CIRCU

৪৯ জেনে বিস্মিত হল যে কত অল্পে জীবন টিকে যায়,
নিজেকে মেরে ফেলতে বা টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতে কতটা সাহস লাগে।
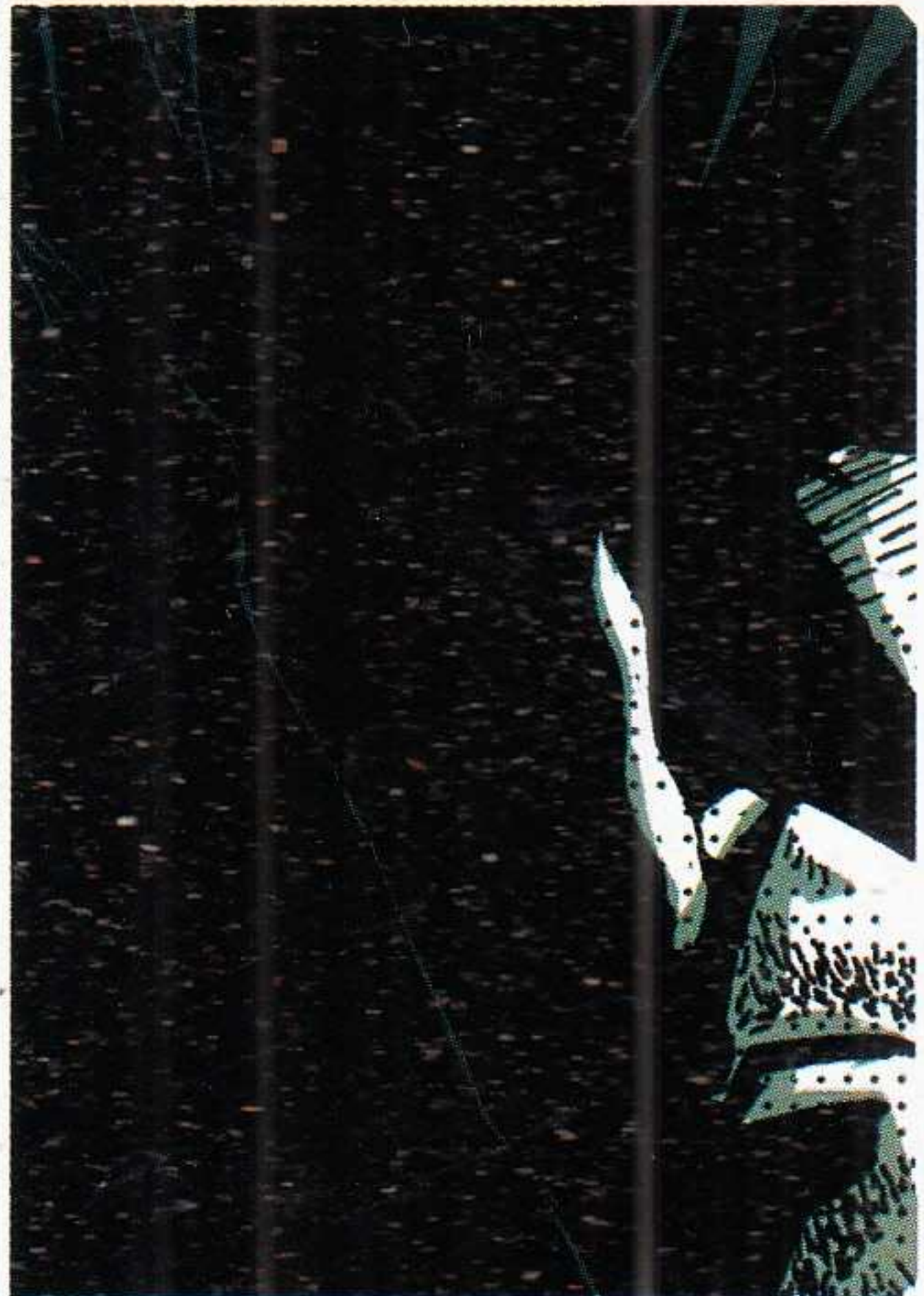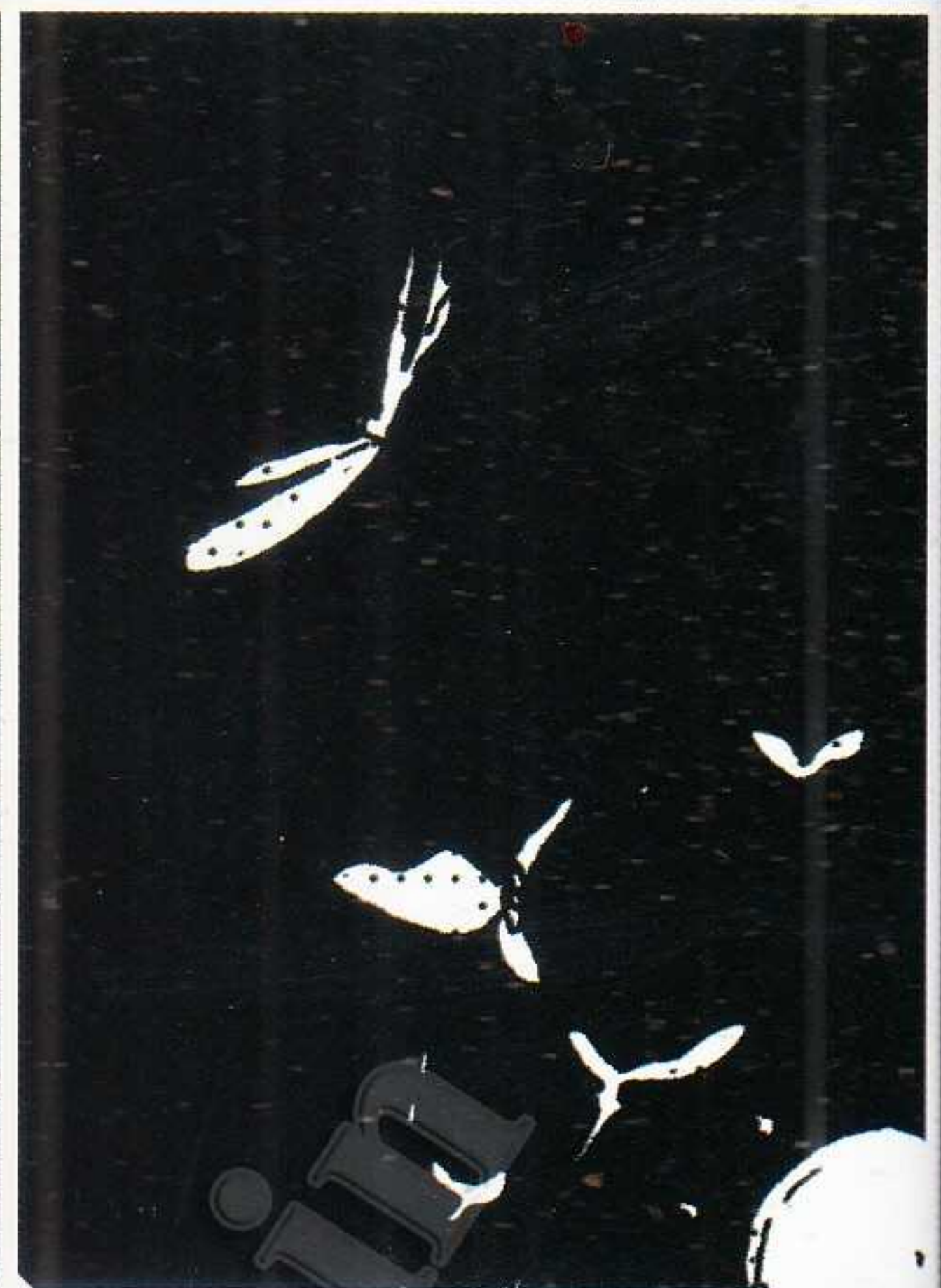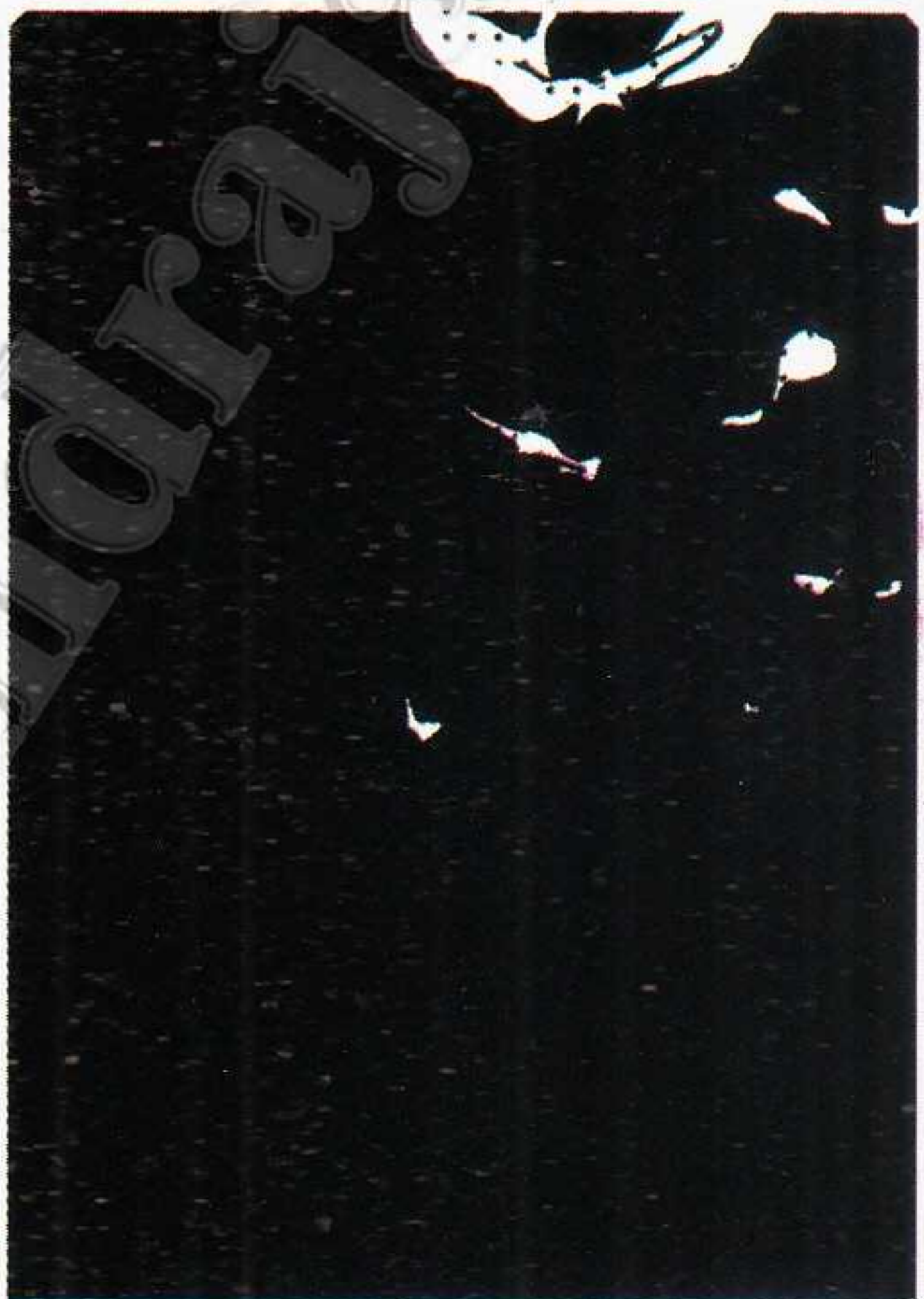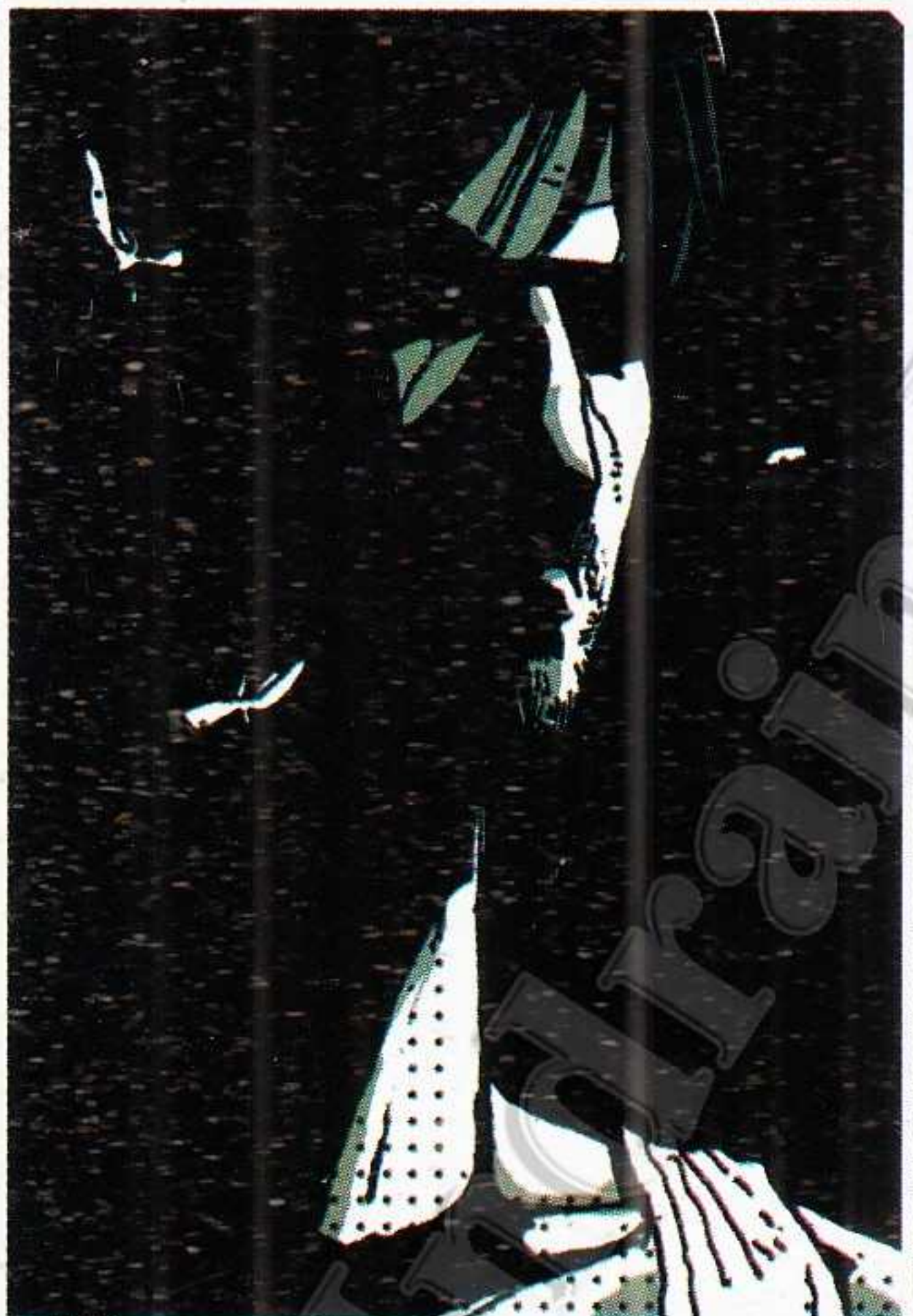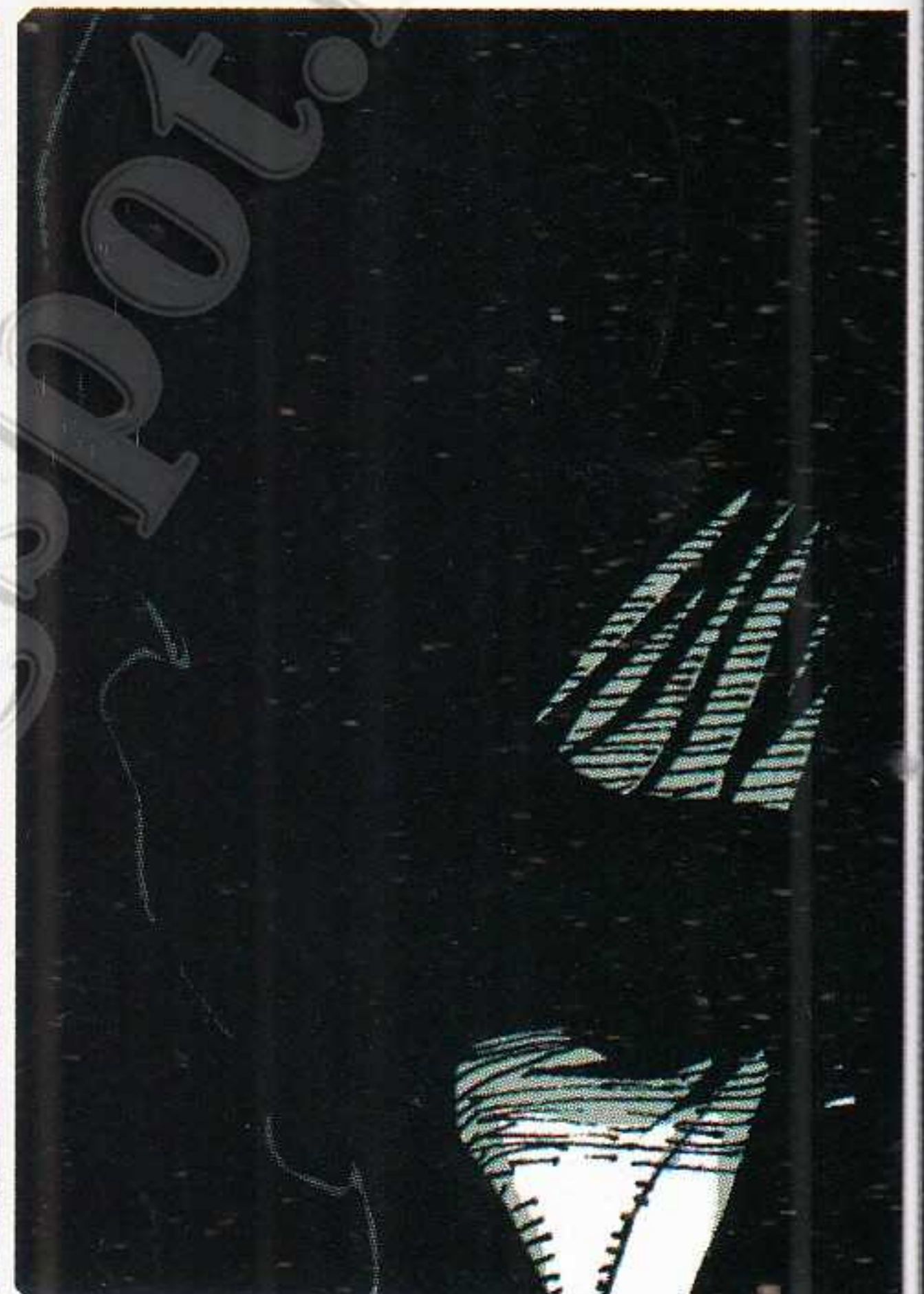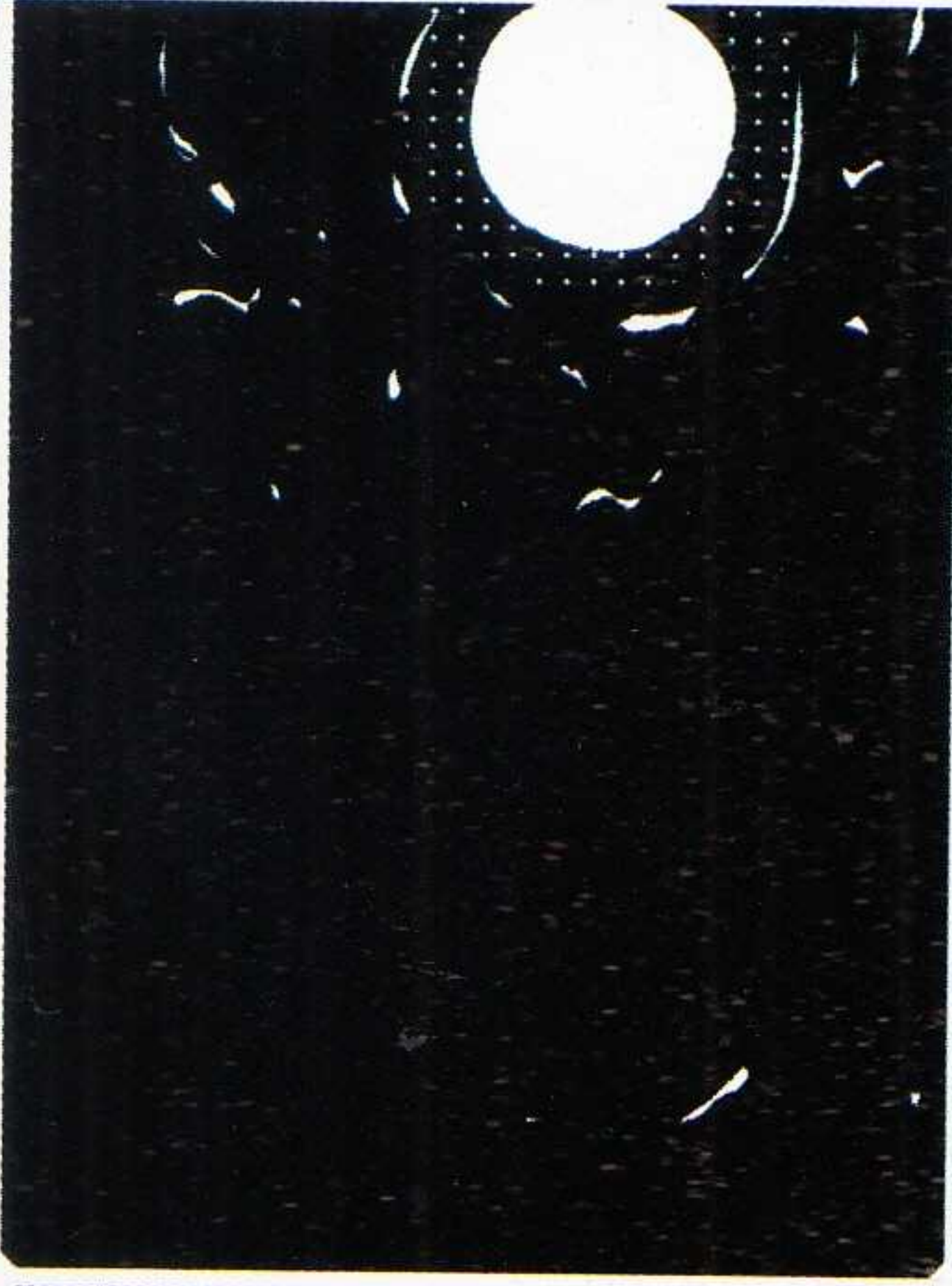
সে সব নিয়ে বেঁচে থাকা...
এটা সত্যি বহুলোকের শিক্ষার বিষয়
কিন্তু তার তাদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।
যদি সেই শুধু এই গুপ্ত কথাটা শিখতে পারত, তাহলে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত, খুব তাড়াতাড়ি এই চিন্তা তাকে পেয়ে বসল,
তার মুখে একটা ছোট হাসি খেলে গেল।

আমাদের সীমান্তে একটা নিরাপত্তা লঙ্ঘন হয়েছিল, কোন কোন স্থানীয় লোকরা দেখেছিল যে কিছু লোকে সীমান্ত পার করে এসেছে।
কোন কোন সংবাদদাতা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শহরে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে, এবং কিছু জায়গায় তাদের লক্ষ্য আছে... যেন কিছু একটা ঘোঁট পাকছিল।
তুমি কি মনে করো?
আমি এখনও কিছু জানিনা, কিন্তু... আমার অনুমতি দরকার কয়েকদিনের জন্যে এই শহরে আরও কড়া পাহারা দেওয়ার।
ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসতে হবে, আমি এই সমস্ত অনুরোধ শুধু মাত্র খেয়াল বশে বেশীদিন মানতে পারব না।
SURVEILLANCE REPORT
MAY-JUNE 2008
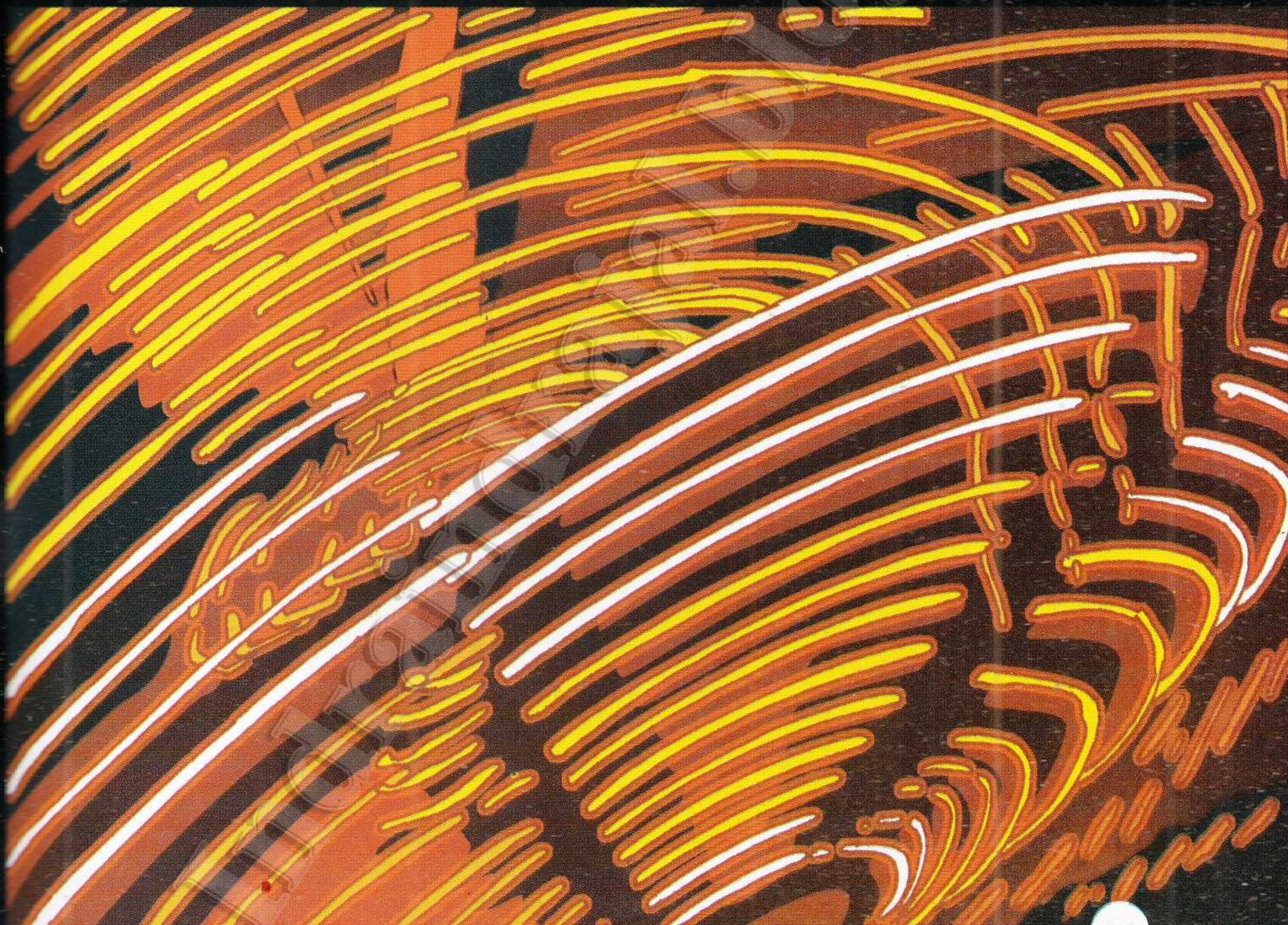
কি ব্যাপারে সে এত বিভ্রান্ত? এখানে লোকেরা আনন্দে আছে, নিজেদের মধ্যে, নিজেদের লোকেদের সমস্ত পৈশাচিকতার থেকে দূরে থেকে...
শেষ কখন সে তার লোকেদের এত বেশী খুশী দেখেছিল... খাবার থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পর্যন্ত সবকিছুই যেন তার দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছিল।
কতজনকে সে হাসি মুখে বাড়ী ফিরতে দেখেছে...
সে সবকিছুর মধ্যে স্বল্পতাকে অভ্যাস করে নিয়েছিল ও তাই এই আতিশয্য তার কাছে দৃষ্টিকটু লাগল, কেননা সে অবাক হয়ে ভাবছিল কেন এই অসাদৃশ্য রয়েছে, কেন কাউকে মরতে বাধ্য করা হচ্ছে, যার অল্প কিছুই আছে যখন অন্যদের কত বেশী আছে, যা চায় তাই রোজগার করতে পারে।
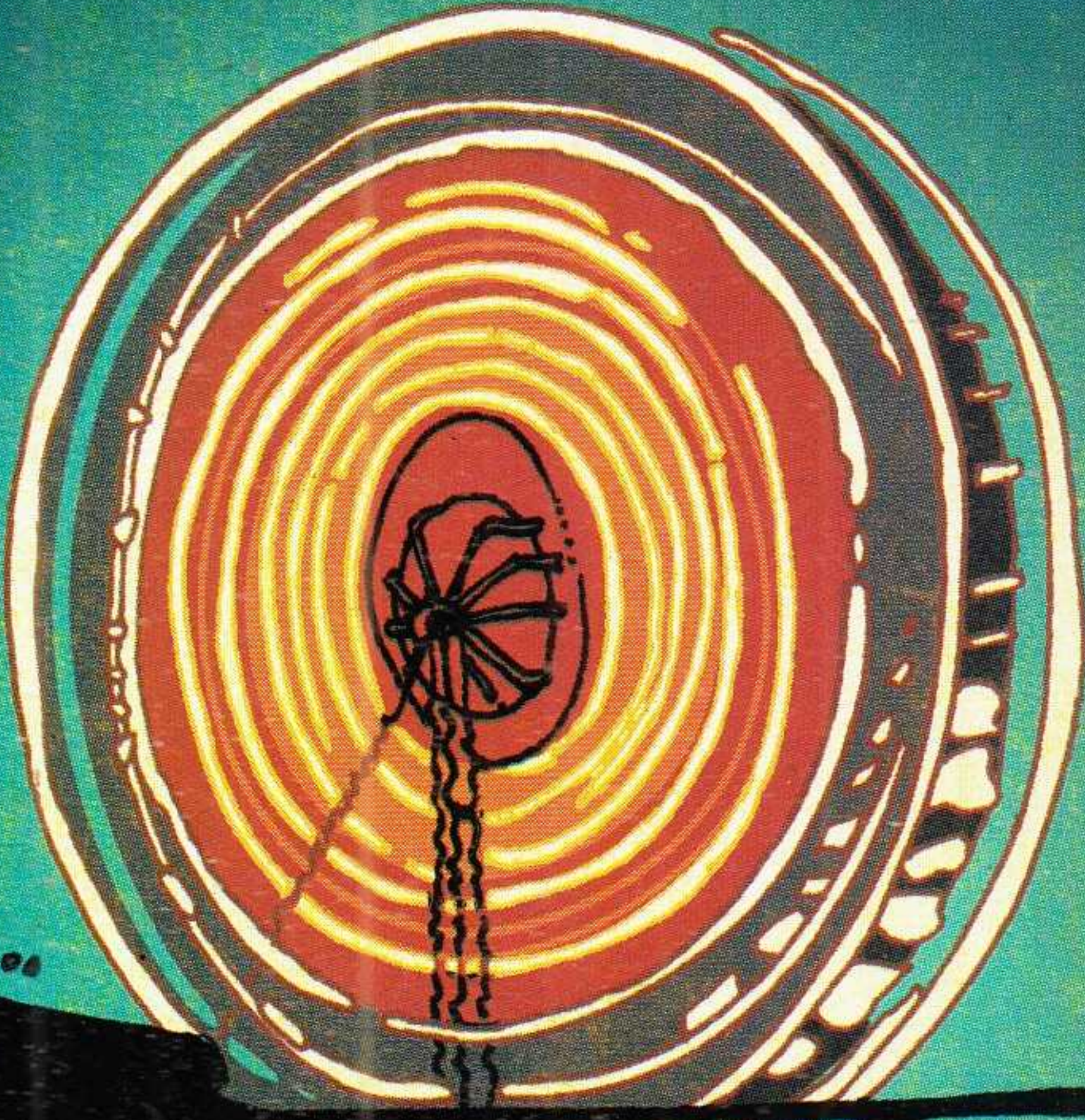
আজ এক সহকর্মীর সাথে দেখা করে একটি যন্ত্র জোগাড় করার ছিল।
৪৯ তাই সেই কারণে এক মেলায় গিয়ে একজনকে খুঁজছিল যে গাঢ় নীল জামা ও লাল মাফলার গলায়, বের হবার দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল।
এই যে !

RALLI
ICE
দুজনেই একই দিকে হাঁটতে লাগল, সামনে লোকটি।
তারা একটি নির্জন জায়গায় পৌঁছল।

লোকটি ৪৯কে একটি বন্দুকের ঘোড়া দিয়ে কি করে কাজ করে তা বুঝিয়ে দিল এবং তাড়াতাড়ি চলে গেল।

৪৯ তার সাথে আরো কথা বলতে চেয়েছিল যা তার জানার ছিল।
সে কে ছিল, সে কি করে? সে কোন উদ্দেশ্যে এই কাজে এসেছে তার কারণ জানা দরকার ছিল।
বোধহয় সে আরো পরিষ্কারভাবে তাকে সব বুঝিয়ে বলতে পারত, সহজভাবে বুঝিয়ে দিত যা তাকে করতেই হবে।

পুরো মনোযোগ দাও, তুমি আবার ফস্কালে,
এই নিয়ে তিনবার সুযোগ নষ্ট করলে,
....
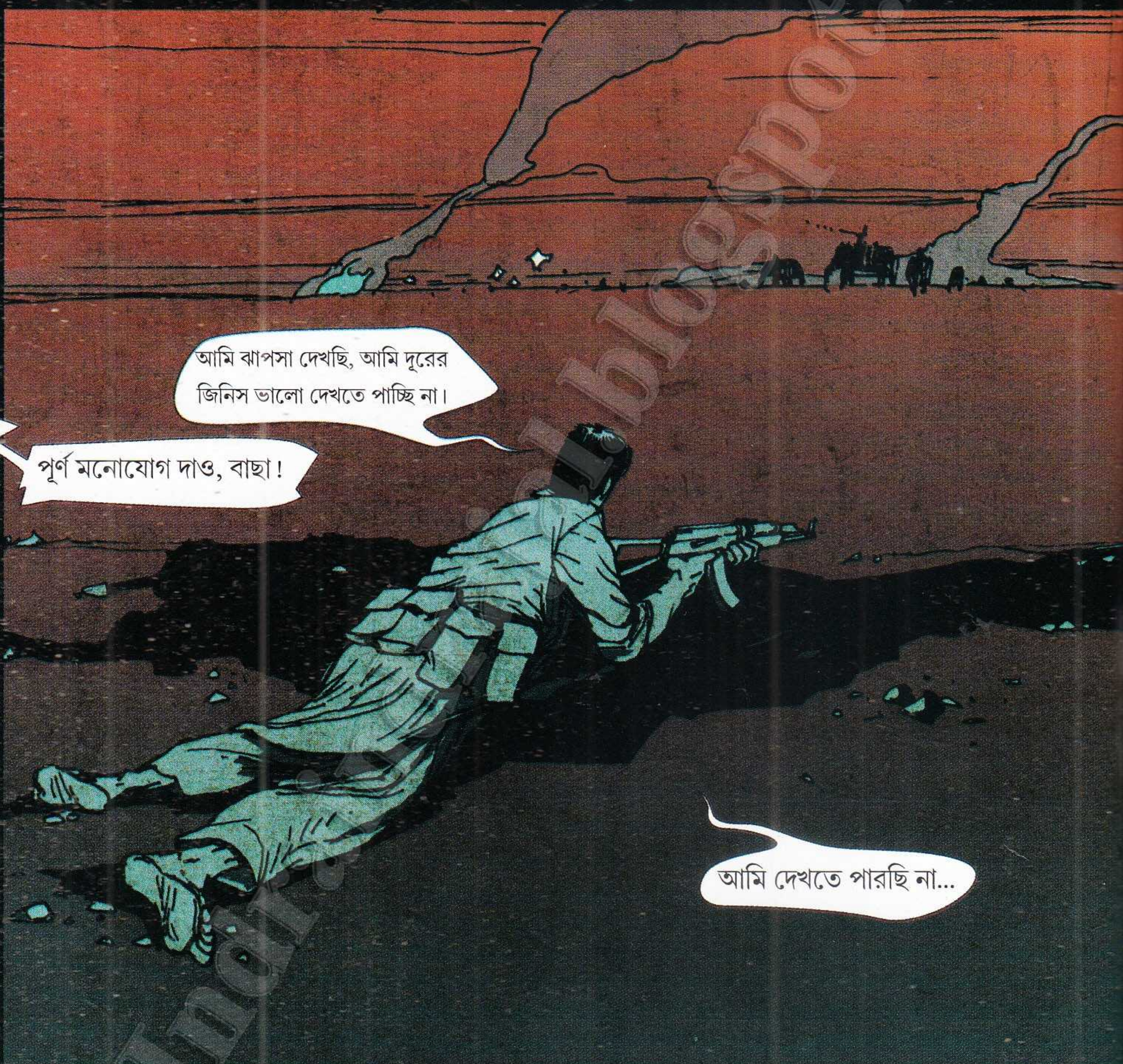
এটা শত্রুকে সজাগ করার জন্যে যথেষ্ট...

এর মধ্যেই তারা তোমার স্থান জেনে যাবে।

আমি ঝাপসা দেখছি, আমি দূরের জিনিস ভালো দেখতে পাচ্ছি না।

পূর্ণ মনোযোগ দাও, বাছা!

আমি দেখতে পারছি না...

লক্ষ্য স্থির কর
এবং গুলি চালাও—
তুমি তোমার এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা কর।

সুযোগের সদ্ব্যবহার কর।
আমি দেখতে পারছি না,

আমি দেখতে পারছি না,
আমি দেখতে পারছি না,
আমি উঠতে পারছি না...
....
....

তার সেই প্রশিক্ষণে ও সারা যুদ্ধে বিভিন্ন শত্রুর সাথে ৪৯ সর্বদাই সেরাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল, সে পেছন থেকে ছিল।

নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

অন্য কথায় সে অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই পরিহার্য ছিল।

কিন্তু সে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে ভয় পেত না, কখনও পিছে হটত না যখন তাকে কোন আদেশ দেওয়া হয়েছিল কোন কিছু ধ্বংস করার।

সে চটপটে ও কাজের ছিল, এবং হরিণের মতই চলা ফেরা করত। অস্ত্রহীন অবস্থায় সে সেরাদের মধ্যে অন্যতম ছিল, অথবা বাকীদের মতই ভাল।

সে প্রশিক্ষণের সময় কাউকে ভীতি প্রদর্শন করে আক্রমণ করেনি।

যদিও অনেক সময় তাকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে প্রশিক্ষণের সময়, কিন্তু সে কখনই তার মধ্যে সেই পাশবিকতা আনেনি।
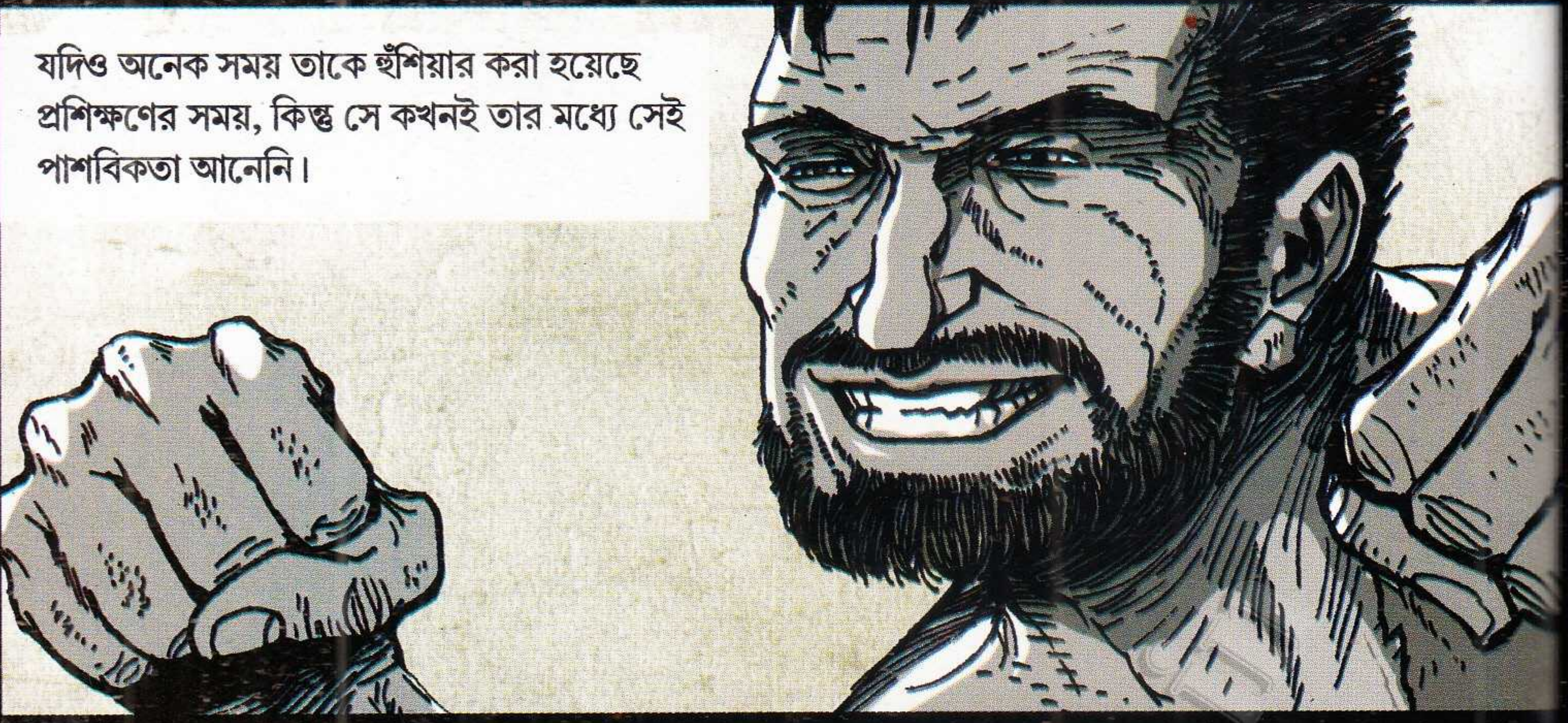
"তোমার শত্রুরা কখনই তোমাকে সময় সুযোগ দেবেনা, তারা প্রথম সুযোগেই তোমাকে আঘাত করবে"
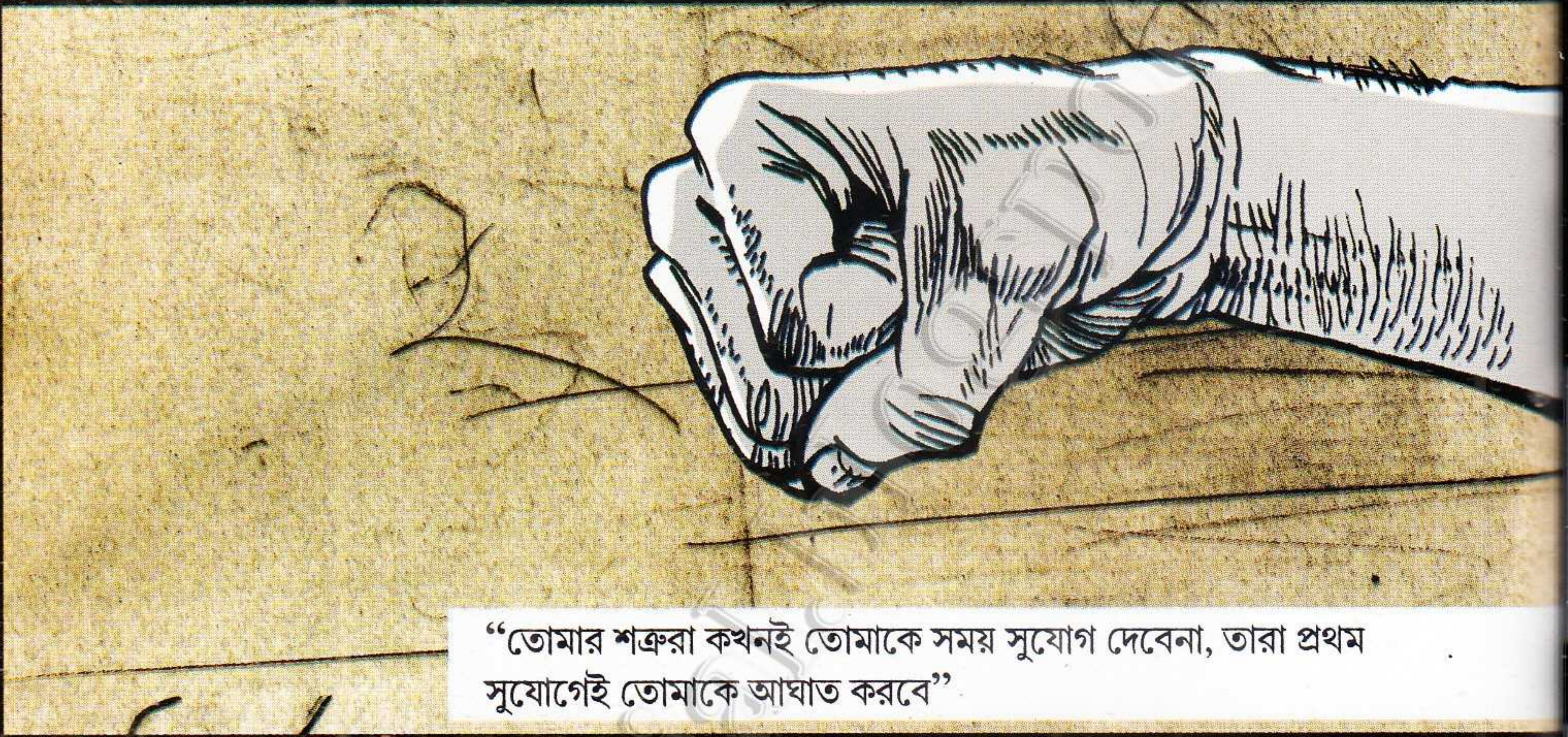
কিন্তু এই কথাগুলো তার মাথায় ঢুকছিল না

তার শিক্ষক কিছুটা হতাশ হল ৪৯-এর আচরণে এবং বারংবার বলতেন তার নম্রতা তাকে আসলে ভীরু, লাজুক করে রেখেছে এবং এই জন্য সে নিজেকেই শাস্তি দিচ্ছে এক পরিহার্য সৈনিক হিসেবে।
একজন সৈনিক যে জীবিতকালে তেমন কিছুই করে না তবু কেউ কেউ ভেবেছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু তার সেই গুণের কোন প্রয়োগ ছিল না এবং কখনও কখনও সে নিজেও বুঝতে পারত না কোথেকে তার এত দয়া ও সহ্যশক্তি আসত।
কিন্তু সে যেখানে অকৃতকার্য ছিল তার সহযোদ্ধারা নির্মমভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করত...
যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধন করতে সে জানত, যা সে বহুবার করেছে...
৪৯ জানত না কী যে তার ভুল ছিল, বহু যুদ্ধনেতারা তাকে বসিয়ে বহুবার জ্ঞান দেবার চেষ্টা করেছে, সে কখনই তর্ক করেনি — তাদের অপমান করেনি।
সে সর্বদাই বিনীত ও বাধ্য ছাত্র ছিল...
কিন্তু সে অনুভব করেছিল যে বলা আর না-বলা কথার মাঝে অনেকটাই শূন্যতা আছে।
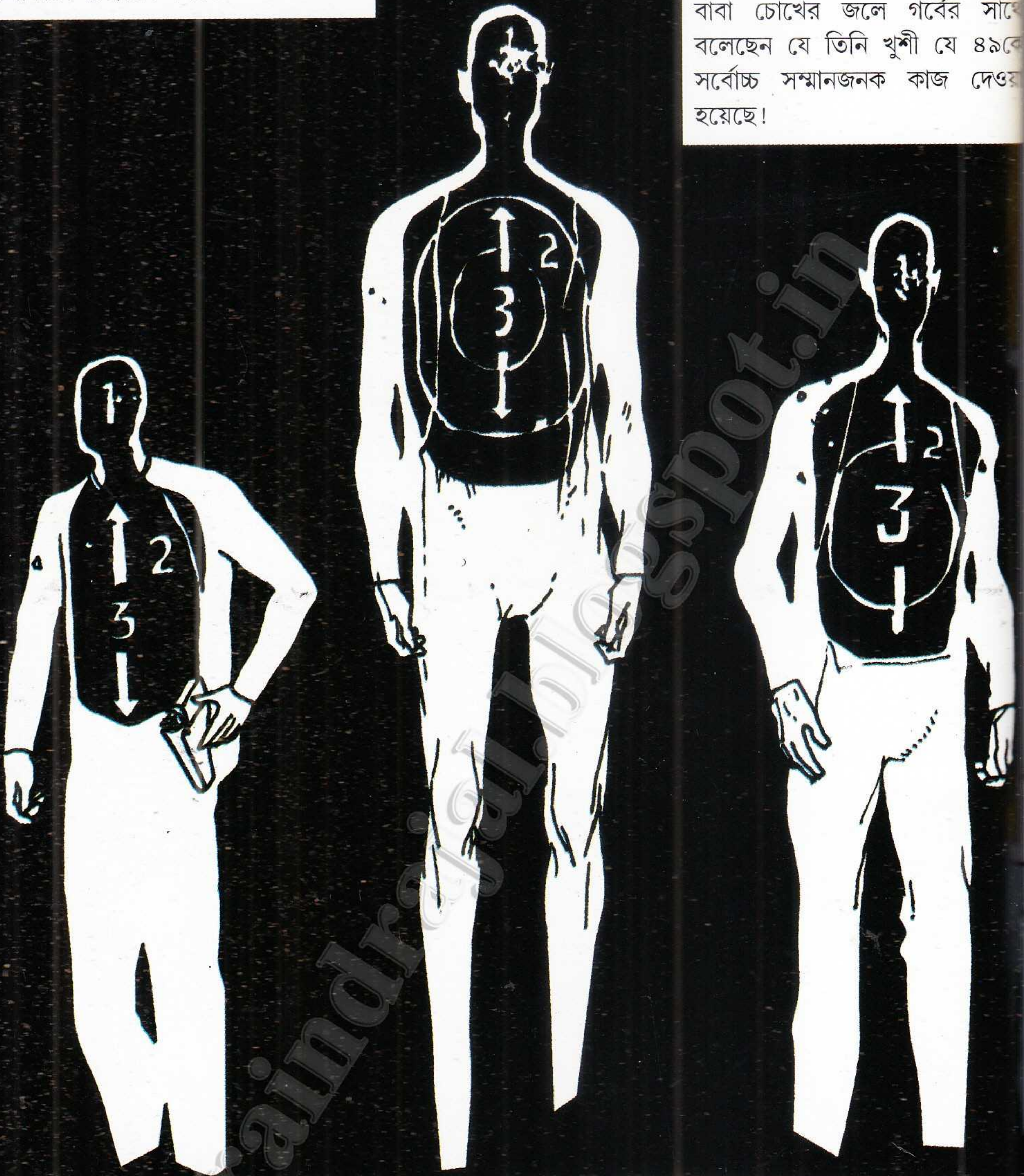
"তোমার এই দায়িত্বপালন তোমার ভাইদের কাছে একটা গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে, ও বহু লোকেরা পৃথিবীর বিভি কোণায় গর্ব অনুভব করবে, এবং প্রার্থনা করবে যাতে তোমার পরবর্তী যাত্রা শান্তির হয়" সে তার বাবার গর্ব অনুভ করল, তার কাছে কোন কারণ ছিল না এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার, এক হিসাবে তার এই শহীদের মৃত্যু ইতিহাসে পাতায় লেখা থাকবে অমর আরও স্মরণীয় শহীদদের সাথে।

STD
ISD
LOCAL
PCO

তুমি কি ঠিক আছ?

কেউ দয়া করে একটু জল আনুন।

কী হল?
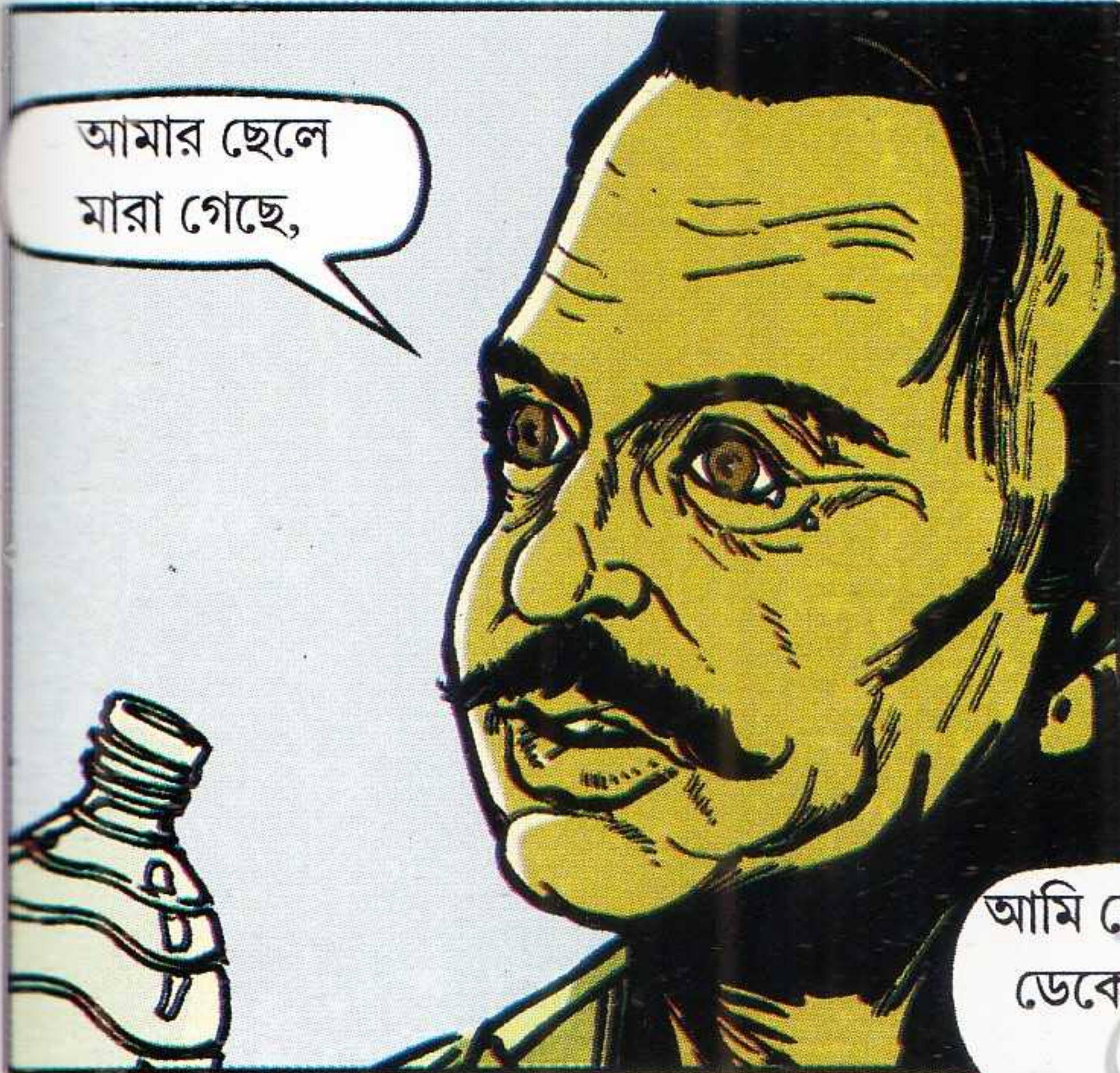
আমার ছেলে মারা গেছে,
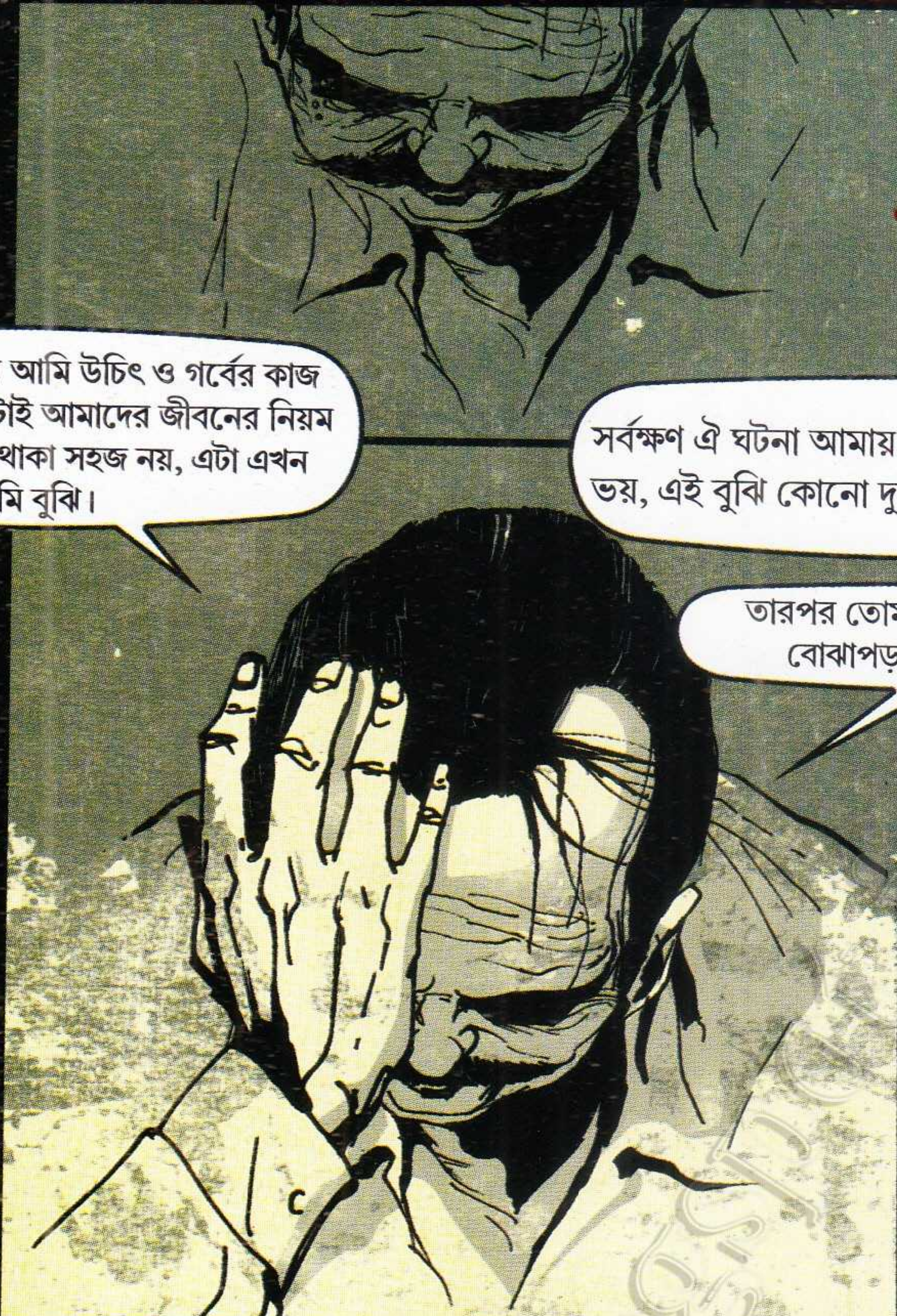
আমি সেই লোকগুলোকে আমার গ্রামে ডেকেছিলাম ... আমার ছেলে একটা দুর্ঘটনায় মারা যায় ...
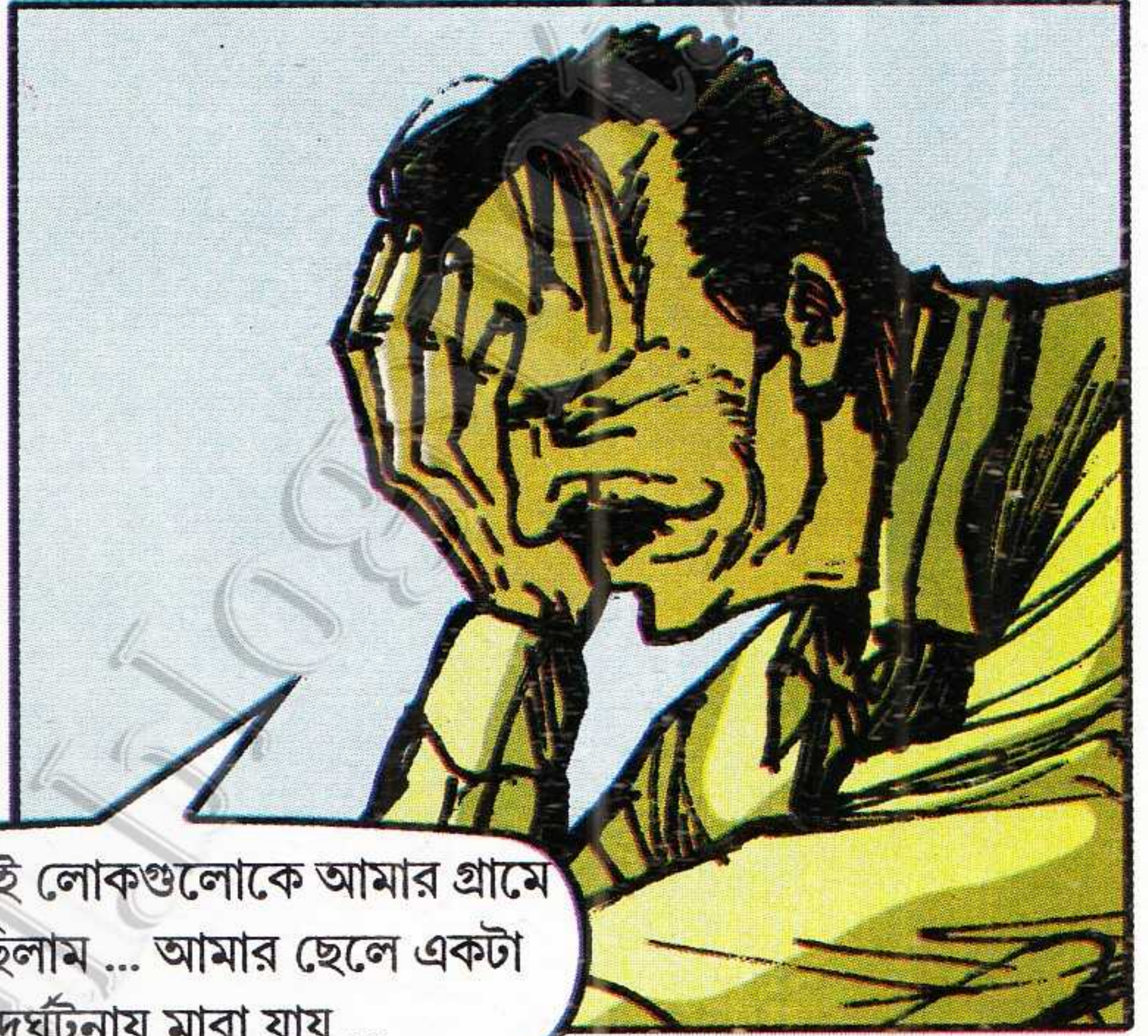
এটা আমার পাপের ফল ... সবই আমার কাছে ফেরৎ এল।
আমি একবার একজনকে খুন করেছিলাম। সেটা আমাদের পারিবারিক আক্রোশে। এটাই গ্রামের নিয়ম ছিল। যদি কেউ অপমান করে তুমি প্রতিশোধ নিতে খুনও করতে পারো। সবাই আমার ঐ ঘটনায় গর্বিত হয়েছিল।
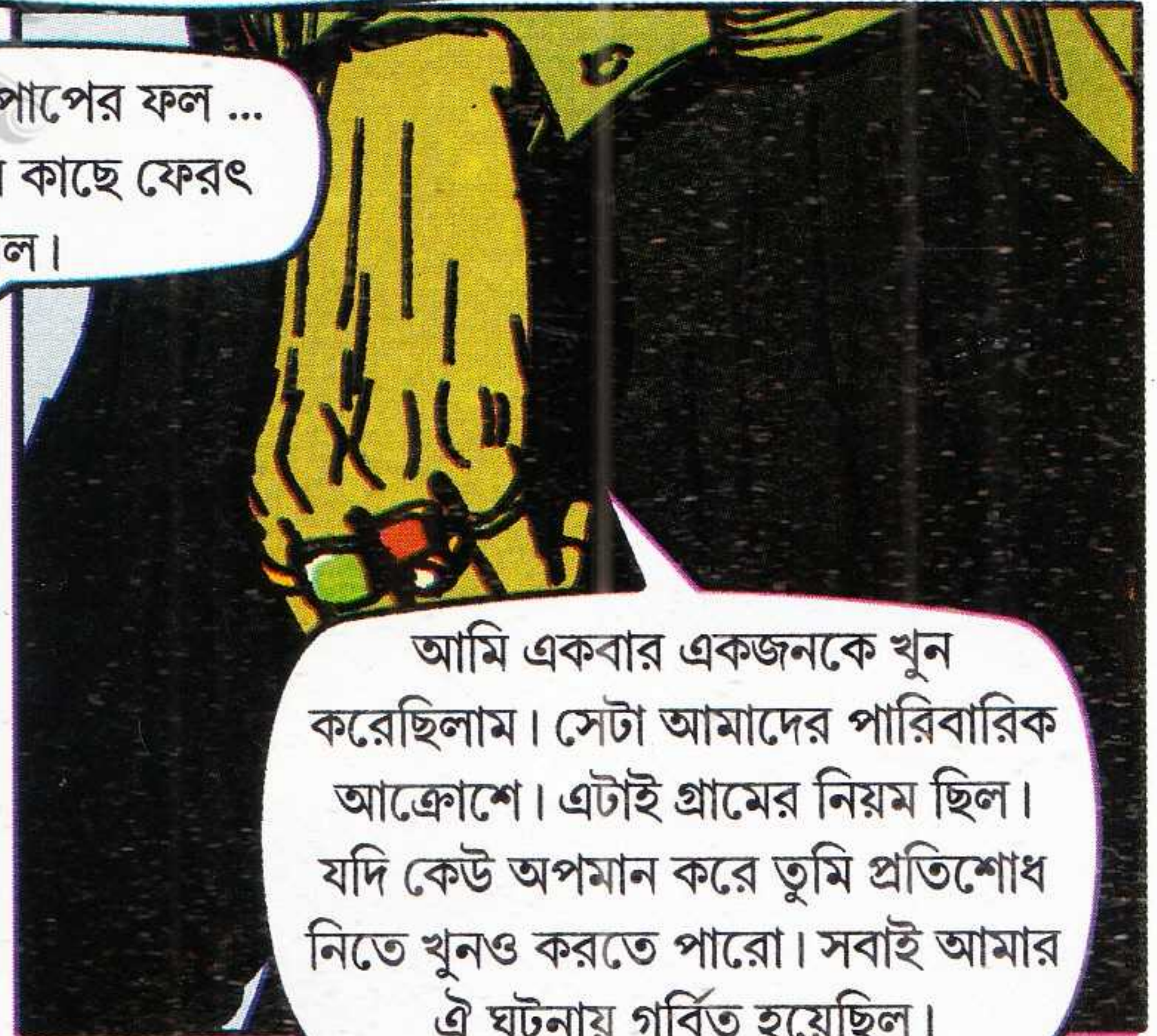
আমি মনে করেছিলাম আমি উচিৎ ও গর্বের কাজ করেছি। তারা বলল এটাই আমাদের জীবনের নিয়ম কিন্তু এইভাবে বেঁচে থাকা সহজ নয়, এটা এখন আমি বুঝি।
সর্বক্ষণ ঐ ঘটনা আমায় তারা করে বেড়ায়, মনে ভয়, এই বুঝি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল।
তারপর তোমার বিবেকের সাথে বোঝাপড়া করতেই হবে।
আসলে, কিছু লোক ভেবেছিল আমি যা করেছি তা ঠিক ছিল, কিন্তু, সত্যিই কি এটা ঠিক ছিল?
যাকে আমি খুন করেছিলাম সে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল, তার পরিবারের লোকেরাও আমার কাছে প্রার্থনা করে যে সে খুবই অল্প বয়স্ক এবং না জেনে, না বুঝে কাজ করেছে। কিন্তু আমার ক্রোধ আমায় খুন করতে বাধ্য করে।
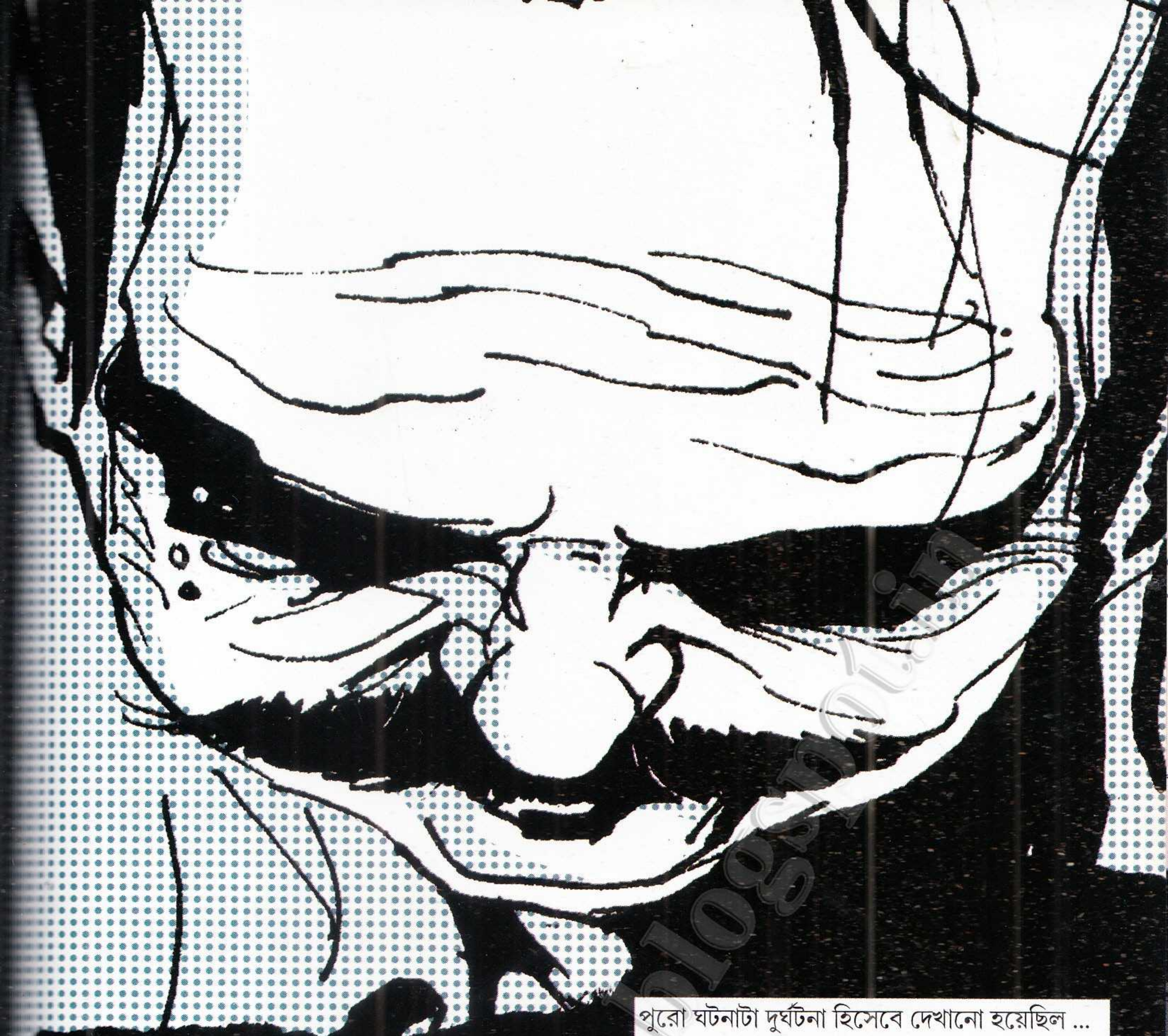
পুরো ঘটনাটা দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছিল ...
আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম ... এখনও তিন দশক
বাদে ঐ ঘটনা আমায় তাড়া করে বেড়ায়
এখন মনে করি, আমি ঠিক করিনি।
আমার ছেলের মাথায় একটা যন্ত্রাংশ পড়ে ও সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।
তুমি বল আমি কি আমায় দোষ দেব না? আমার
পাপের শাস্তিস্বরূপ কি আমার ছেলে মারা যায়নি?
এটা কি সত্যিই ঠিক?

এটা কি ঠিক হল?
৪৯ ওই ঠিক শব্দটার মানে বুঝল না, তর্কের খাতিরে উদাহরণবশত পুরো মানেটা বুঝল না।
এটা কি ঠিক হল যে সে জানতই না তার বাবা-মা কে? এটা কি ঠিক যে সে দারিদ্রের ও হিংসার মাঝে জন্ম নিয়েছে?
এটা কি ঠিক ছিল?

কয়েকদিন ধরে তার বোমার কয়েকটি টুকরো হারিয়ে গেছিল, সেগুলো পেয়ে, ঠিক করে লাগিয়ে, তবে সে তৈরী হল। তারপর হোটেলে ফিরে এসে ভাবল এটাই বোধহয় তার নিয়তি, তার ভাগ্য, কিন্তু কি হত যদি সে শত্রুপক্ষে জন্মাত যাদের ধ্বংস করার জন্য সে তৈরী হচ্ছে?
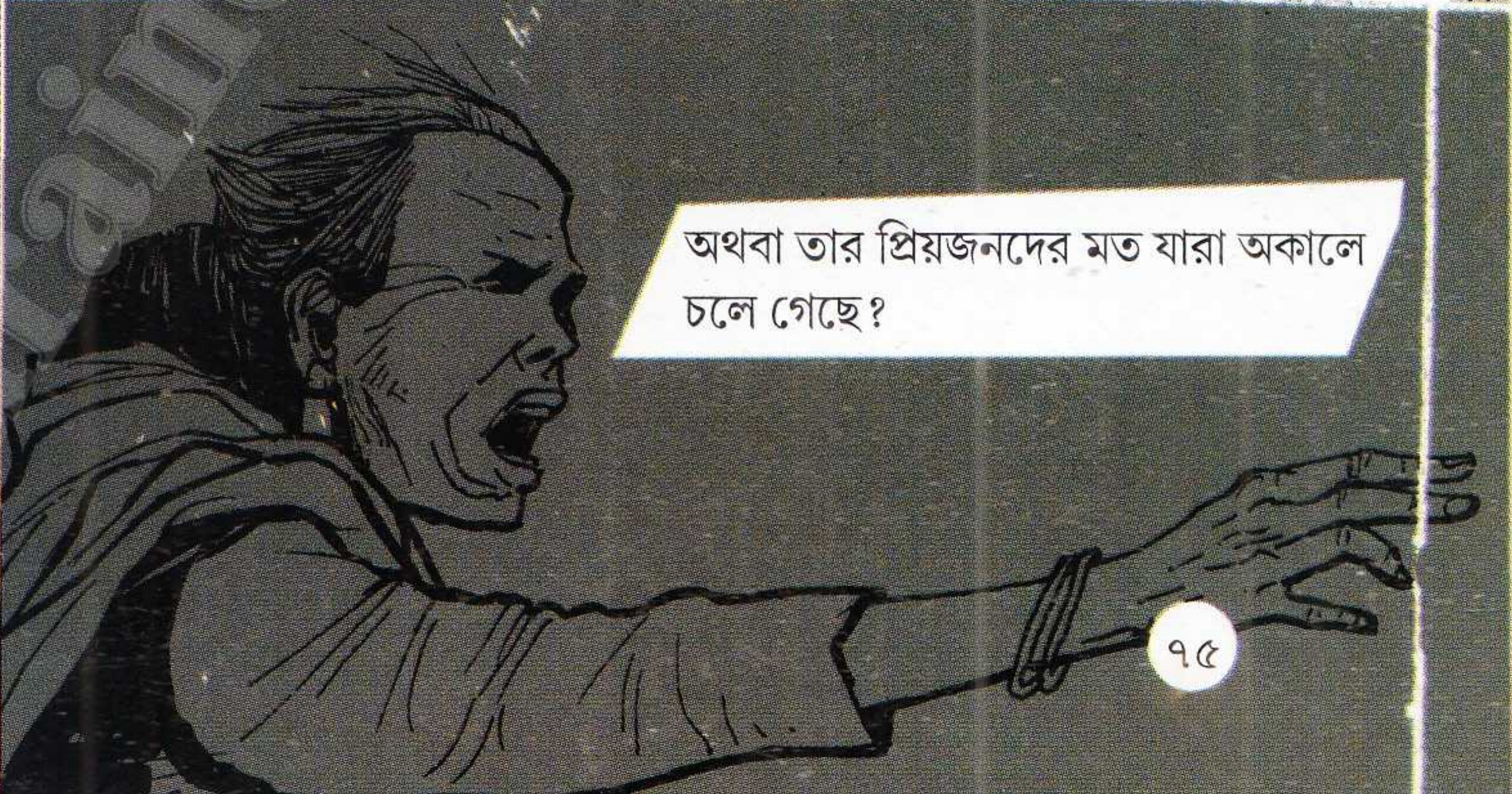
শত্রুকে সামনে পেয়ে সে কখনও ফেরৎ আসেনি
কিন্তু কেন যেন বারবার তার মনে সায় দিচ্ছিল না।
তার মনে এই দ্বন্দ্ব ছিল যাদের সে মারবে, তারা যে শত্রু তা
কি করে জানবে?
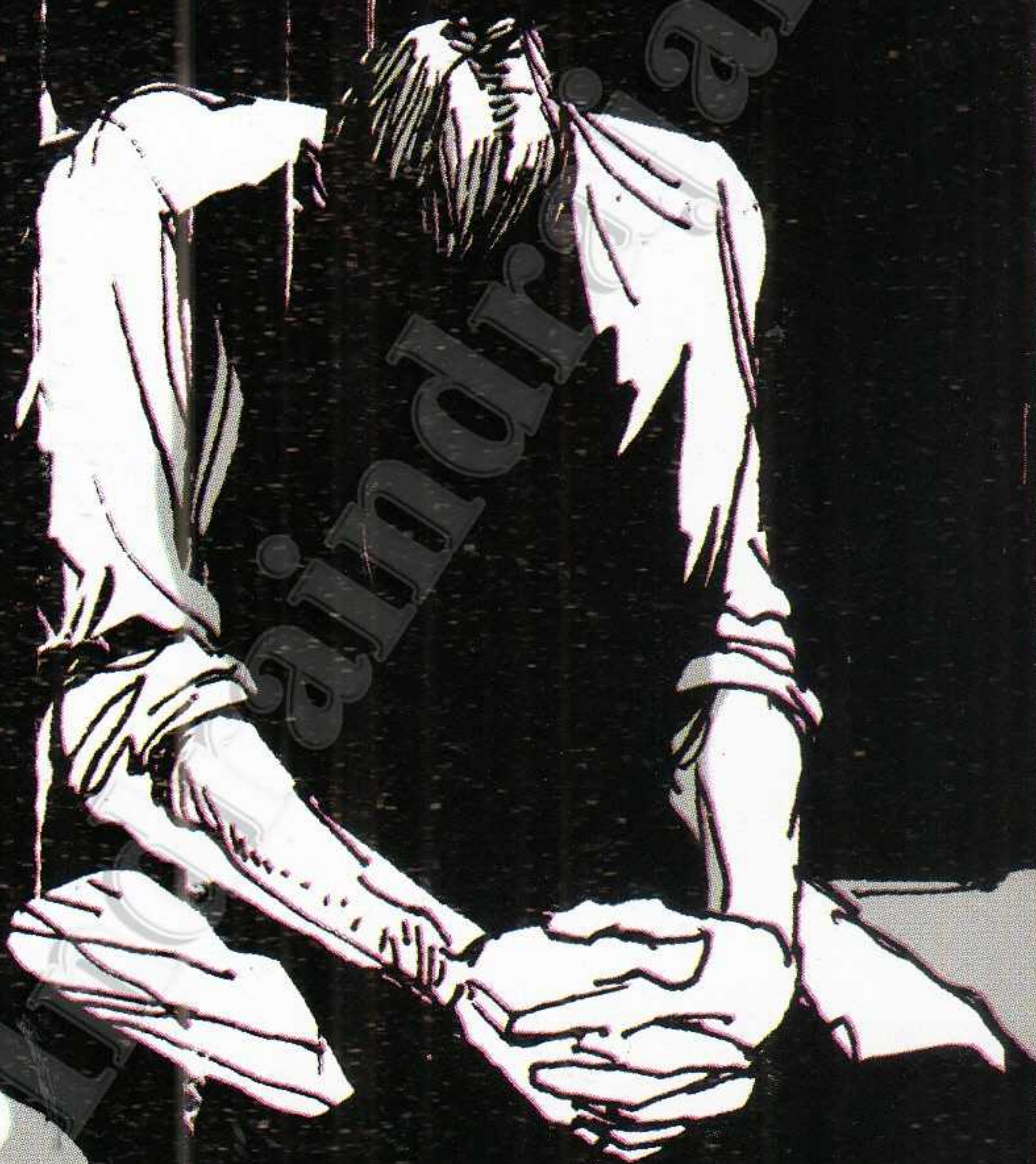
তাই সে ঠিক করল সে একটি লোকের সাথে দেখা করবে যাকে সে জীবন বিসর্জনের প্রতিজ্ঞার আগে দেখা করার ছিল। যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে এক মহৎ উদ্দেশ্যে,
এক পুণ্যাত্মা, এক নেতা... অনেকটা তার পথপ্রদর্শকের মতন যে সকল শক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন যে এই জীবন, মৃত্যু, যাত্রার সকল গভীরতা জানত।
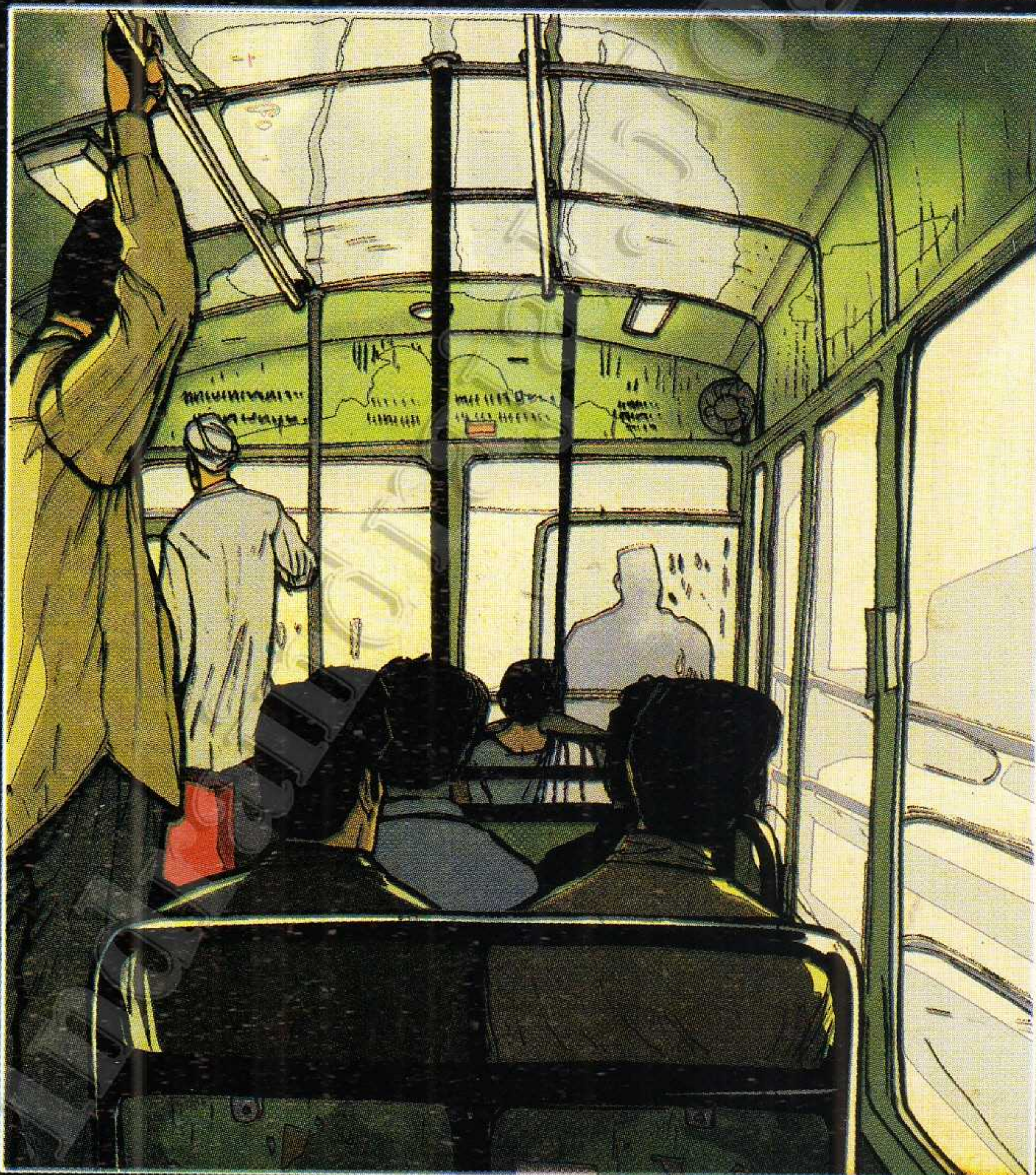
তুমি এখানে বসতে পারো।
আমি কিন্তু এই ভয়ের কারণ খুঁজে পাইনা—
কেন? আমি তো ভয় পাওয়ার কিছু দেখি না।
বোধ হয় আমার এই পোষাক এবং তার এইসব আনুসাঙ্গিকের জন্যই দায়ী।
কোথাও কোথাও আমি খুবই সম্মান পাই, কিন্তু যখন লোকে আমায় এই পোষাকে দেখে তারা কেমন অন্যরকম হয়ে যায়।

কেন তুমি বলছ যে তোমায় এই দেশের সীমান্ত রক্ষায় শান্তির জন্যে, এই নিরলস পরিশ্রম ও যুদ্ধের জন্য সম্মান করা হয় না?
ঠিক, কিন্তু এর অন্য দিকটাও তো আছে—
লোকে মনে করে আমরা হিংসার মধ্যে বেঁচে আছি, তাই এই সাধারণ জনজীবনে আমরা অচল।
যদি আমি এই সৈনিকের পোষাকে না থাকতাম তাহলে হয়ত আমি অনেক সহজে এই সমাজে লোকের সাথে মিশে থাকতে পারতাম।
আমি মনে করি তাদের এই কথাটা কিছুটা হলেও সত্যি। আমরা অন্যভাবে জীবনকে দেখি, কখনও বা কিছুটা পাশবিকতা, নৃশংসতায়।
আমাদের দোষ দেওয়া হয় নিরীহ লোকেদের মারার জন্যে, মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আমাদের দিকে আঙুল তোলা হয়।
আমি অনেক লোককে মেরেছি, তাদের কেউ কেউ নিরীহও ছিল, আদেশমত, কিন্তু আমি আমার স্বেচ্ছায় তা করিনি, আমি নিজের কাজ মনে করে তা করেছি, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে।

আমি সেনাবাহিনীতে কোন উন্নতি নিইনি, ফিরিয়ে দিয়েছি, একটা দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতন সম্মানীয় কাজ ছিল, এখন আমি কাগজ-কলম নিয়ে অফিসে কাজ করি।

৪৯ ছোটবেলা থেকেই সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করে এসেছে ও এটা তার কাছে অন্যায়-অবিচারের শেষ প্রতীক ছিল। সে তার বহু বন্ধুবান্ধব ও সহযোদ্ধাকে হারিয়েছে এই অমানুষিক সংস্থার জন্যে।

কিন্তু কেন তুমি পালিয়ে গেলে, তুমি কি তোমার কৃতকার্যের জন্যে গর্ব অনুভব করতে না?

তুমি জানো কখনও কখনও শুধুমাত্র সহস্র লোকের বলায় যে তোমার গর্ব অনুভব করা উচিৎ, তাতে তুমি গর্বিত হও না?

Delhi Transport Corporation

World's Largest Eco-Friendly C.N.G. Bus Service

अहस्तांतरणीय
10 रुपये
JP
539
Non-transferable
DN
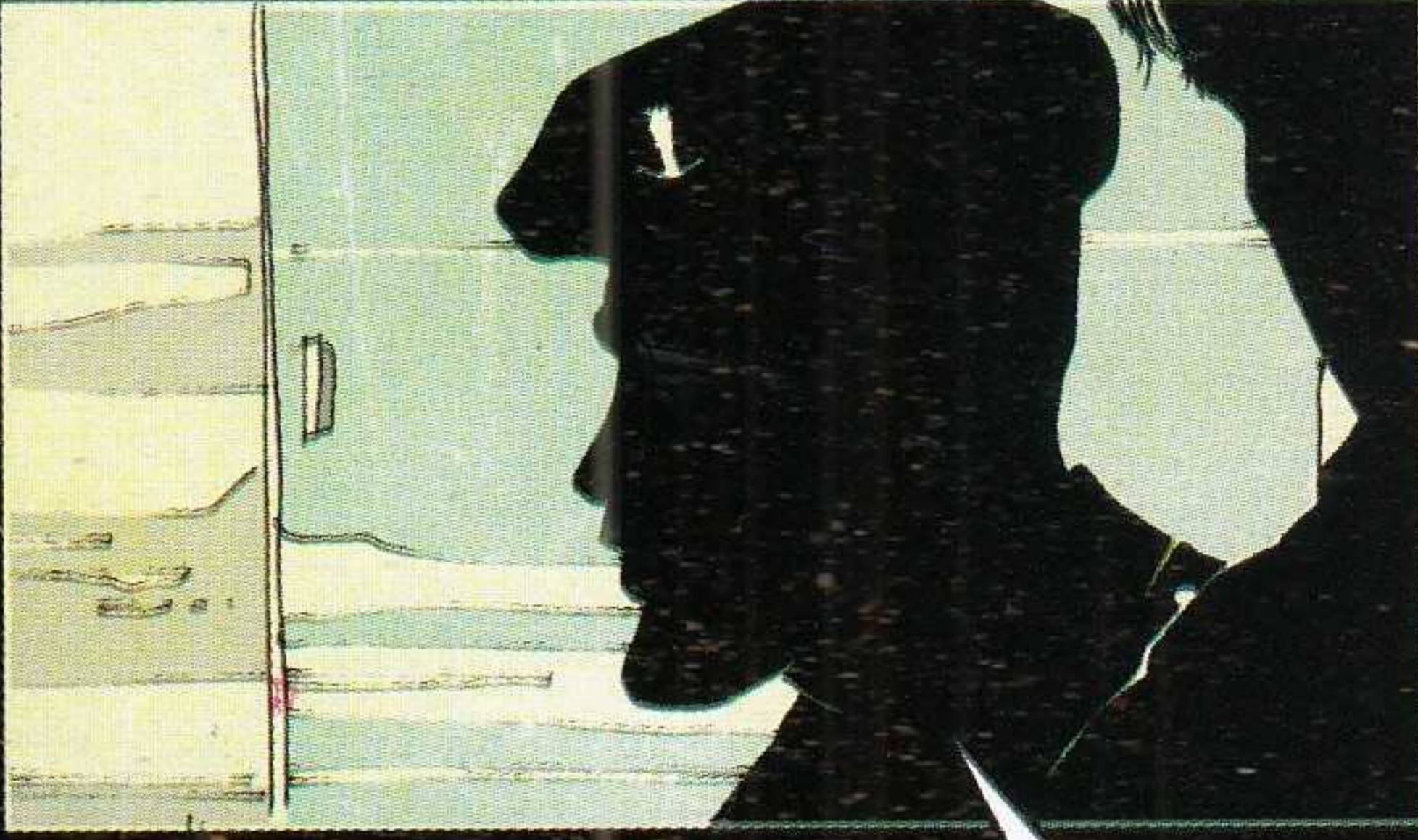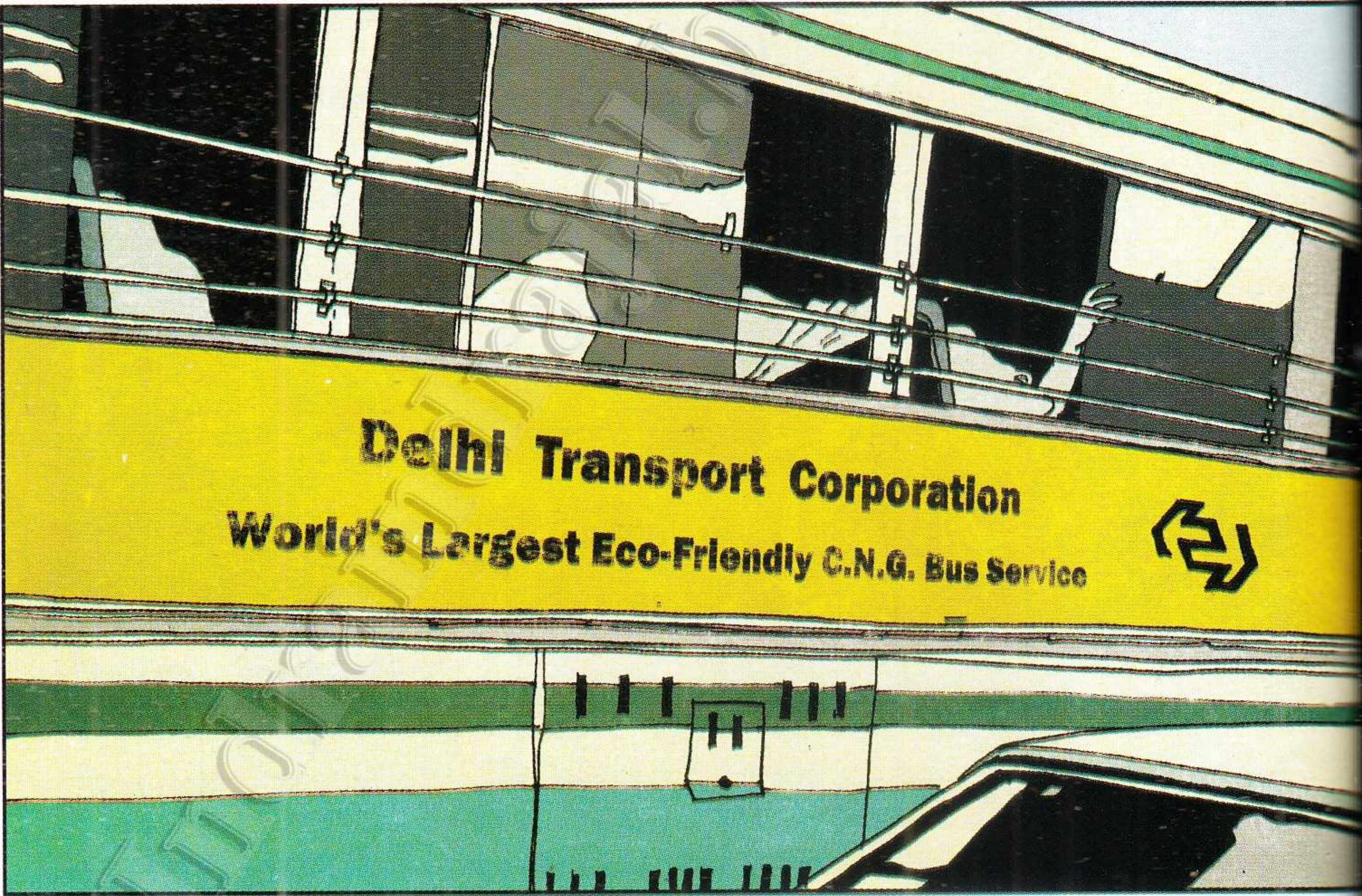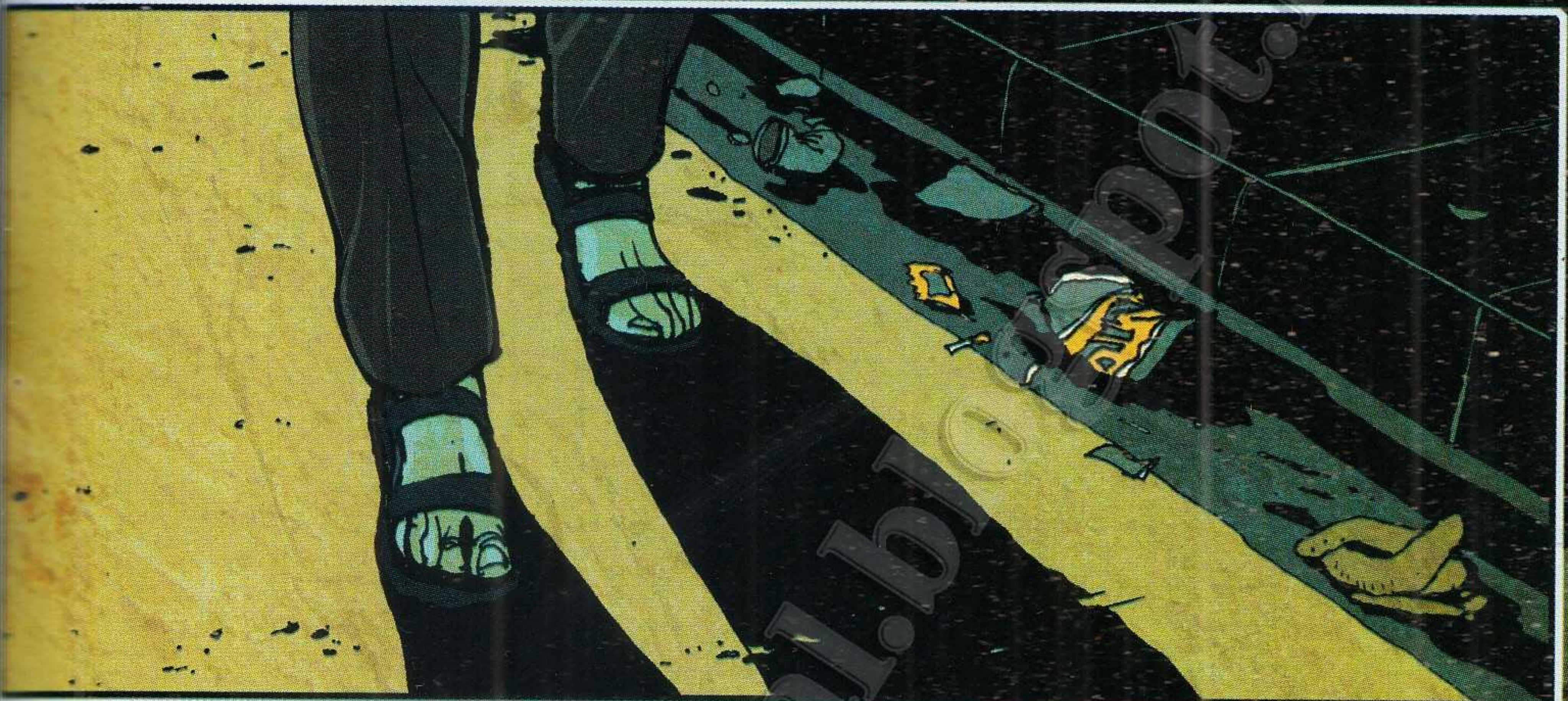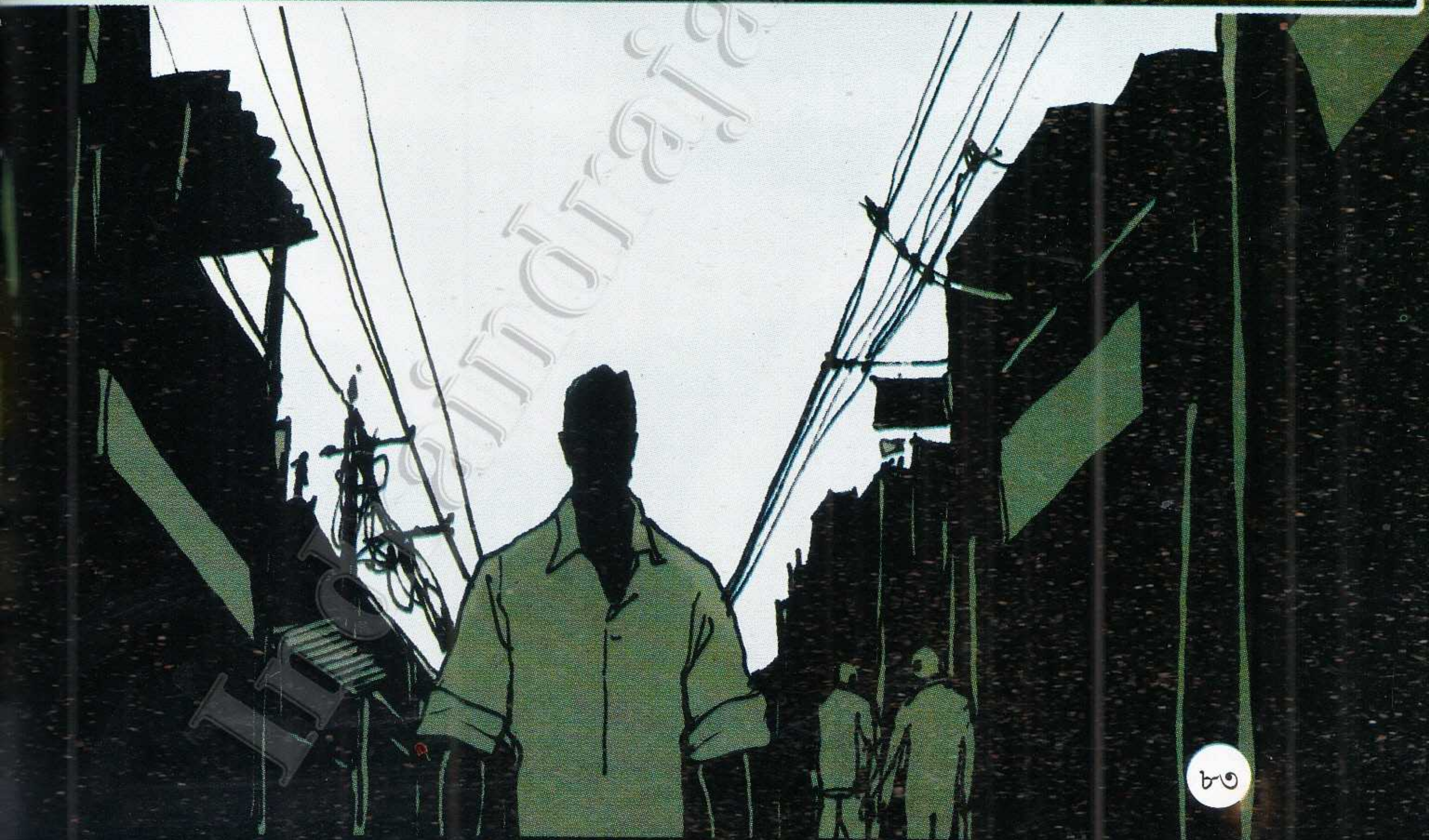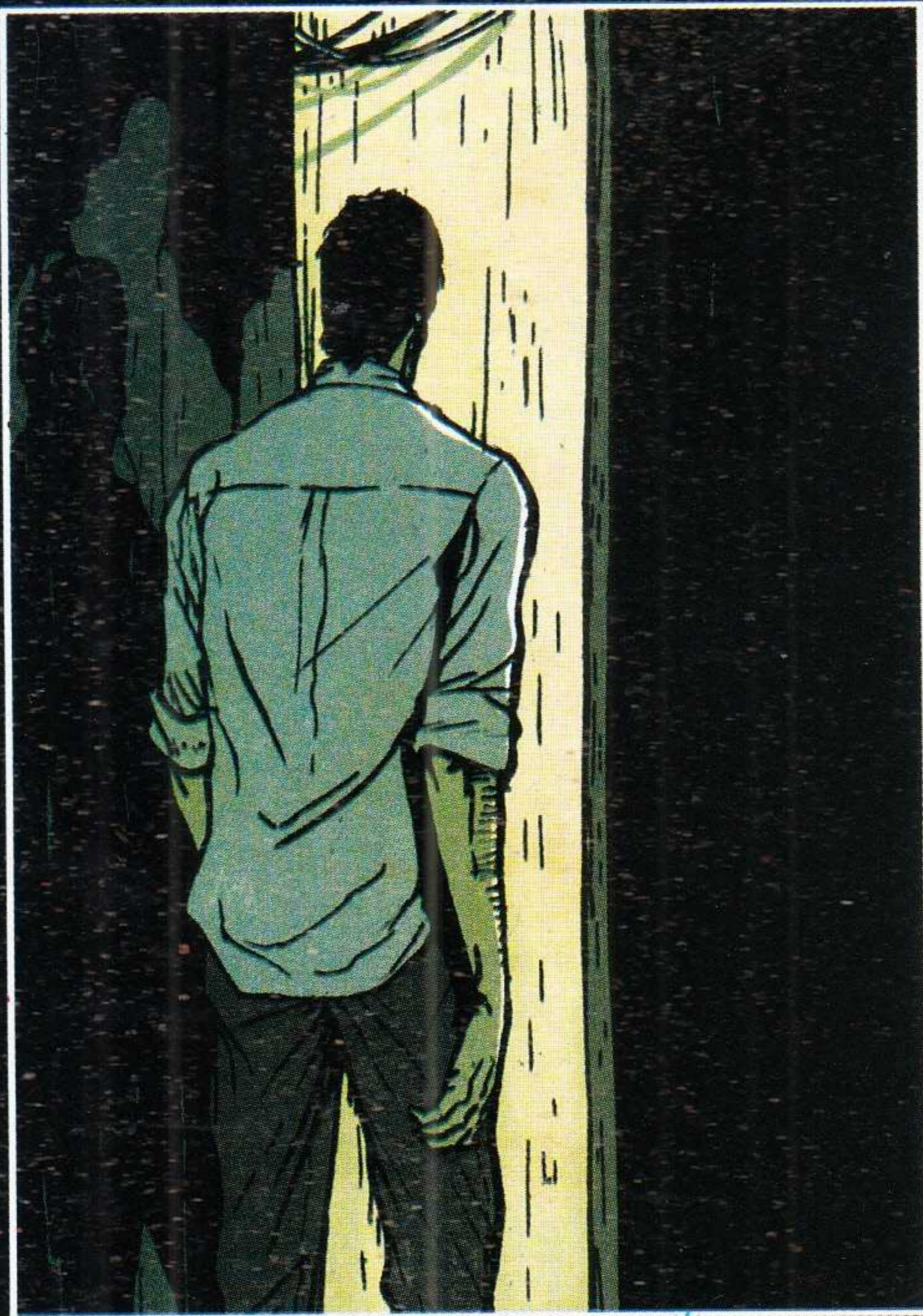
আমার বাছা, তোমায় স্বাগত জানাই,
এসো, আমার পাশে বসো,
আমি তোমার ব্যাপারে সব জানি
এবং আমার মনে হয় এও জানি তুমি
কেন আমার সাথে দেখা করতে চাও।
সকলে মনে করে আমি বোধহয় একটা
সুইচ ঠিক করে দেব বা একটা ফিউজ ঠিক
করে দিয়ে একটা লোকের যা করা উচিৎ
তাই করিয়ে দেব।
আমার সে ক্ষমতা নেই যে আমি
তোমায় পরিবর্তন করে দেব বা
তোমার মতের বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়ে তোমায় কিছু
করাব, আমি চেষ্টা করি সত্য বলার জন্যে, তারপর
সবকিছু তোমার ওপর। তুমি যা ভাববে,
তাই করবে,
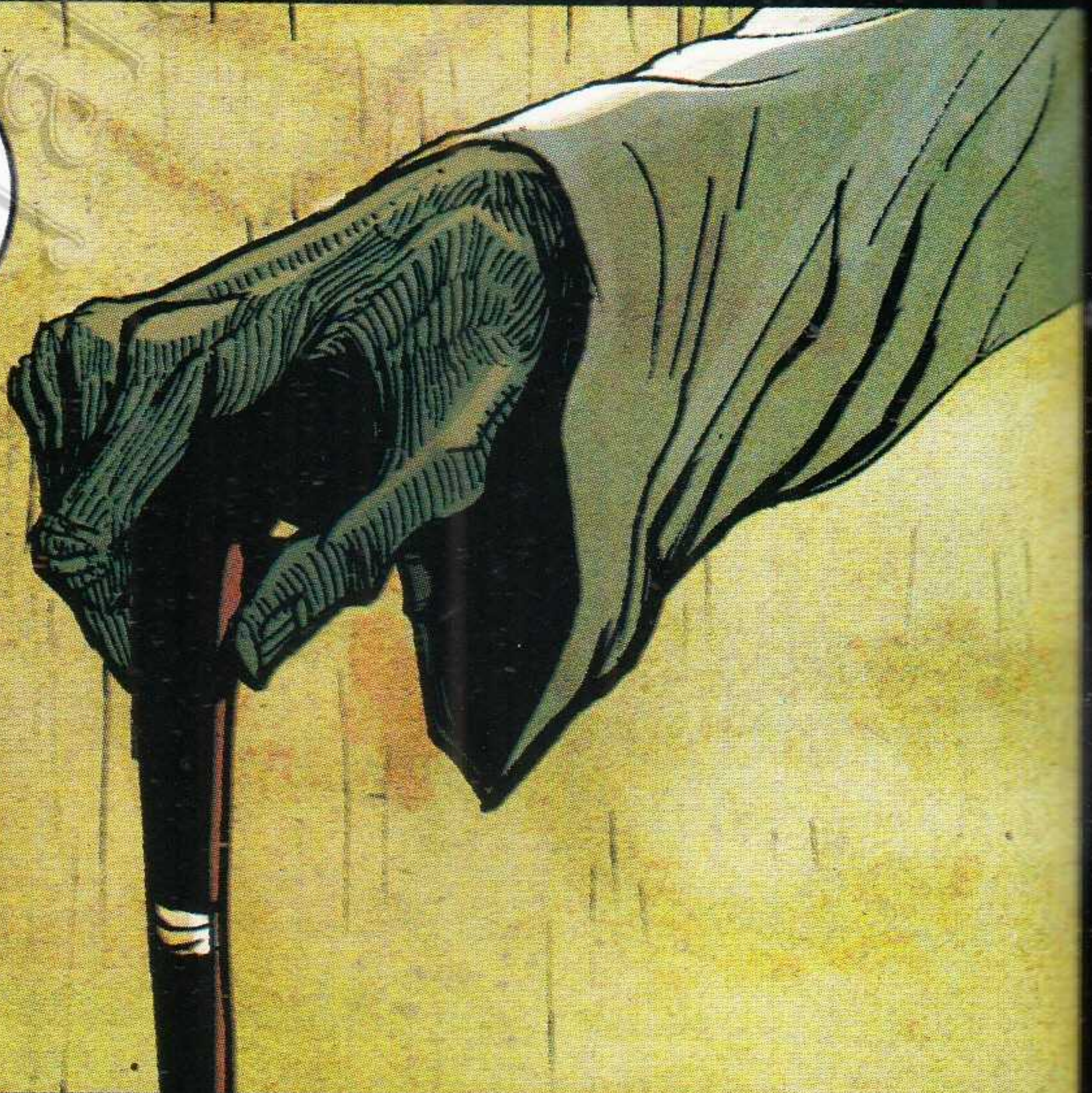
আমি কখনই জোর করব না তোমায়, তোমার জীবন শেষ করে দেওয়ার জন্যে যার জন্যে তোমার কোন দরদ নেই।
আপনি কি এটাই বলেন সবাইকে যারা জীবন বিসর্জনের আগে আপনার সাথে দেখা করতে আসে?
না আমি তা করি না, কিন্তু আমি জানি তোমার মৃত্যুভয় নেই, তুমি যে এই জীবনে বেঁচেছ, আমার অভিজ্ঞতায় আমি সঠিক জানি তুমি মরতে ভয় পাও না।
তোমার শুধু এইটাই সঠিক জানা নেই কাকে তুমি মারতে চলেছ এবং কেন, তুমি কখনই সামনে না পেলে মারতে পছন্দ করনা। আমি জানি তোমার পূর্বকথা, তোমার দয়ার কথা, এক অসম্ভব যা তোমার মধ্যে তুমি লালন করে রেখেছ।
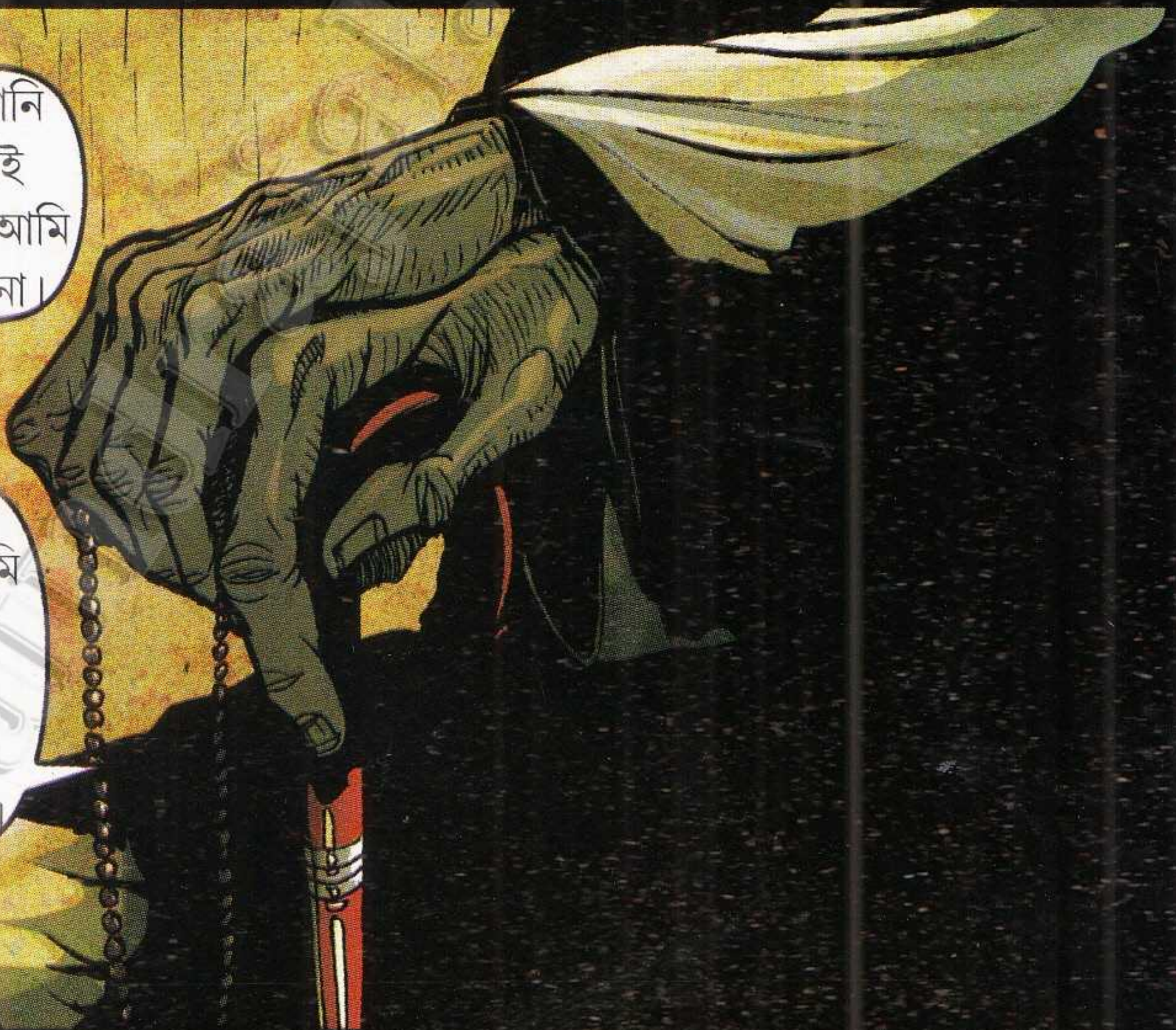
আমি কিছু লোকের সাথে দেখা করেছি, যারা হয় আমার শিকার হবে, এক বৃদ্ধ লোক যে কাজ করতে ভালোবাসে,
একটা ছোট্ট মেয়ে যে রাস্তায় রাস্তায় খেলা দেখিয়ে বেড়ায় তার ভাইকে নিয়ে, এক সৈনিক যে যুদ্ধকে ঘৃণা করে, একজন যে তার পূর্বের পাপের জন্যে
যন্ত্রণা পাচ্ছে এবং তার ছেলে হারানোর অসহায়তা আমাদের থেকে কিছু কম নয়। তারা

কিন্তু সবাইকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিচ্ছেনা তাদের কথা শোনানোর জন্যে— তারা হয়ত বুঝেছে যে রফা শক্তি সুখকর হবে না... আমি বলতে চাইছি আমরা ঠিক কি করছি?

আমরা ঠিক সেটাই করছি যেটা কেউ কেউ ঠিক মনে করেন...

বহুলোক আমাদের মধ্যে আছেন যারা আমাদের এই জীবনযাত্রা মানতে পারেন না,...
তারা বলেন আমাদের জীবনযাত্রা তাদের জীবনের প্রতিফলন নয়... আমার মনে হয় এই লোকগুলো
জানে না আমাদের আসল সত্য কি, তাই আমাদের বিরুদ্ধে এই পাশবিক অত্যাচার তাদের অজানা...

আমি এই প্রথম বাইরের দুনিয়ায় পা রেখে এক অন্য ধারণা দেখলাম। আমি জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি, শিক্ষা — সব দেখলাম... এটা গড়তে কত সময় লাগে, কত শত মননশীল ব্যক্তির মন, কঠিন পরিশ্রমের ফসল...

এবং এই সকল ভাল জিনিস আমাদের আশপাশের মানুষেরা আমাদের দিয়েছেন... শুধু একটা বোমা মেরে আমরা কি প্রমাণ করছিনা যে আমরা এই অগ্রগতির পথে অন্তরায়...

এই পথ অগ্রগতির পথ নয়... কিন্তু আমরা কি কোন পরিকল্পনা তুলে ধরছি?

আমরা শুধু অন্যের প্রগতিকে বন্ধ করে রুখে দিতে চাইছি... এইভাবে কি আমরা আমাদের ন্যায়বিচার পাব?
হয়ত আমরা তাদের থামতে বলছি, ঘুরে দেখতে বলছি, হয়ত বলার চেষ্টা করছি এটাই সামগ্রিক উন্নতি বা অর্থবহ প্রগতি নয়।

এই সামগ্রিক কি? কেই বা আদর্শ জীবনে আছে? কেউ যদি তার জীবনকে আদর্শময় করে তুলতে না পারে তবে
আমরা কিভাবে আশা করব, স্বপ্ন দেখব সেই সামগ্রিক উন্নতির? আমার বোধ হয়, জীবন হয়ত নির্ভুল, নিখুঁত নয়, কারোরই হয়ত নয়।
আমি এটাই জানতে চাই যে এই যুদ্ধ মানে শুধু দু শ' বা তিন শ' লোককে জনবহুল জায়গায় হত্যা করে আমরা নির্ভুল পৃথিবী গড়তে পারব?
আমরা তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দেব যাতে পরবর্তী সময়ে তারা দুবার ভাবে আমাদের ক্ষতি করার আগে।
কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এই দাবী আমাদের সকল জনতার দাবী নয়, শুধুমাত্র গুটিকয়েক লোকের যারা আলাদা করে এই দাবী করছে।
আমার মনে হয় তোমার মাথার মধ্যে বড় বেশী এইসব কথা ঘুরপাক খাচ্ছে, এটাই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে আমরা আমাদের দাবী চাইতে ও মেটাতে পারি...
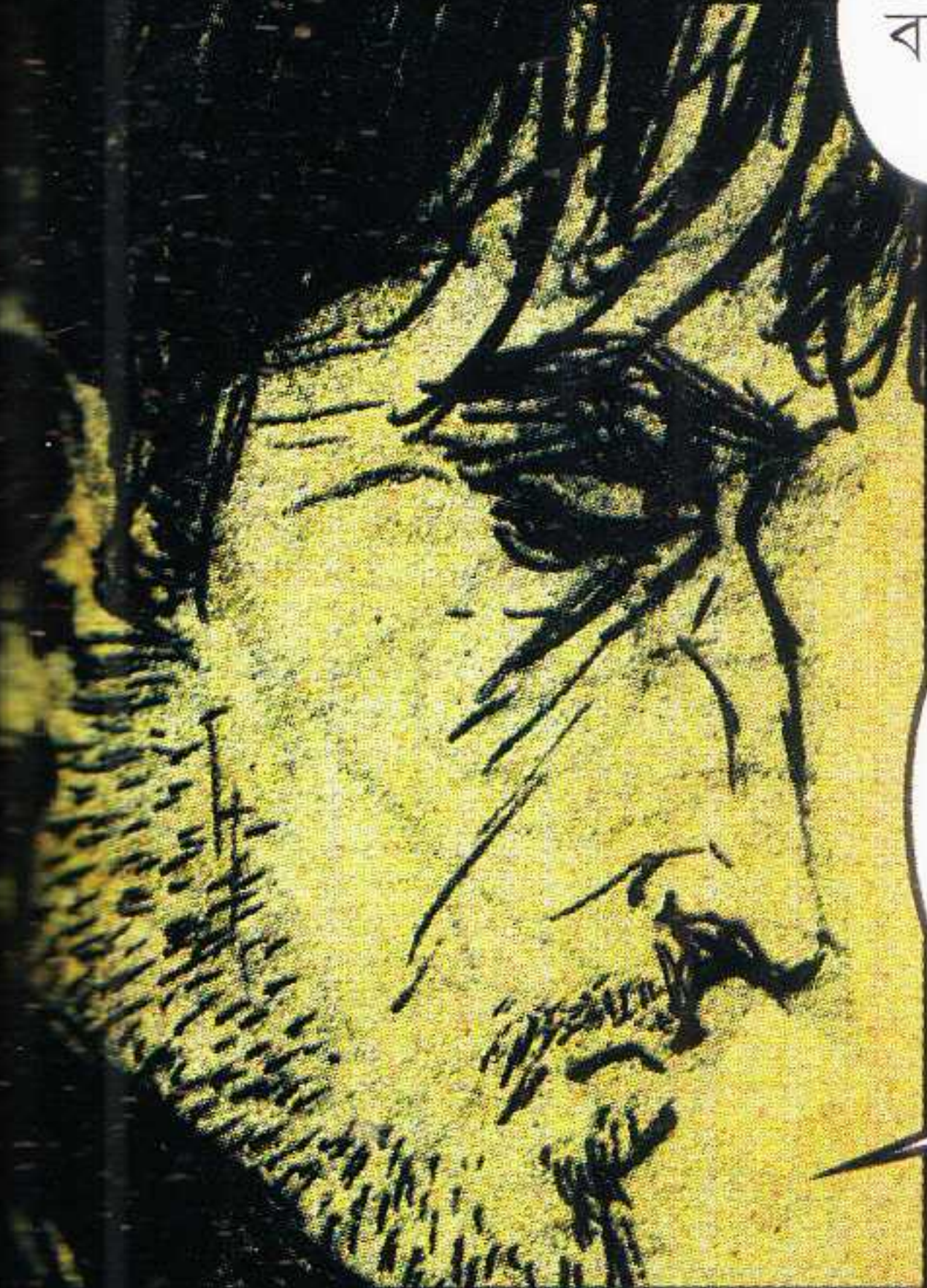
সে সব দিন গেছে যখন একটা টেবিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিতে তুমি এসব আদায় করতে পারতে
তুমি কি বলতে চাইছ যে কথা বলা শক্ত আর ২০০টা নিরীহ লোককে মেরে দেওয়া সোজা, যারা জানেই না আমরা কে, কি চাই, কেন চাই, আমাদের প্রয়োজন কি?
কাউকে না কাউকে তো মূল্য দিতেই হয়, যদি আমাদের তাদের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে
তো নিরীহ লোককেই আক্রমণ করতে হয়... এটা সঠিক পথ নয় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের...
মনে রেখো, যা তুমি করবে বা করবে না তার একটা প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি তো থাকবেই।
তোমার ঘাটতির জন্যে তোমার লোকেরা তোমার উপর বিশ্বাস হারাবে
ও তাদের সাথে সম্পর্কে স্থায়ী ক্ষতি করবে।

সে বৃদ্ধ লোকটির গলার হুমকিভরা স্বরের কথা ভাবল... সে মৃত্যুর জন্য ভীত ছিল না, হয়ত যাতে তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত না হতে হয়, কিন্তু সে তার চরম সীমার পথগুলিকে প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করছিল।

সে জানত যে তার এই দ্বন্দ্বের পরিণতি কি হবে...
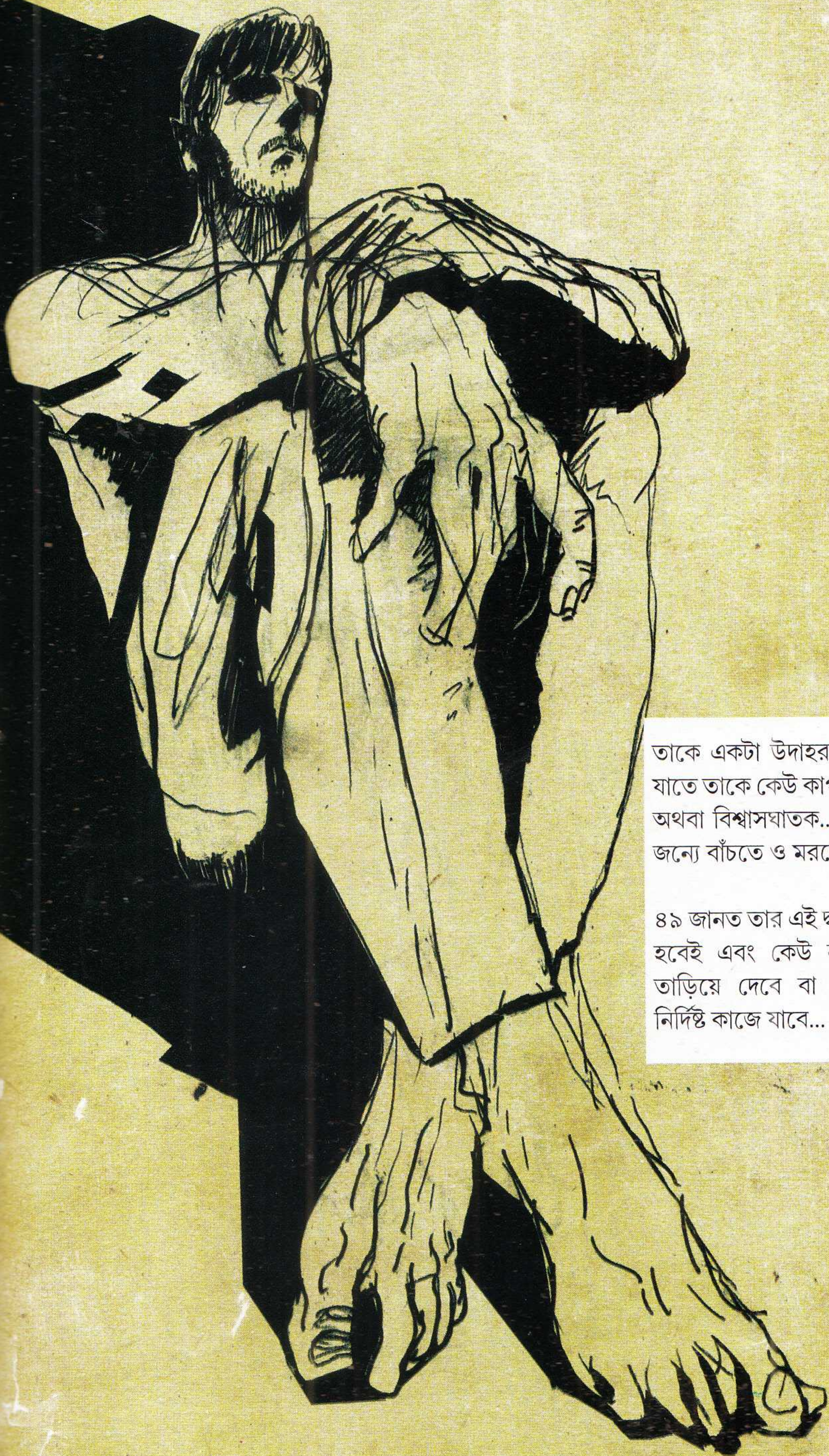
তাকে একটা উদাহরণ খাড়া করতে হবে যাতে তাকে কেউ কাপুরুষ না বলতে পারে অথবা বিশ্বাসঘাতক... সে সঠিক কারণের জন্যে বাঁচতে ও মরতে চেয়েছিল।
৪৯ জানত তার এই দ্বন্দ্বের কথা জানাজানি হবেই এবং কেউ না কেউ হয় তাকে তাড়িয়ে দেবে বা তার জায়গায় সেই নির্দিষ্ট কাজে যাবে...

যদি ২০০ লোকের মৃত্যু তাদের লোকের জীবন থেকে হিংসা মুছে ফেলতে পারে তাহলে সে এটা সঠিক ভাবেই করত... কিন্তু যখন এটা থেমে গেল... তখন কতজনই বা নিজের বা পরের জন্যে উৎসর্গ করেছে।

আমরা আঘাত করলে তারা প্রত্যাঘাত করবে।

কে যে শত্রু?

AVEL
ROYAL
खुराना
स्टोर
PROF

AVEL
ROYAL
खुराना
स्टोर
PROF

AVEL
ROYAL
खुराना
स्टोर
PROF
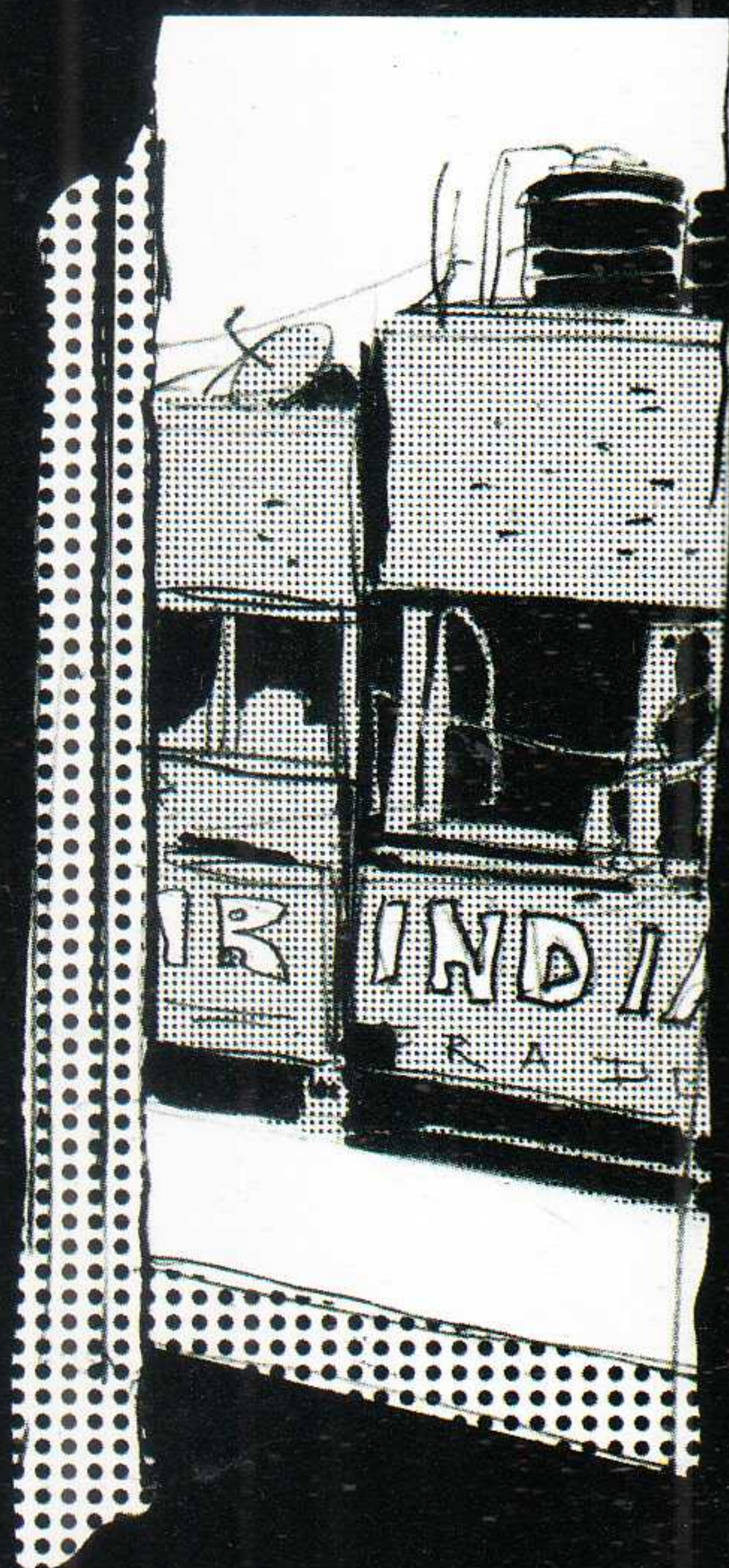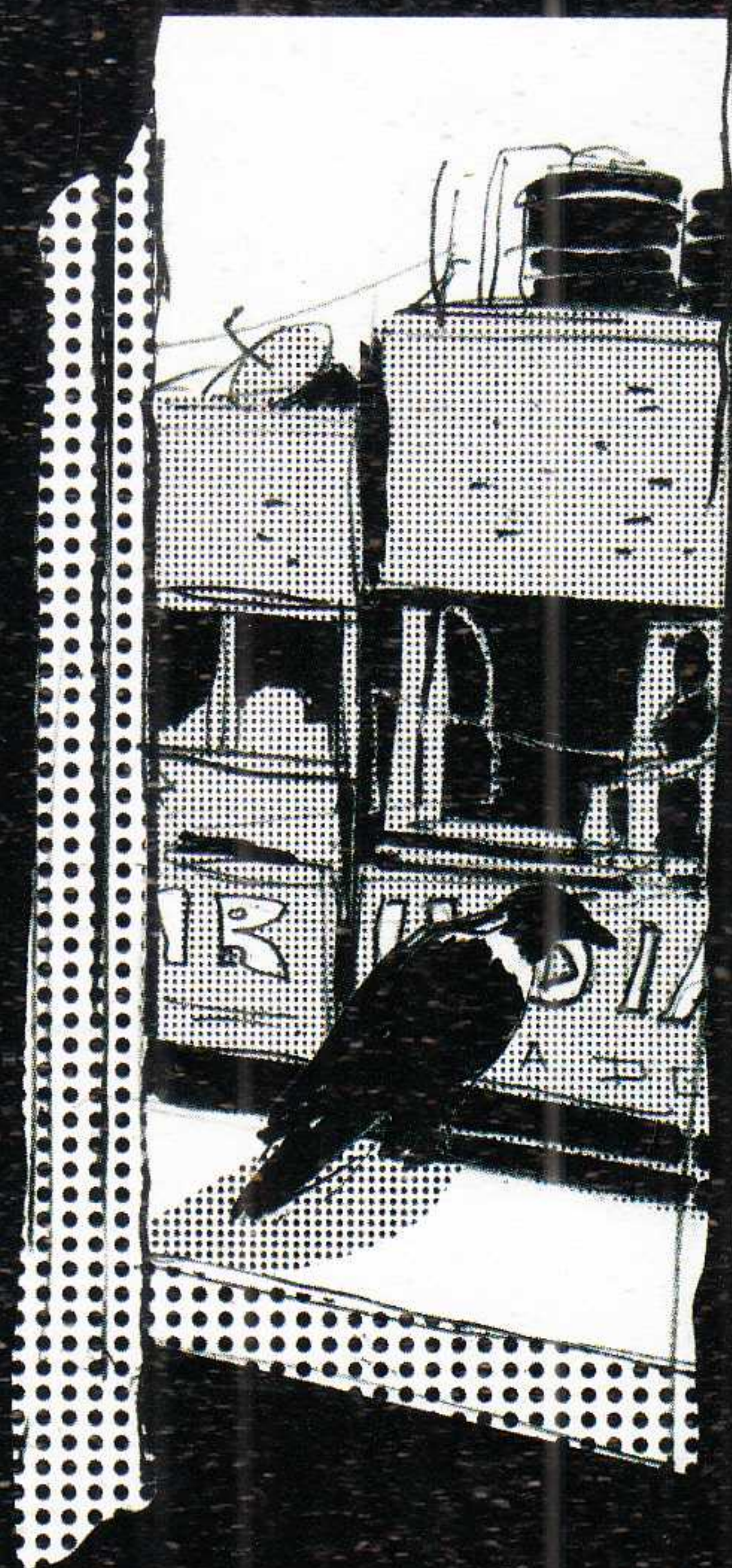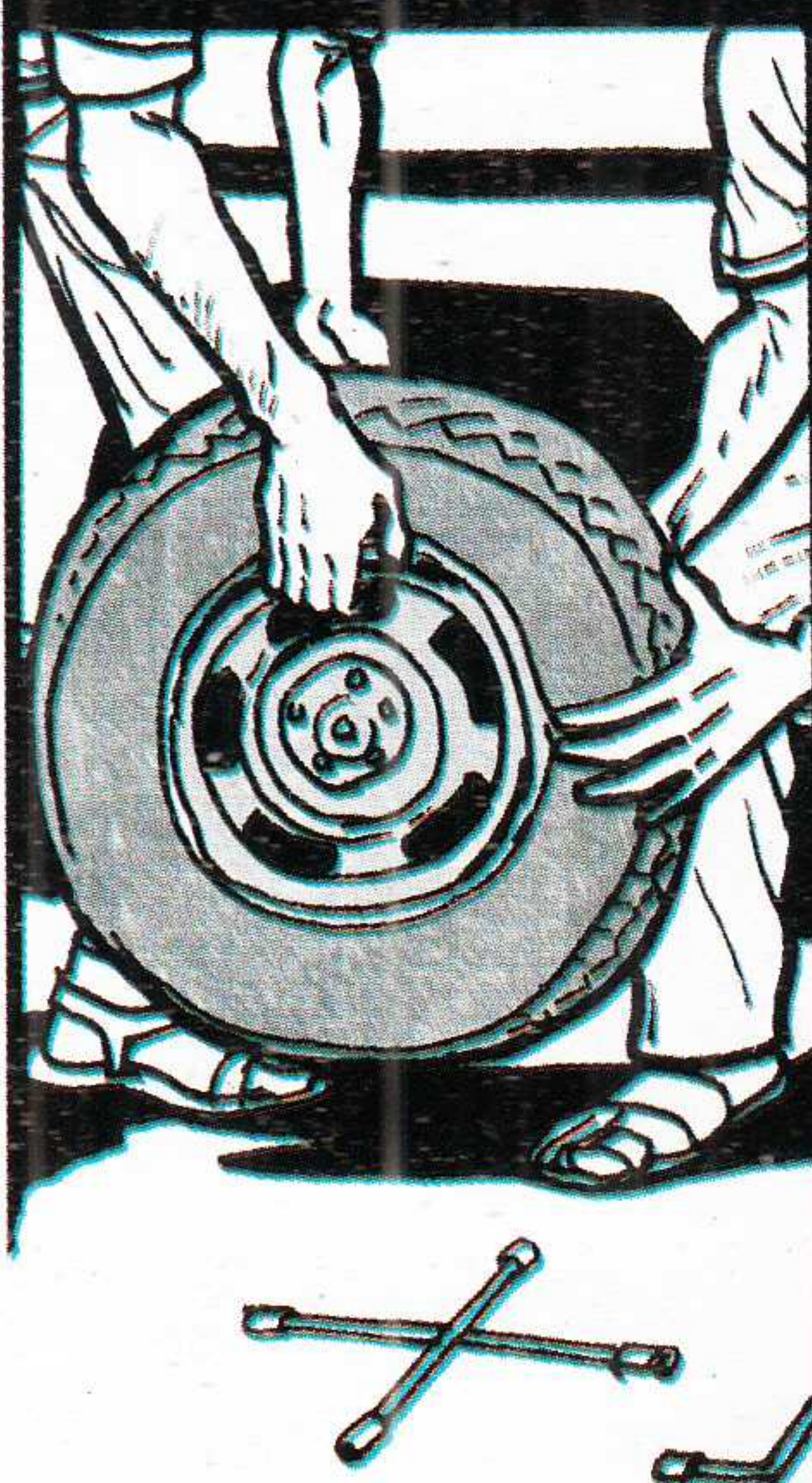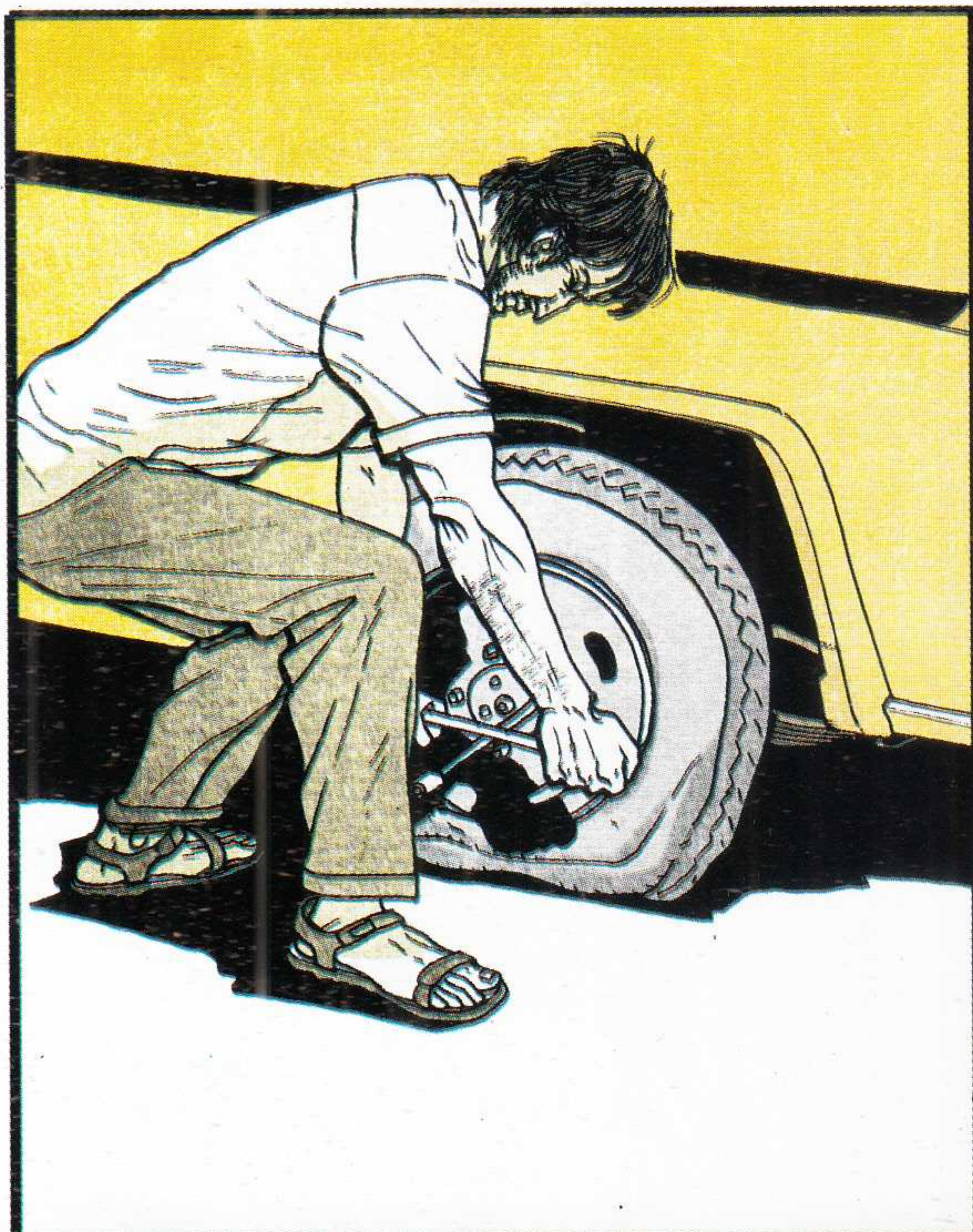
ধন্যবাদ স্কুলটি কাছেই,
আমরা কি আপনাদের কিছু
খাবার দিতে পারি।
নিশ্চয়ই।

৪৯-এর স্কুলটি পছন্দ হল। তার শান্তি পরিবেশ মনে ধরল। এমন পরিবেশে সে আগে কখনও ছিল না। সে স্কুলটি ঘুরে ঘুরে ক্লাসঘরগুলিতে উঁকি মারতে লাগল; এক অদ্ভুত শূন্যতা তাকে ঘিরে ধরল যেন সে এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে...

তার কাছে স্কুল ছিল প্রশিক্ষণ শিবির যেখানে সে বার বার একই কথা প্রতিদিন শুনেছে, সেই একই সত্য কথাগুলি, কিন্তু তাদের সত্যি ব্যবহার নয়।
সেই কথাগুলির মানে সামান্য কথার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল...
সেগুলি যেন জীবনের জানালা, যার সামনে এক খোলা প্রান্তর, যেখানে কত দুনিয়াই রয়েছ আর একটা মানুষ শুধু একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনই ভোগ করতে পারে।
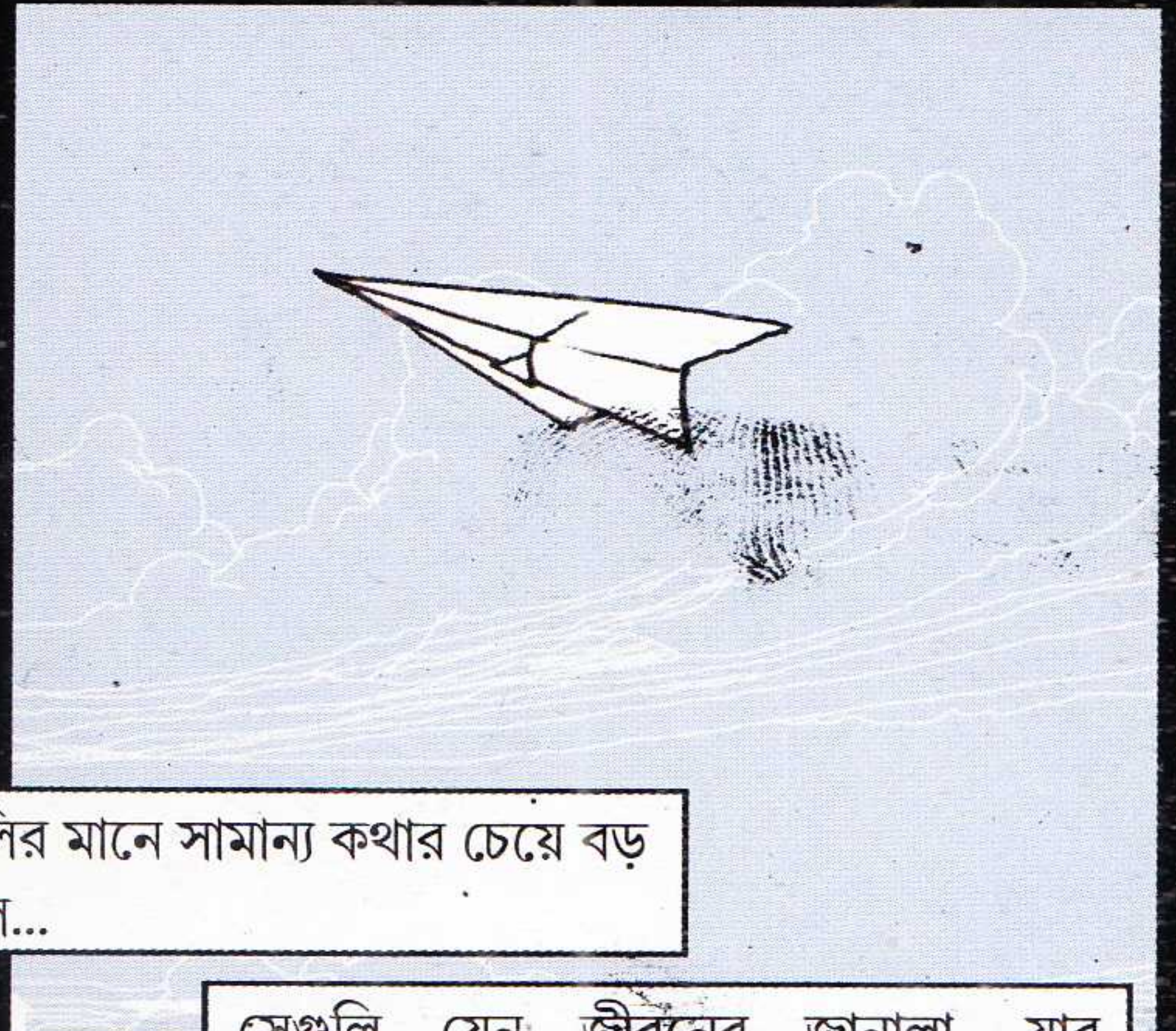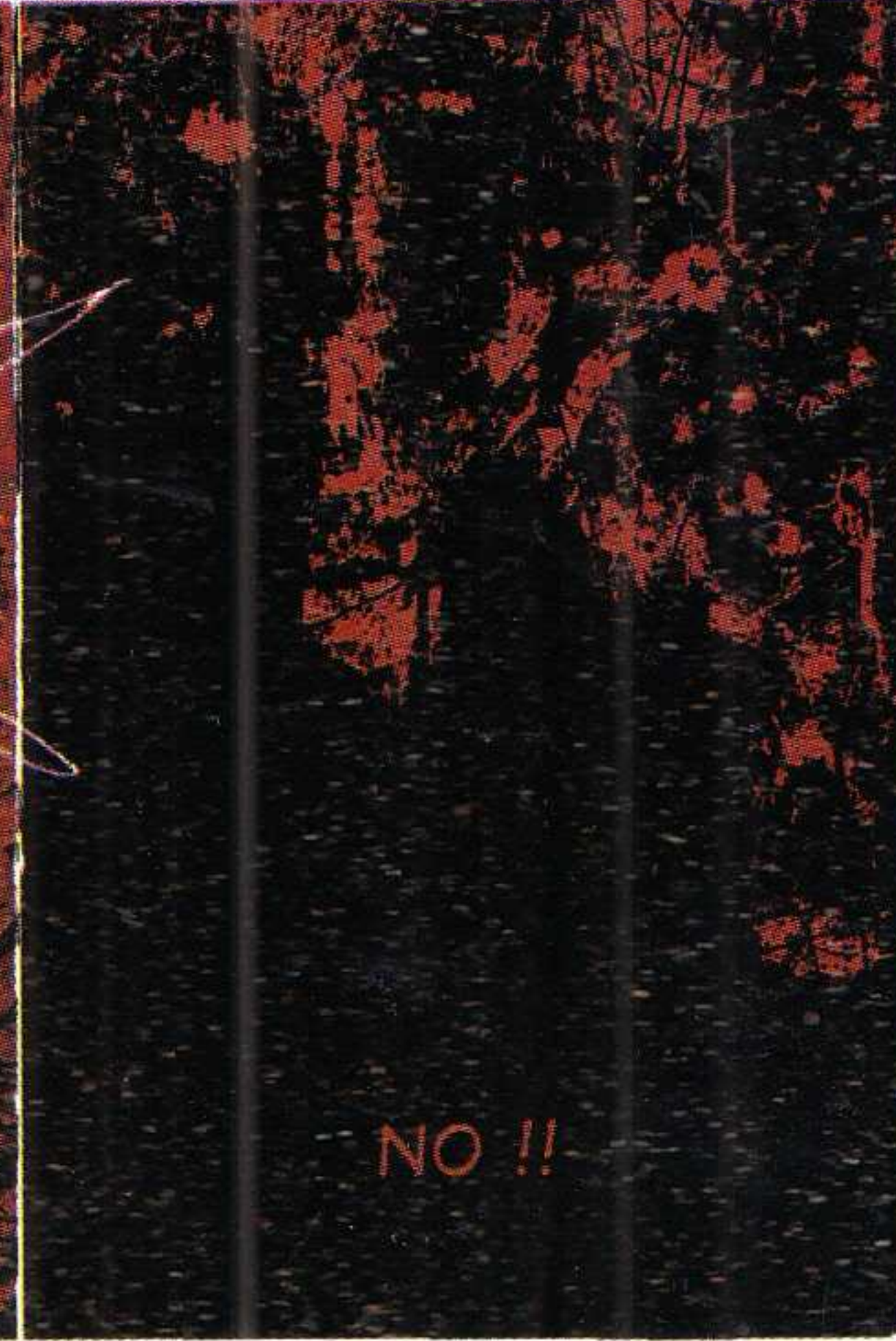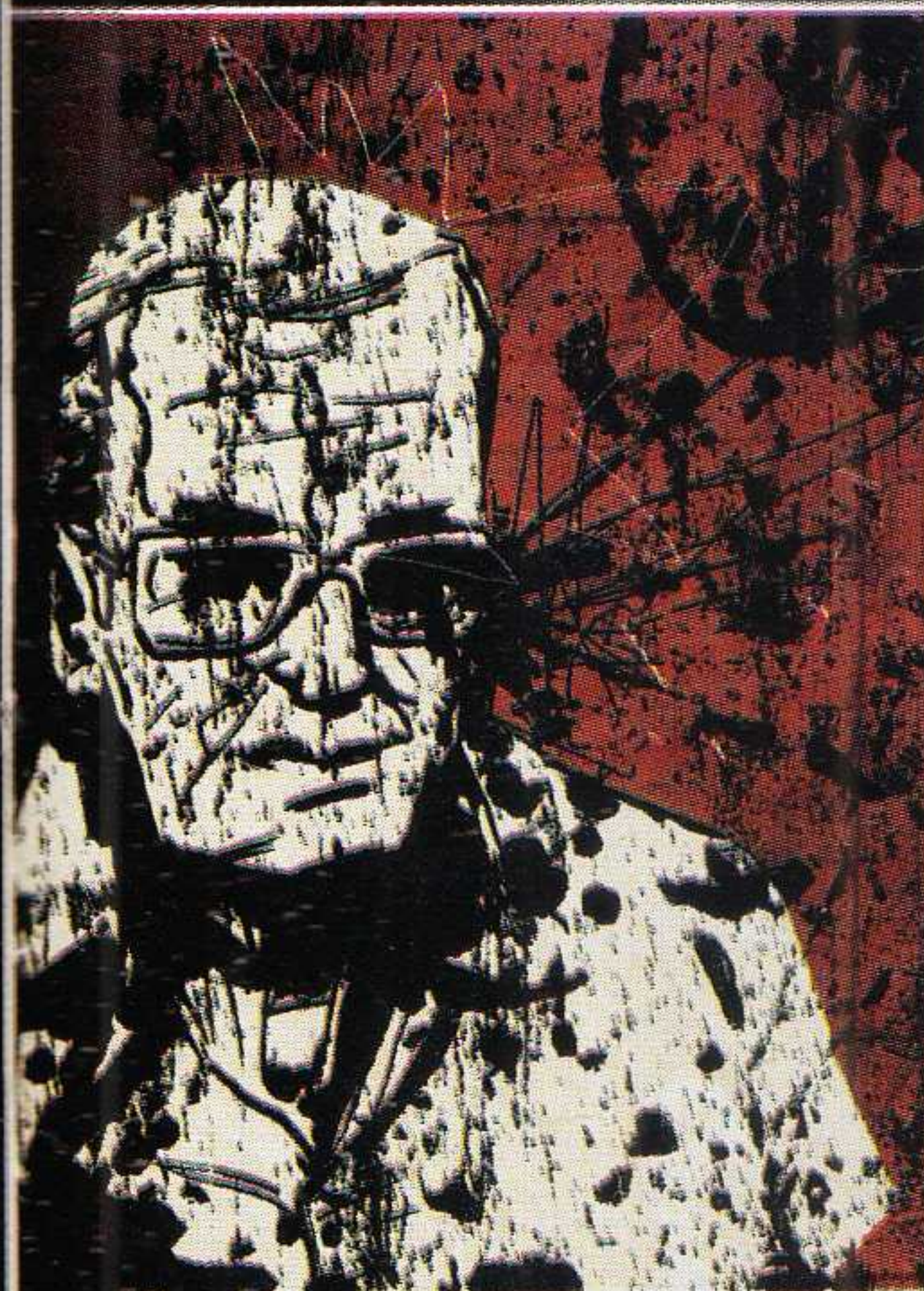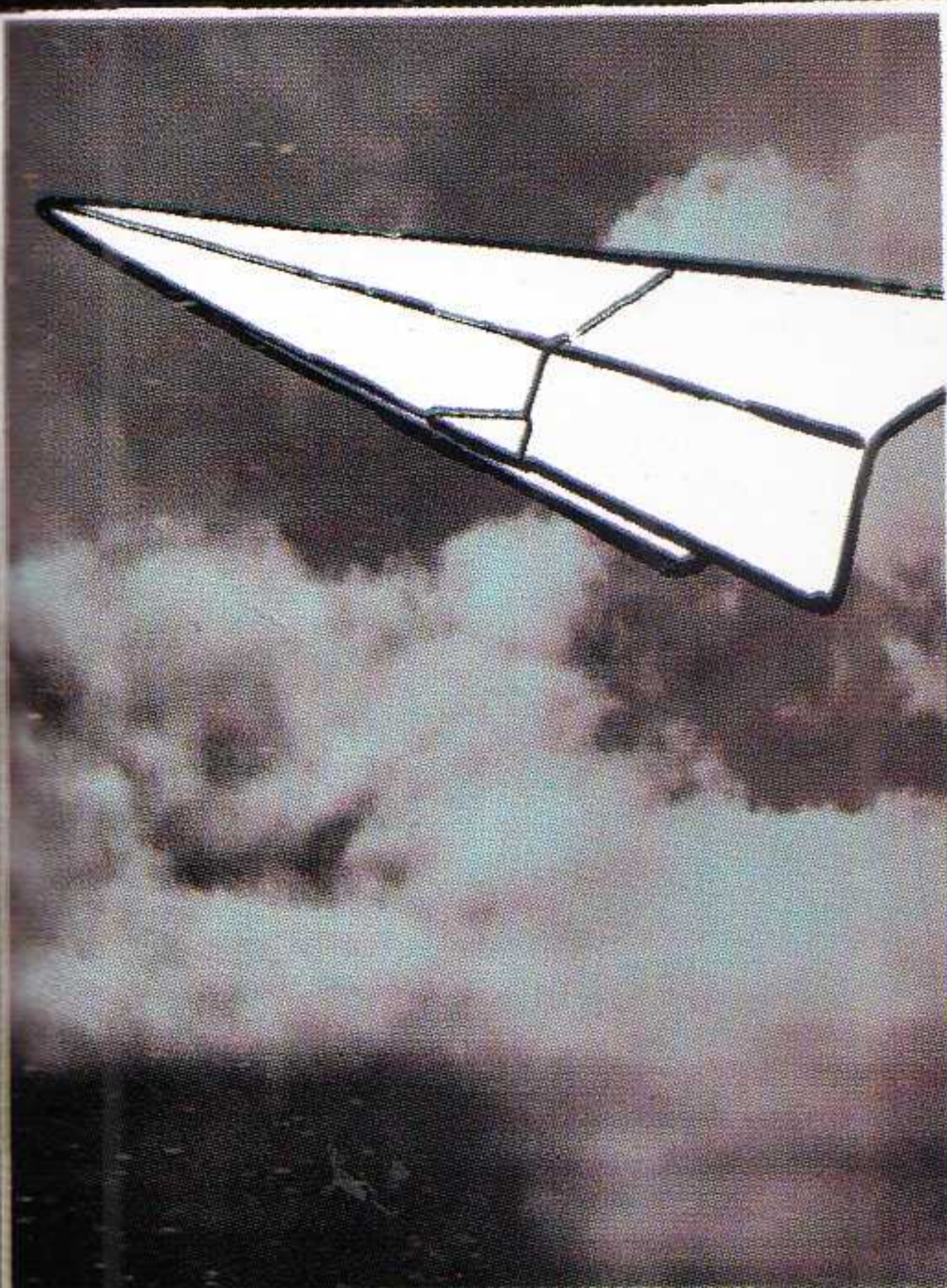
NO !!

কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লীতে গত কয়েকদিনে বেশ কিছু ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে।
আমাদের চেনা জায়গাগুলিতে বিপদ সঙ্কেত জানানো হয়েছে এমনভাবে যেন তারা আমাদের ভুল তথ্য ও খবর দিয়ে বিভ্রান্ত করছে,

১৪জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং একজন আচমকাই এই প্রতিহিংসাত্মক ঘটনা ঘটার ইঙ্গিত দিয়েছে...
আরো প্রশ্ন করার পর জানা গেল যে এই তিনটি শহরকে একসঙ্গে বা এক এক করে অক্রমণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, আমরা জানিনা তারা কিভাবে আঘাত হানবে বা কোথায় আক্রমণ করবে।

আমরা এখনও এই তথ্যের মধ্যে ধোঁয়াশায় আছি...

এই সমস্ত অপরাধমূলক কাজ বড় ধামাকার সাথে হয়, তাই খুব শিগ্গিরই আমরা এই দিন ধার্য করতে পারব।
হয়ত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে...
এই শহরগুলিতে গিয়ে সমস্ত তথ্যাদি একত্র কর, এই শহরগুলিতে এক একটা দল তৈরী করে গোয়েন্দা কর্মীর সংখ্যা দ্বিগুণ করে দাও... সকল গুপ্তচরদের সন্দেহজনক স্থানে পাঠিয়ে দাও...
ঠিক আছে...
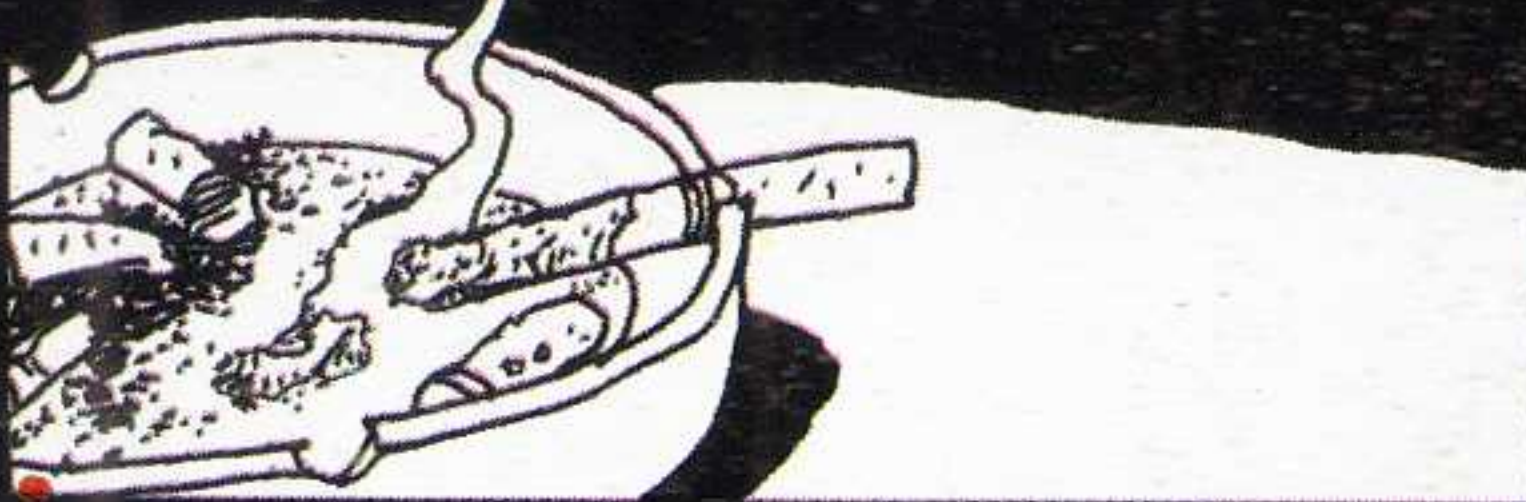
আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না। ৪৯ কখনই ভীরু কাপুরুষ ছিল না আর আমরা জানি বারবার সে নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যের জীবন বাঁচিয়েছে...
নেতা এটা বলেন নি যে সে ভীরু
তার এই দ্বন্দ্বের কি কারণ থাকতে পারে?
নেতা বলেছেন যে, ৪৯ এই কথা বিশ্বাস করে না যে কারো সাথে চুক্তি করতে গেলে হিংসাত্মক কাজ সঠিক পথ, তিনি বলেছেন যে সে প্রত্যয়ী নয় যে শত শত নিরীহ লোককে হত্যা করে কিছু প্রমাণ করা যায়।
সে নিজেকে কি মনে করে? কে তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে অধিকার দিয়েছে? সে কি জানে যে এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি মৃত্যু।
হ্যাঁ, কিন্তু আগেই বলেছি সে মরতে ভয় পায় না—
এই কাজ শেষ করতেই হবে— তাকে নিয়ে বা তাকে ছাড়া। আমরা এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে পাঠাতে পারব না...
সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের মনে ভয় আছে যে ৪৯ অন্য দুটো পরিকল্পনার কথা বলে দেবে, আর ভগবান জানে আর কি কি করবে?

তার বেঁচে থাকা এখন আমাদের কাছে এক বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে...
আমরা তাকে বহিষ্কৃত করতে চাই, নয়তো আমাদের সমূহ বিপদ।
আমরা ভাবলাম তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার আগে একবার আপনার সাথে কথা বলে নিই
...যদি সে আমাদের কাছে বিপদের কারণ হয়ে ওঠে তাহলে সে আমাদের মেরে ফেলার আগেই তাকে মেরে ফেলতে হবে...
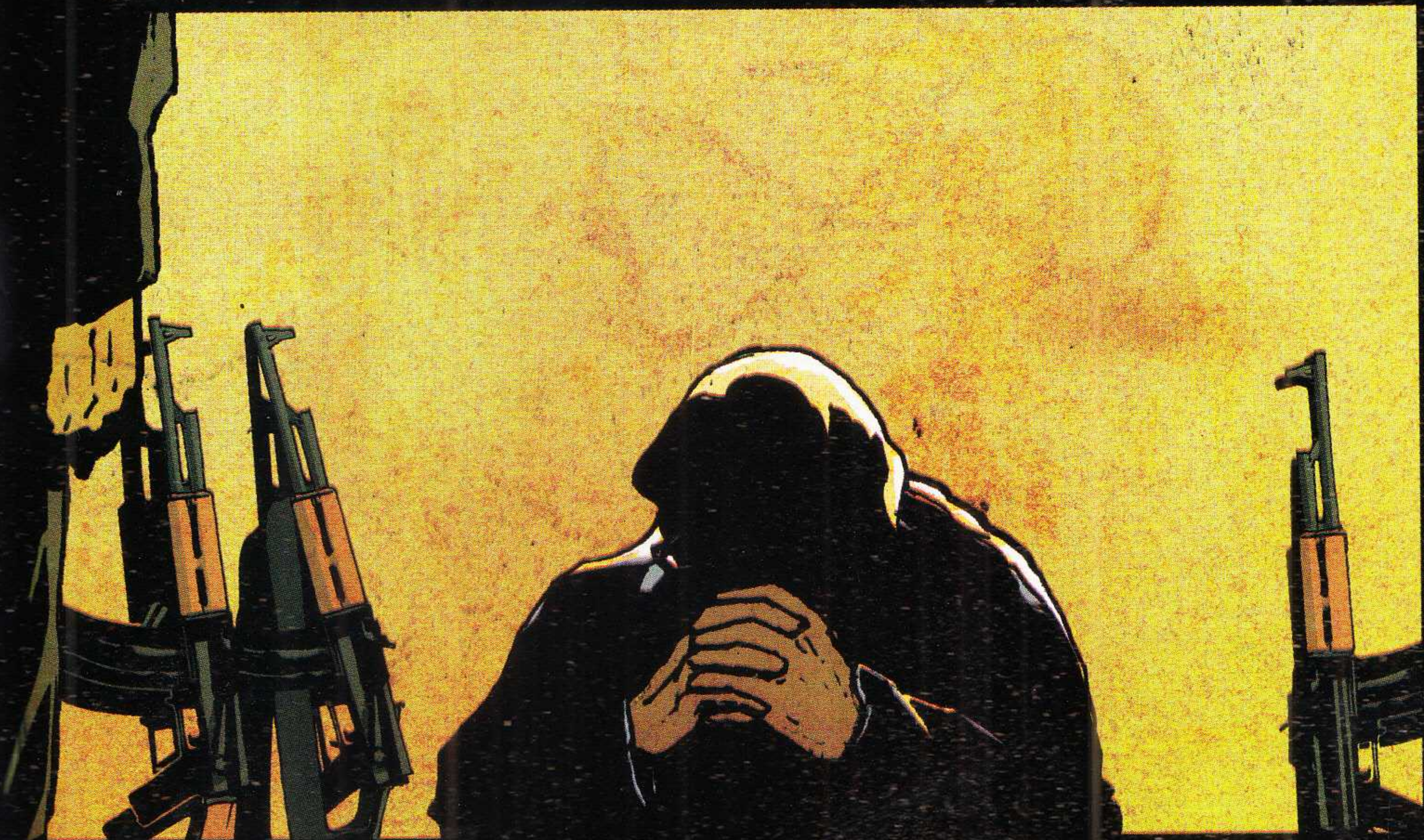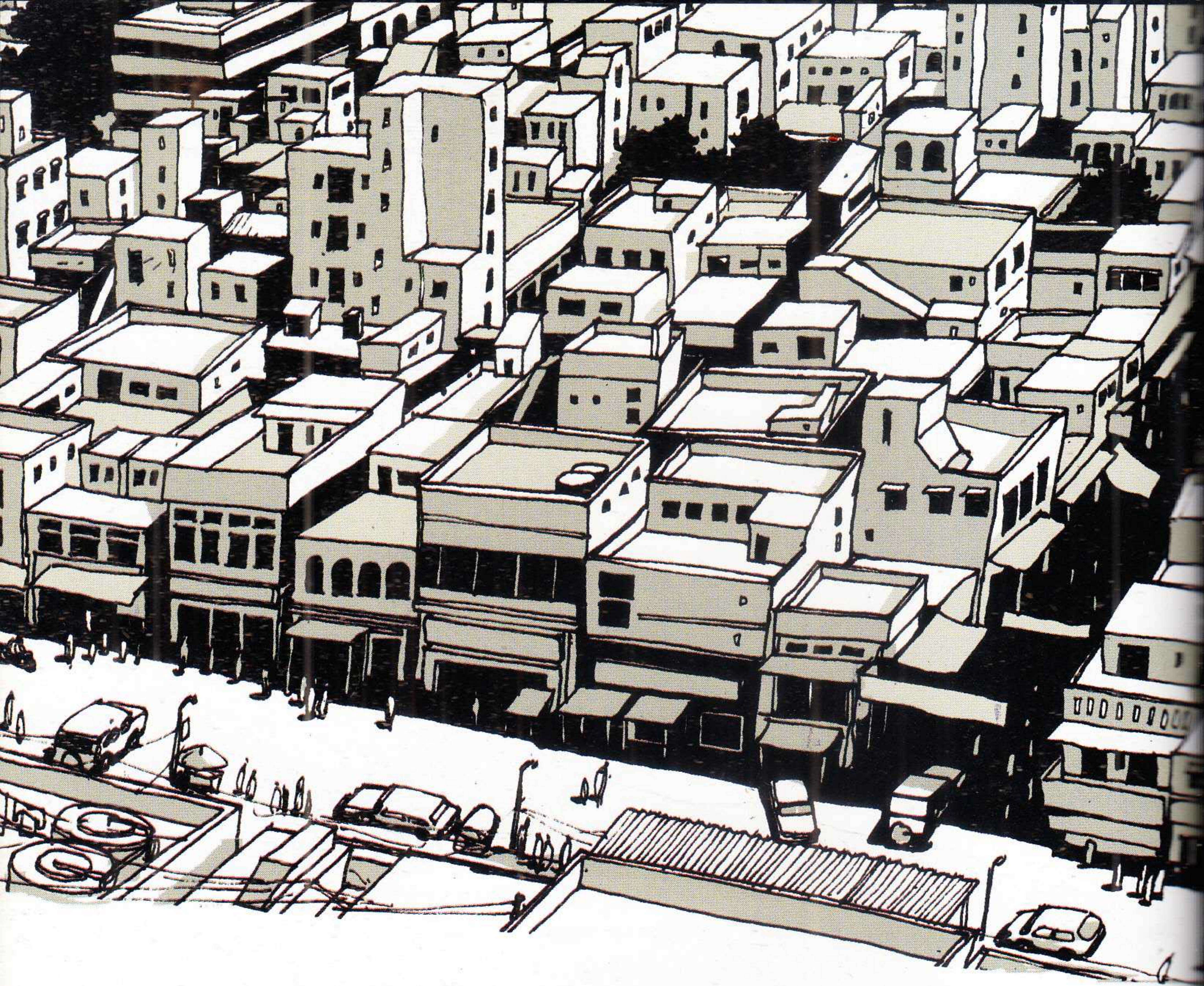
৪৯ বুঝতে পারল তার এই দ্বন্দ্বের কথা সহজভাবে নেওয়া হবেনা, কেউনা কেউ এই ব্যাপারে তার পিছে লাগবেই, আর তারা যদি সন্দেহজনক আচরণ করে তাহলে তার এই দ্বন্দ্ব সঠিক।

হোটেলের ছাদের এক কোণায় বসে সে এই সব বিভ্রান্তির কথা ভাবছিল, নীচে কর্মব্যস্ত জীবন, জানে না যে তাদের মাথার উপরেই মৃত্যু খাঁড়া হয়ে ঝুলছে।

৪৯-এর একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন ছিল—
সে কর্তৃত্বের কাছে সকল খবর ফাঁস করতে পারত কিন্তু তাহলে সবাই বিশ্বাসঘাতক বলত, সে জীবিত বা মৃত হোক, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সে এক কাপুরুষতার নিদর্শন থাকত, এক ভীরু চরিত্রের লোক!
কিন্তু সে এখানের ও অন্য শহরের নিরীহ লোকেদের মরতে দিতে পারেনা।
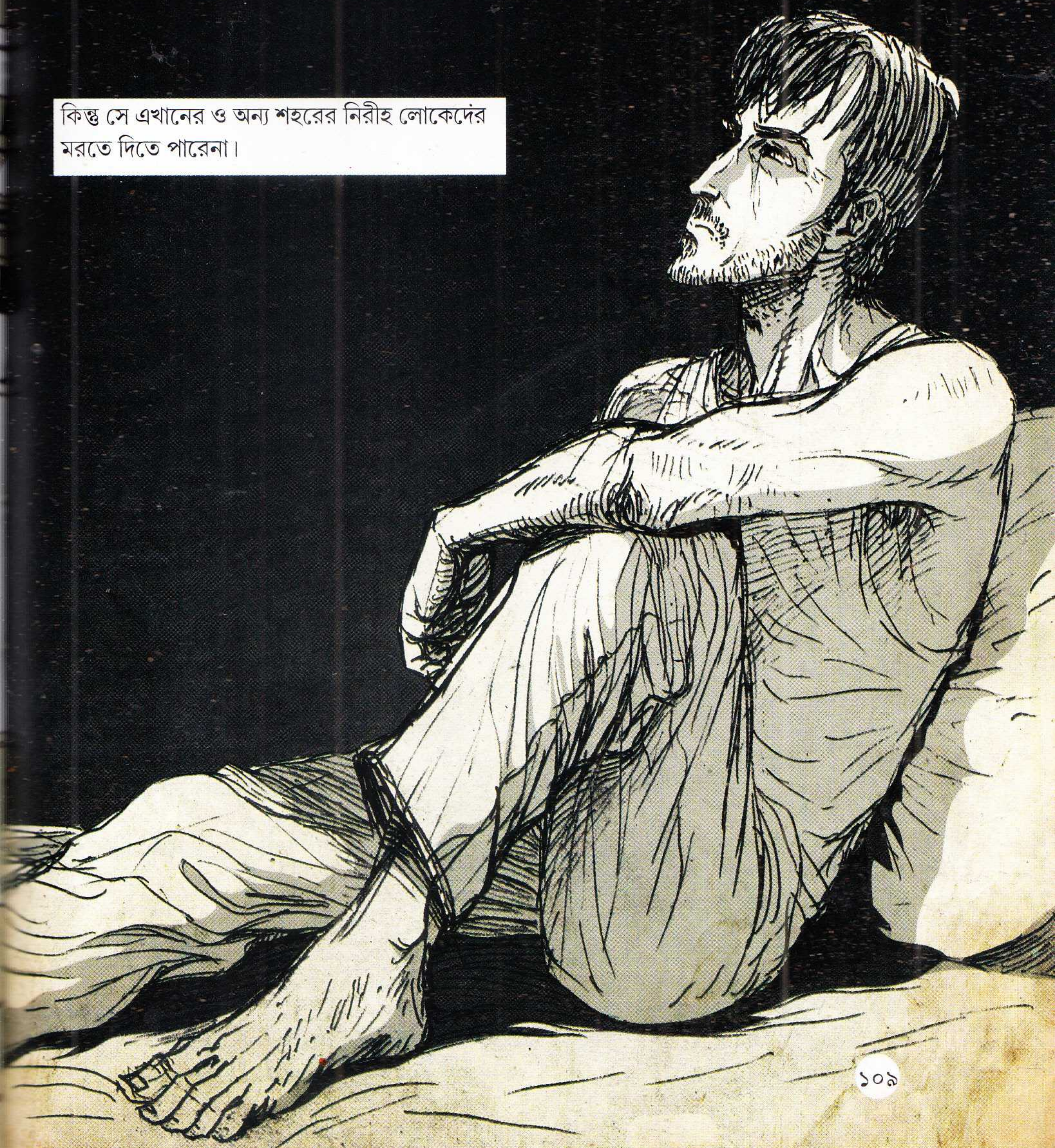
সে জানত যে সেই ধার্মিক গুরু যার সাথে তার আগে দেখা হয়েছিল ফাঁস করে দিয়েছেন তার এই আদেশ না মানার খবর...

যদিও আমার মনে আগে ধন্দ ছিল, এখন আমি মনে করি আগে এগিয়ে যাই এবং আমার কর্তব্য পালন করি, আমি মাঝে যেন হারিয়ে গেছিলাম, এখন আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আগের জায়গায় ফিরে এসেছি।

তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি এই পরিকল্পনা মাফিক কাজ করবে?
আমি নিশ্চিত।
এখানে
এক গোয়েন্দা মোহন্ত এর পিছে পড়ে আছেন
সাবধান ও সতর্ক হয়ে চলো
প্রয়োজন হলে তুমি তো সংখ্যাগুলি জানোই।
কিন্তু খুব সাবধান ... ভীষণভাবে সাবধান।
ঠিক আছে।

SUPER BLADE
STAINLESS STEEL
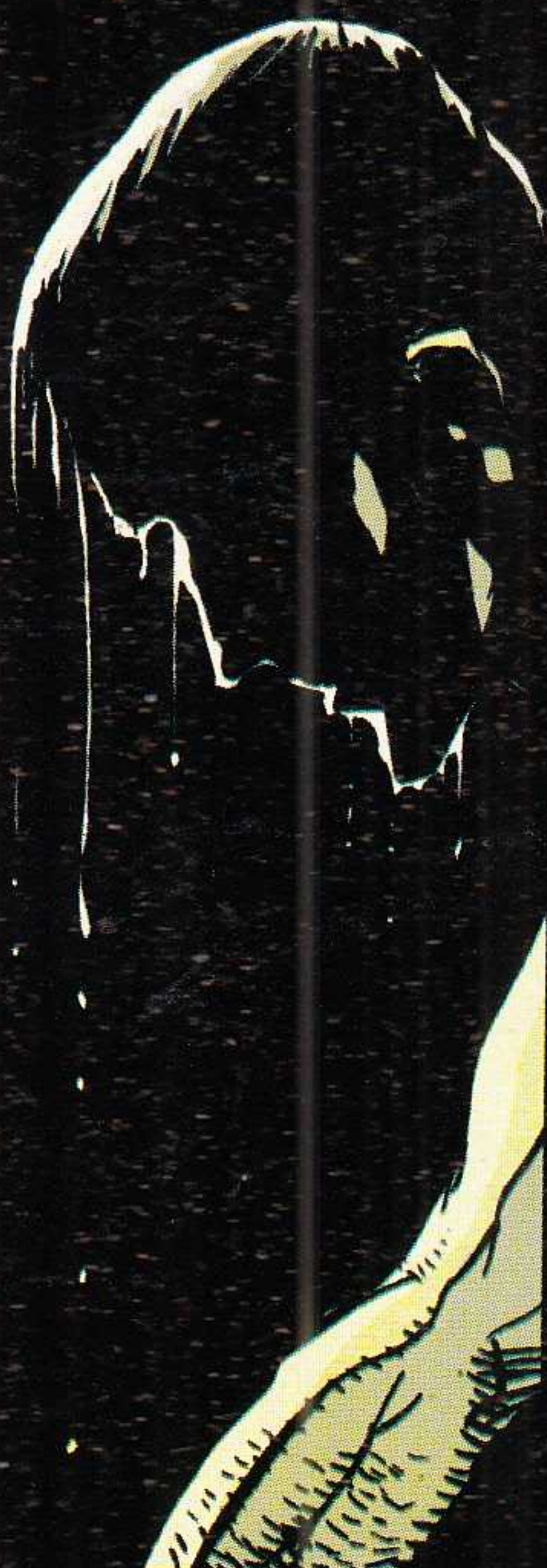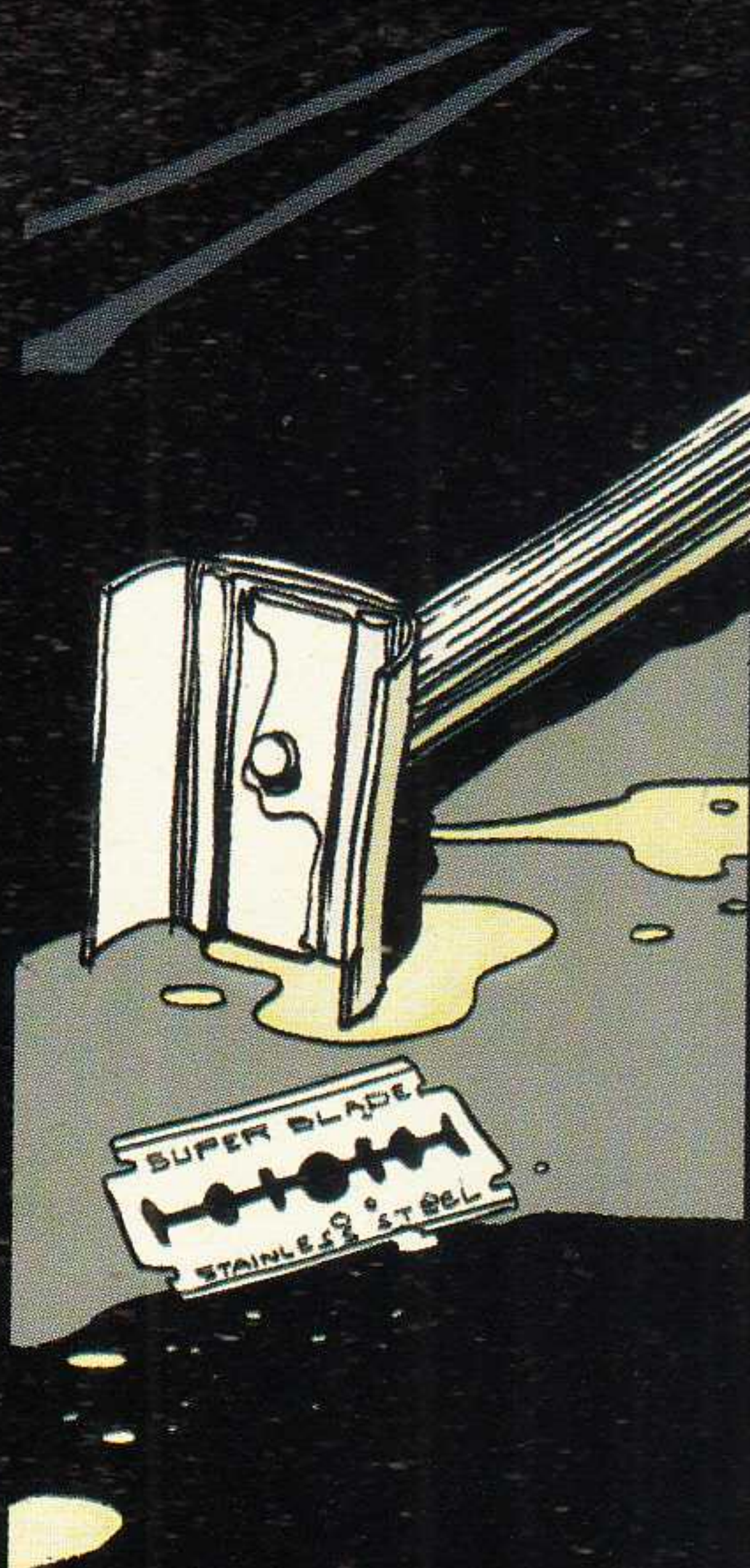
হ্যাঁ, এই যে আমি—
আমি এই গোয়েন্দা মোহান্তর বিষয়ে সব জানতে চাই।
হ্যাঁ, সব কিছু।
যদিও এইক্ষেত্রে ...
আমার মনে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ,
আমার নিশ্চয়ই জানা দরকার আমি কী করতে চলেছি—
হ্যাঁ, এটাই ঠিক।
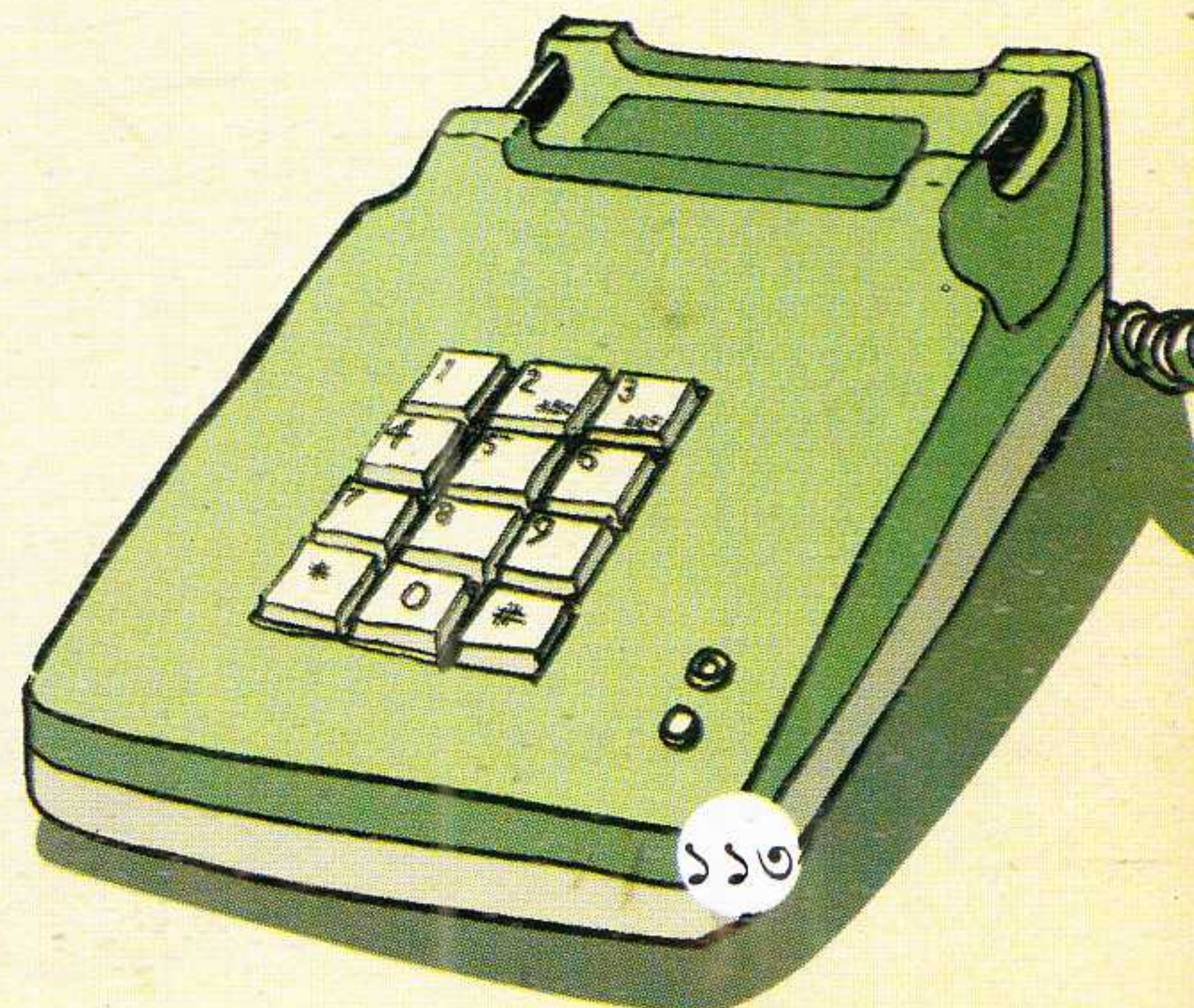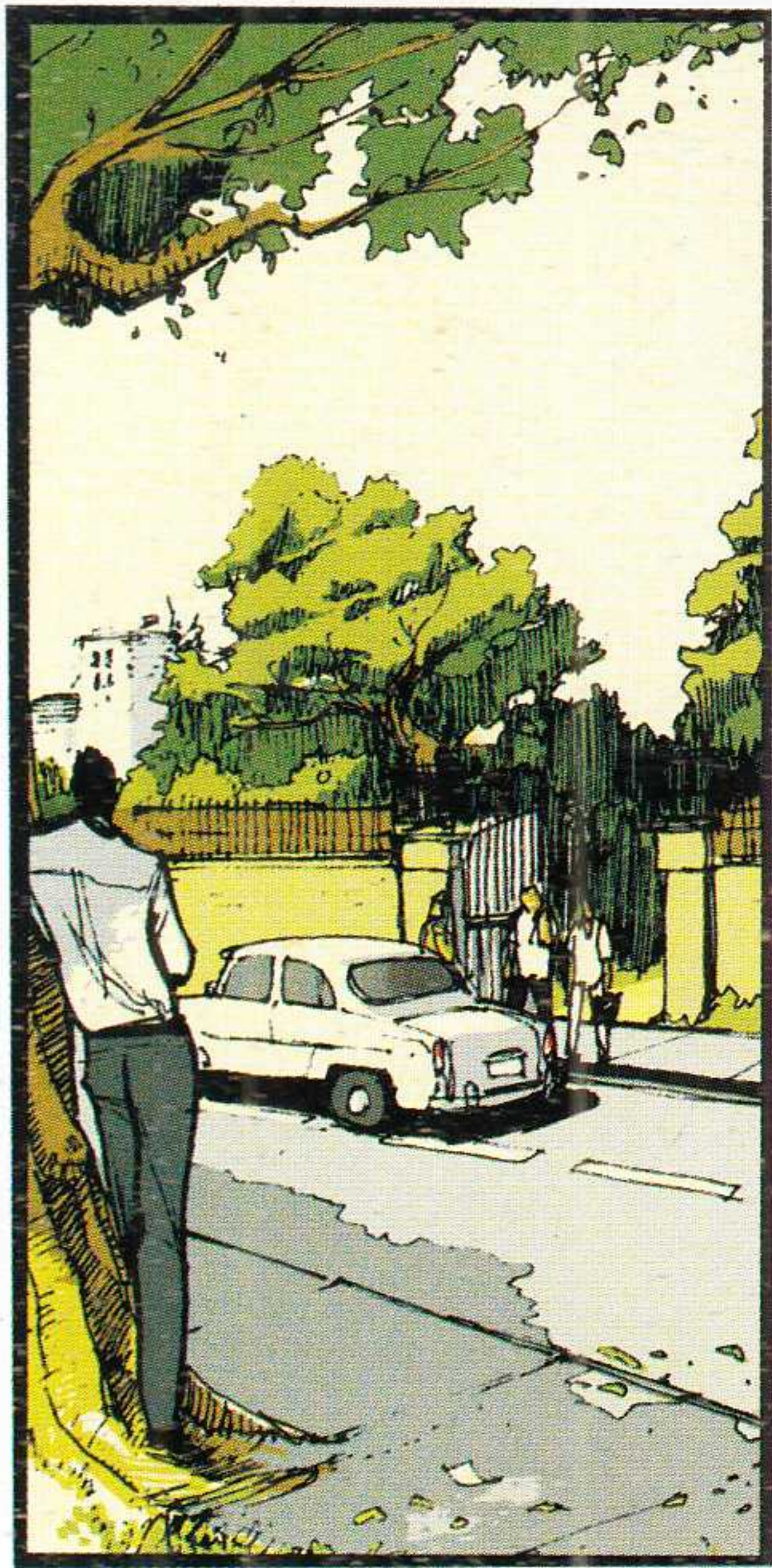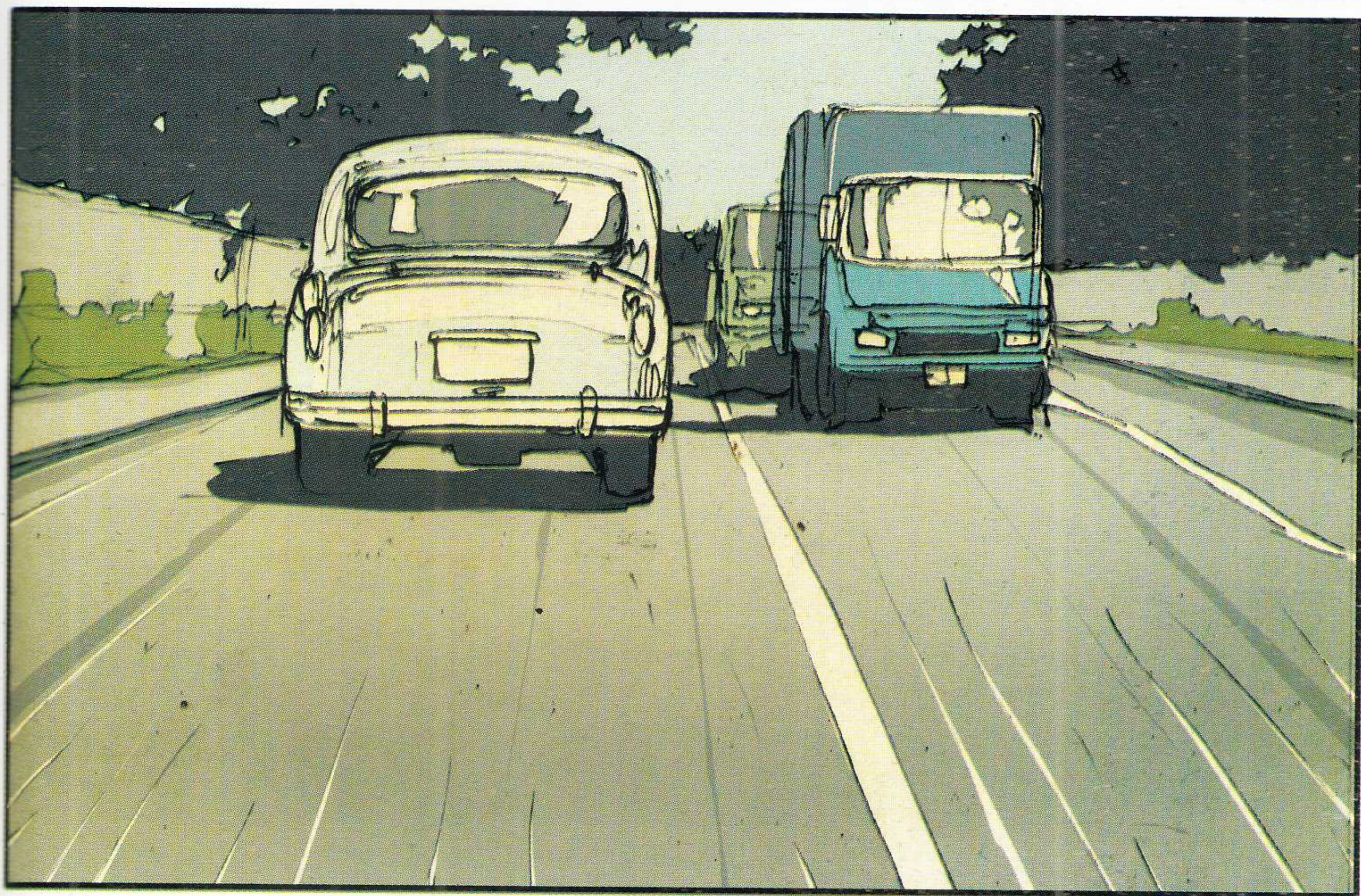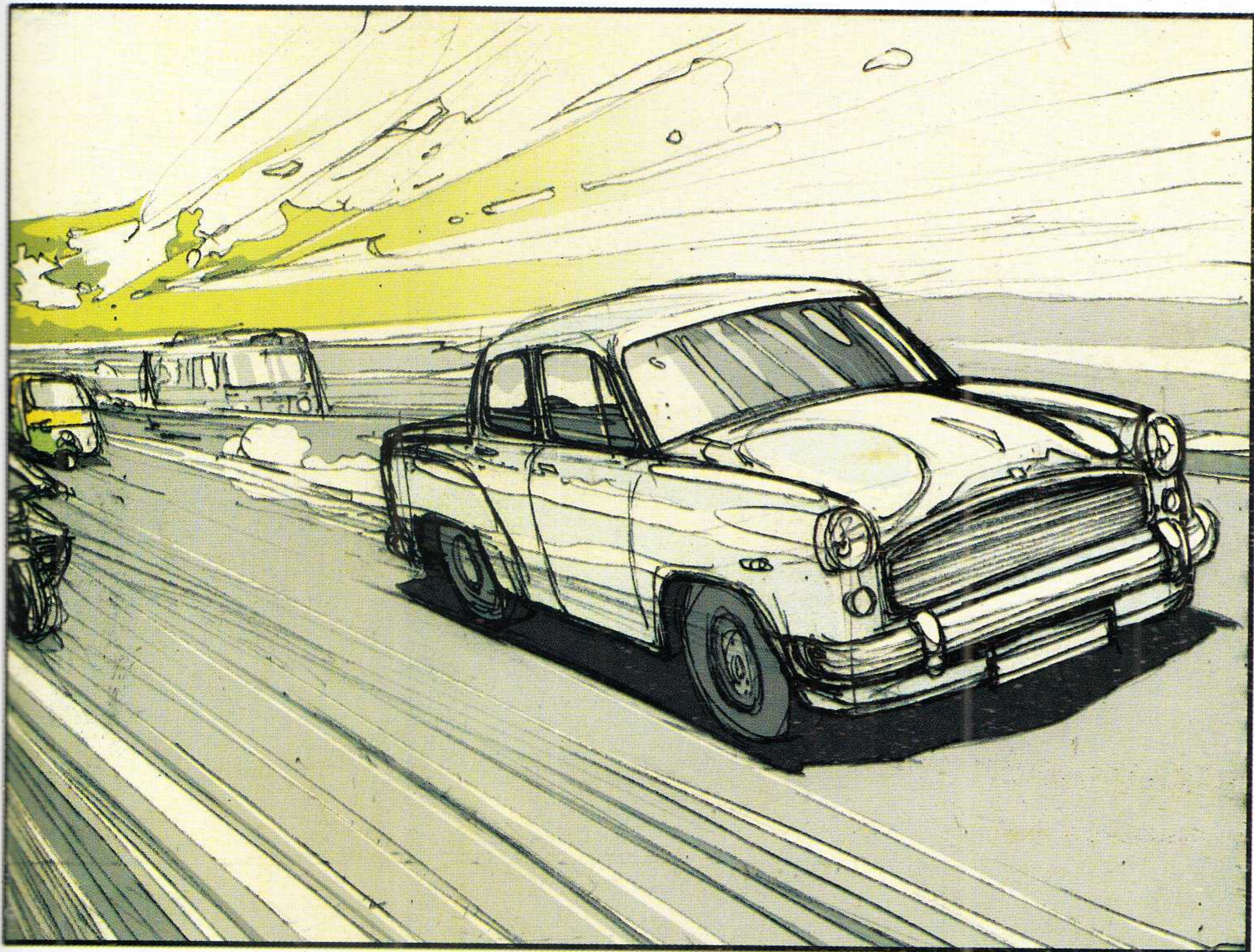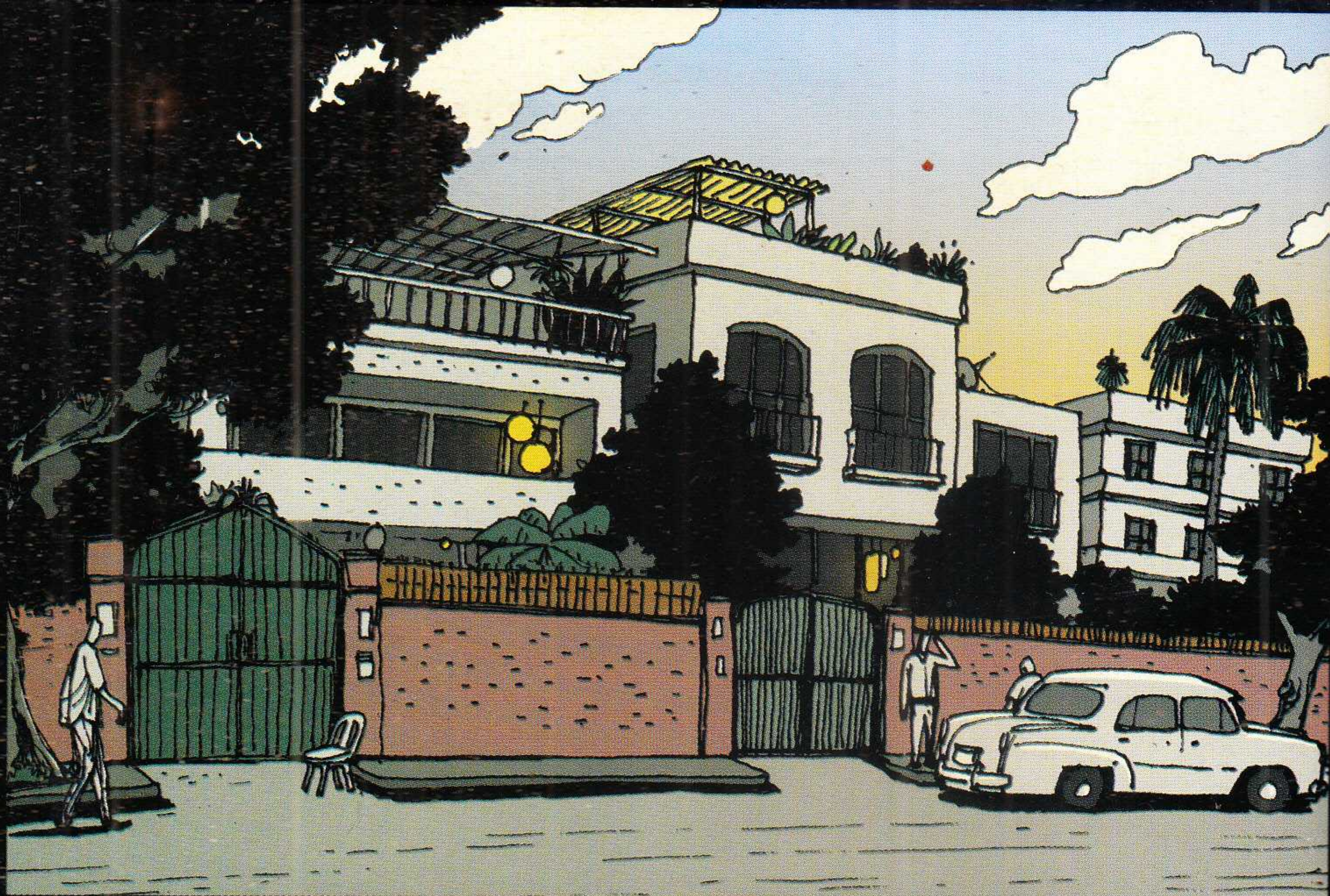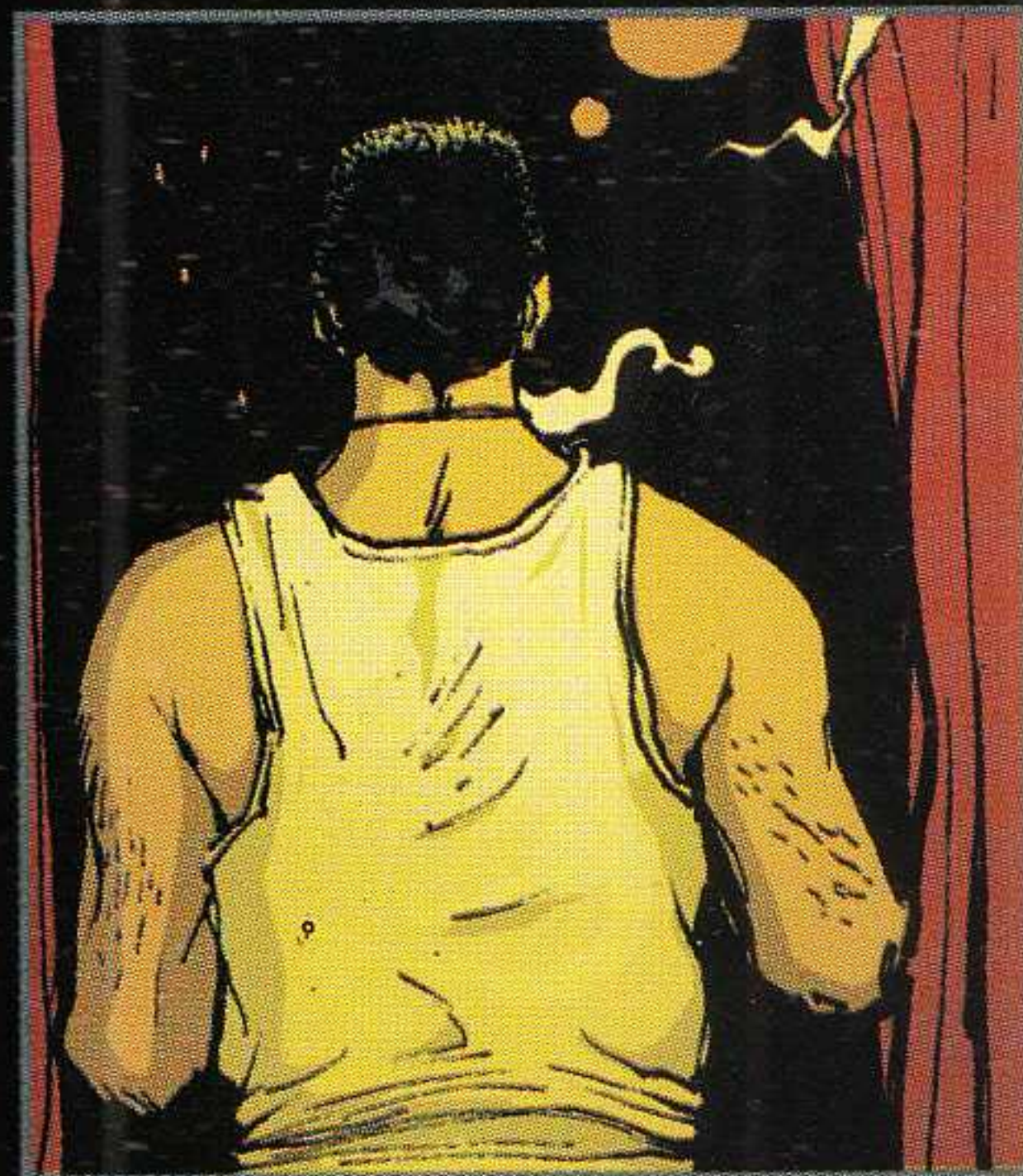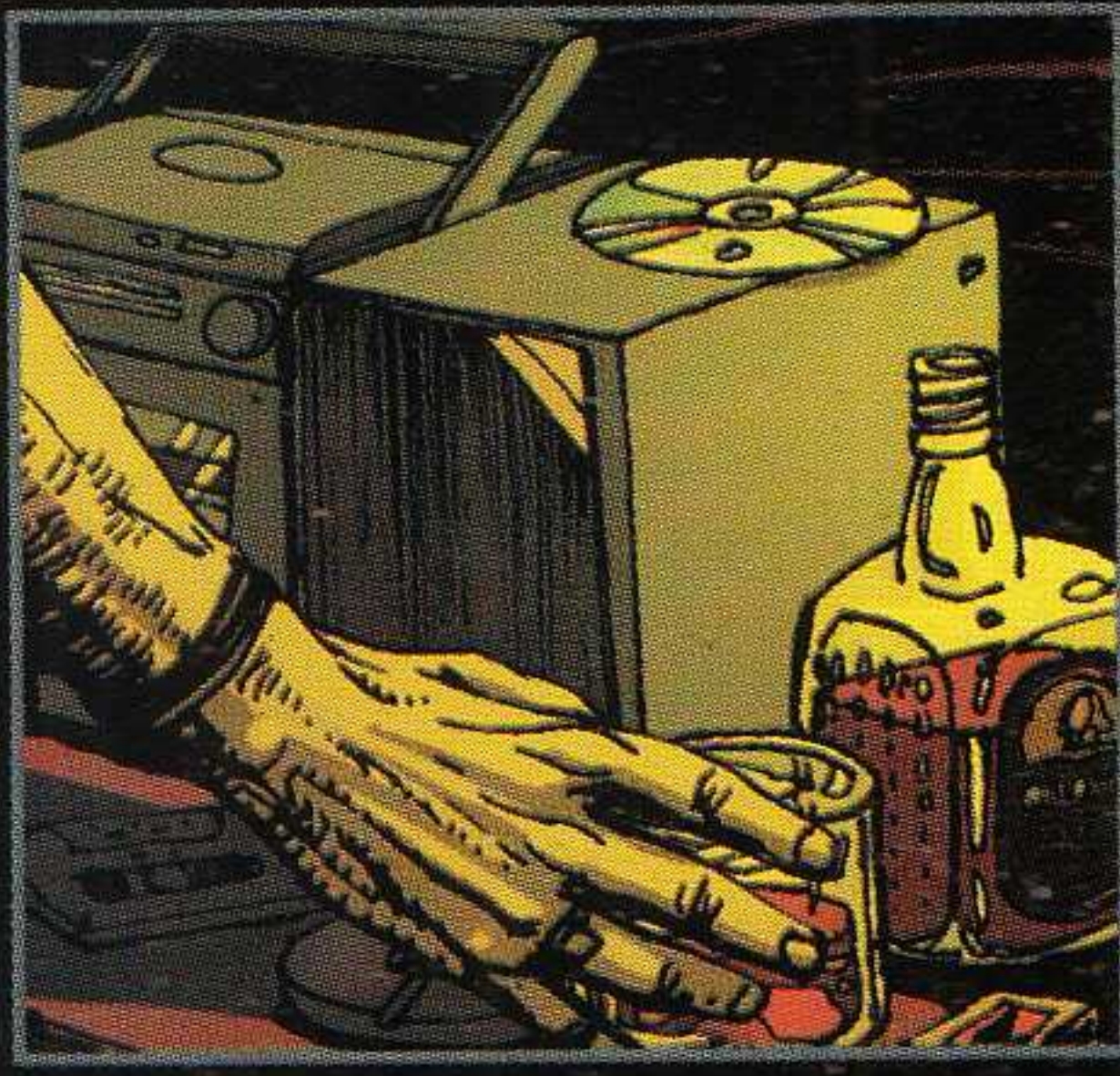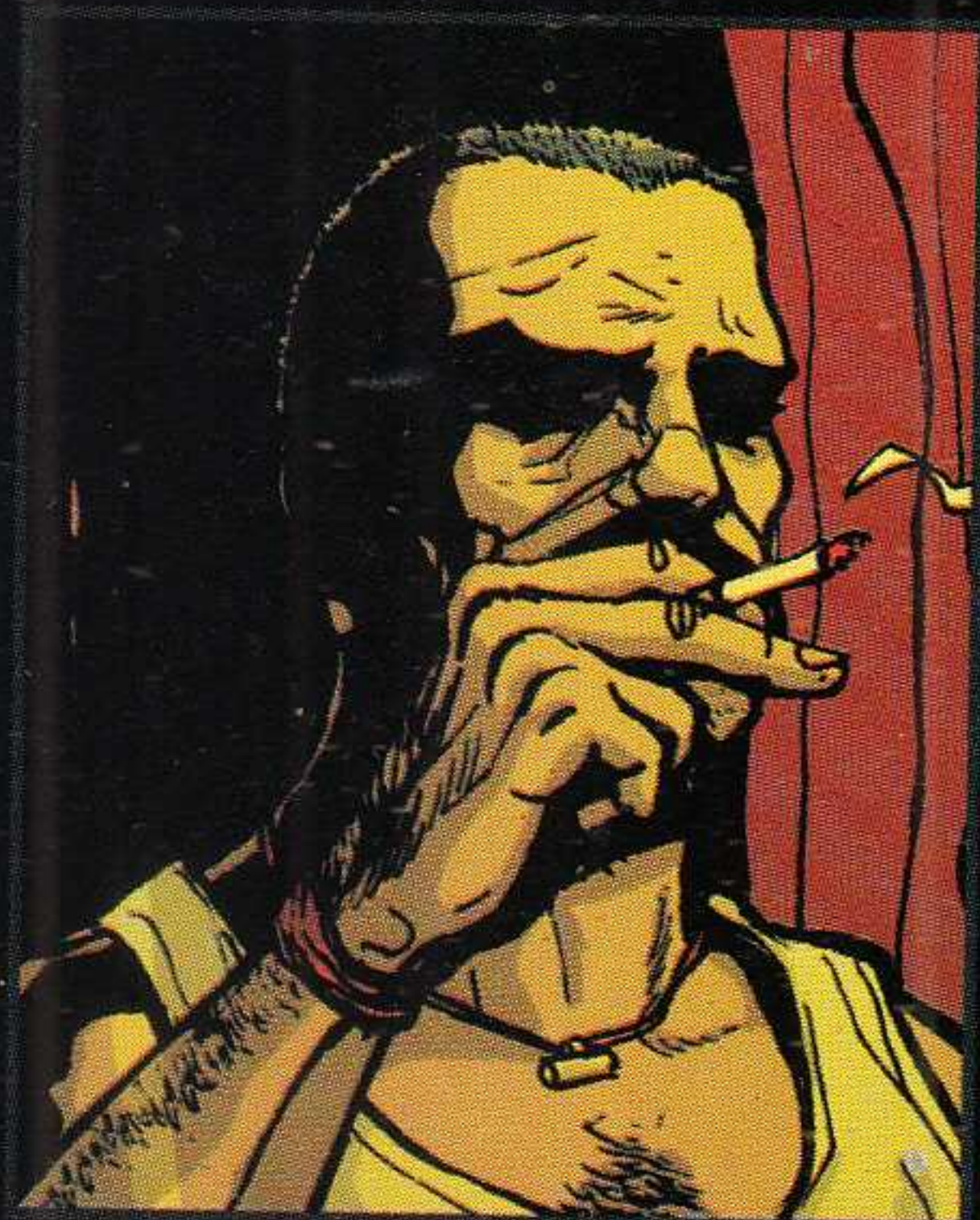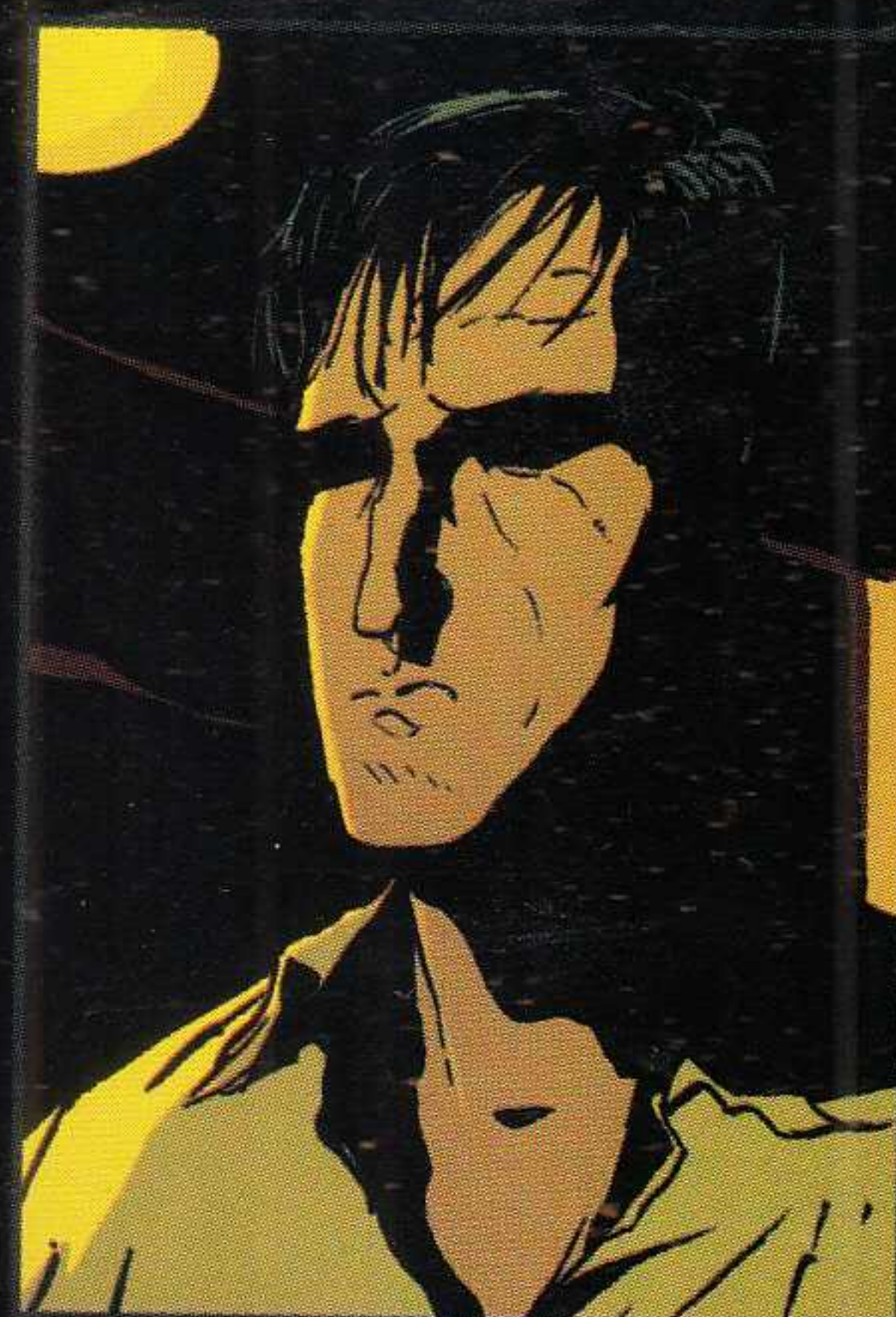
তুমি কে?
আমি বোমারুদের একজন ও পরিকল্পনা মাফিক আগামীকাল আমরা এই তিনটি শহরে বোমা বিস্ফোরণ করব...
আর এই একটা সূত্র রইল কি করে আপনি এই বিস্ফোরণ থামাতে পারেন...

এই কাগজগুলিতে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে
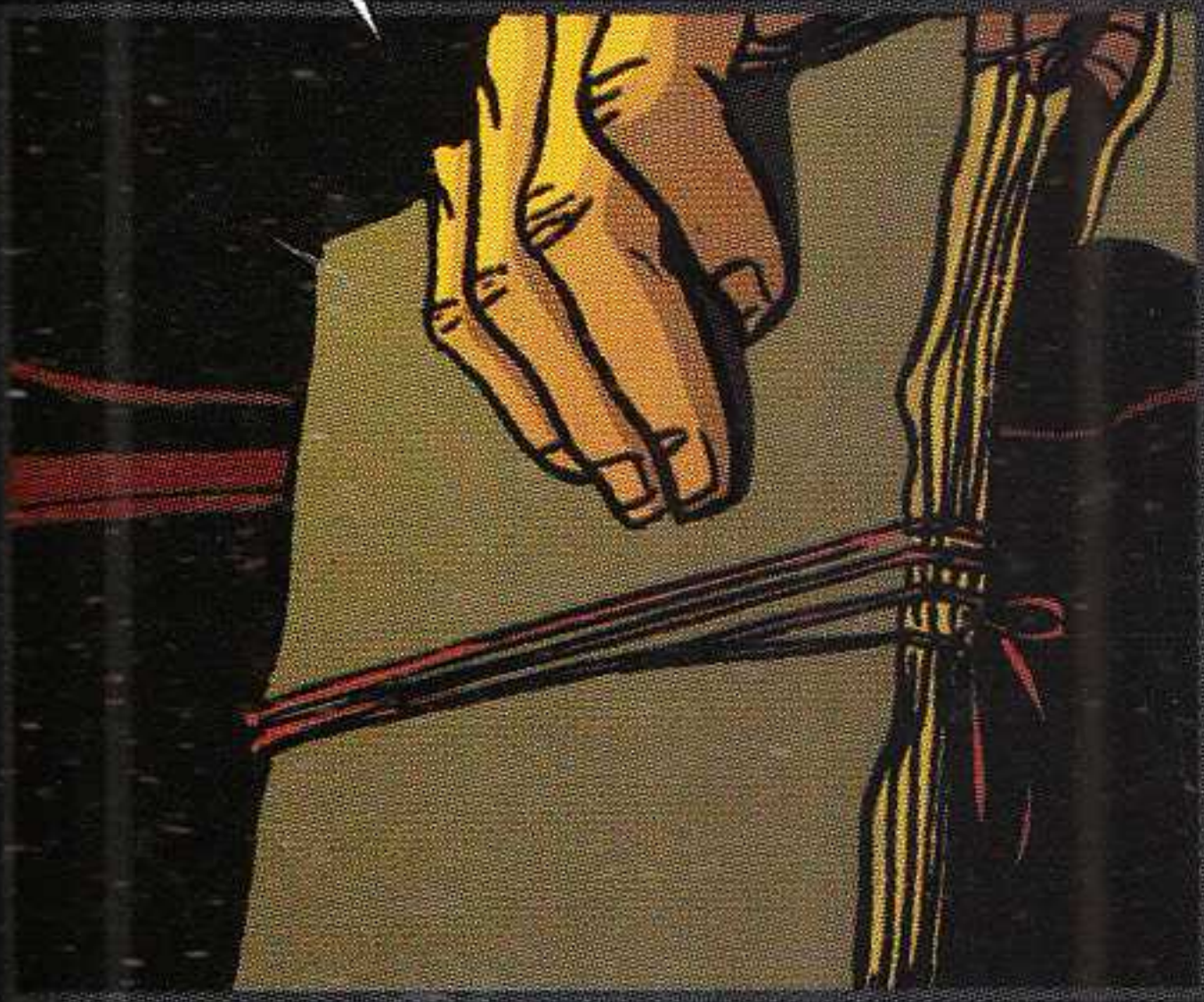
তুমি কেন আমাকে সাহায্য করছ যখন তুমি তাদেরই একজন

আমি তাদের একজন?

আমি জানি না আমি এখন কাদের পক্ষে, কিন্তু আপনাকে এই সব তথ্যগুলি দেওয়ার পর আমার মনে হয় না যে আমি আর তাদের পক্ষে আছি, যদি আমি চাই তবুও...

আমি আর কারও হয়ে থাকতে চাইনা,

আমি সেটাই করছি যেটা আমি ঠিক মনে করি, আর এখন আমার মনে হচ্ছে এটাই ঠিক যা আমার পক্ষে, আমার বিবেক, বুদ্ধিতে বলে...

আমাদের বেশী সময় নেই,
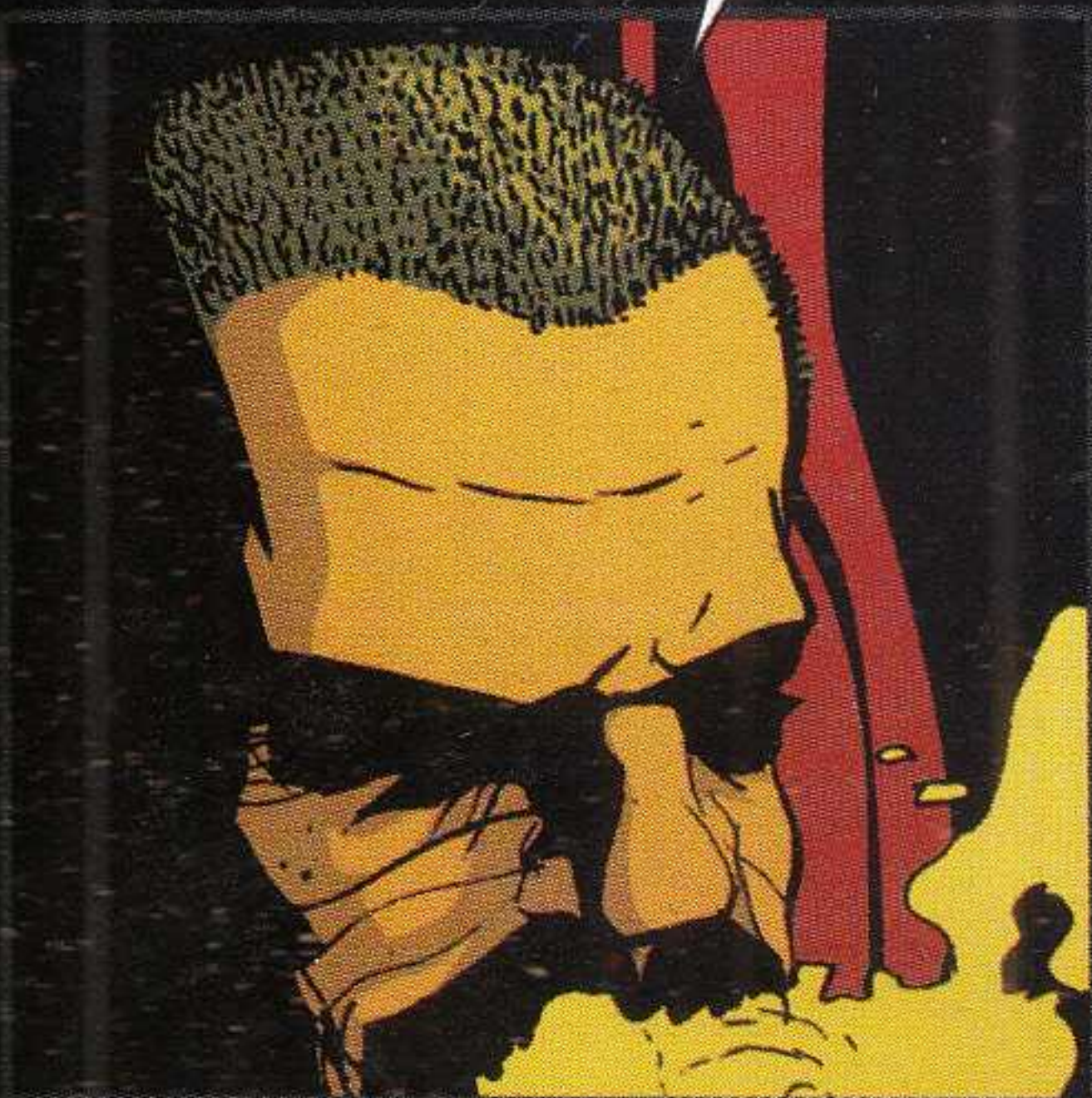
তুমি কি আমায় কিছু সময় দেবে ফোন করে কথা বলার, যাতে আমি এই সব তথ্যগুলি একবার মিলিয়ে দেখতে পারি...

আপনার হাতে যথেষ্ট সময় আছে, চিন্তা করবেন না...

যদি আমি এতদূর আপনার বাড়ী আসতে পারি এই তথ্য দিতে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আপনি ঘটনা আটকাতে পারবেন।

কিন্তু তুমি এখন সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছ, তারা কি তোমাকে খুঁজে শেষ করে দেবে না? তুমি কেন রাজসাক্ষী বা গুপ্তচর হচ্ছ না? আমি তোমায় রক্ষা করব।

না বোধহয়, আমি তা পারব না, আপনি এই লোকেদের জানেন যাদের আমি এই খবর জানিয়েছি, তাদের মধ্যে একজন আমার বাবা... অন্যেরা আমার ভাই বা কাকার মতন, আর যিনি আমাকে বড় করে তুলেছেন... আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে গুপ্তচর হতে পারব না...
আমি বুঝতে পারছি না তুমি তাহলে কি চাইছ?

আমি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই যাতে এই হিংসাবৃত্তি শেষ হয়। আমি চাই আমাদের পৃথিবীতে সমান্তরাল আরও পথ আসুক দাবী, দেনা-পাওনা নিয়ে কথা বলার, যেমন আমি আমার বাবা-মাকে হারিয়েছি এক তথাকথিত ধর্মযুদ্ধে, আমি চাই না আজকের যুব সমাজ সেই একই
যন্ত্রণা পাক... এই অন্য দুজন বোমারুদের যখন আপনি ধরবেন... তাদের আপনি আরও বেশী তথ্যের জন্য উৎপীড়ন করবেন না... যা যা আপনার দরকার সবই এই কাগজে আছে... আপনি তাদের সংশোধনাগারে পাঠাবেন... ধীরে ধীরে শিক্ষিত করে তুলবেন... তাদের সম্মান করবেন আর এই ইচ্ছা প্রকাশ করবেন যাতে তারা বদলে যায়... তাদের সামনে
জীবনের সব ভালোদিকগুলি তুলে ধরবেন... বোঝার চেষ্টা করবেন যে কেন আজ তারা এইরকম হয়ে উঠেছিল... কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এই জীবন নিতে হয়েছিল...

তোমার কী হবে?

আমাকেও একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে... আরও মৌলিকভাবে... কিন্তু আমি তা করব এই আশায় যে আপনি আপনার তরফ থেকে কথা রাখবেন যা প্রতিজ্ঞা করেছেন... আমি আপনাকে বলে দেব একটা বিশেষ জায়গা থেকে একটা ভিডিও ফিল্ম কাল সংগ্রহ করতে... আমি চাই আপনি যত বেশী সংখ্যক পারবেন দূরদর্শন কেন্দ্রগুলিতে সম্ভব হলে তার সম্প্রচার করতে
আমি চেষ্টা করব... কী থাকবে ঐ ভিডিওতে...
আমি আপনাকে তা বলতে পারব না... কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আমাদের লোকদের জানি, চিনি আর আমি জানি যদি তারা ঐ ফিল্মটি না দেখে তাহলে সবই বৃথা।

আমায় এখন যেতে হবে... আবার অন্য জীবনে দেখা হবে...

সব আত্মঘাতী বোমারুদের মত নিয়মমাফিক আমি ভেবেছি
আমিও একটা ভিডিও করবো আমার শেষ প্রস্থানের আগে,
আমি যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছি আমি পরিকল্পনা মাফিক চলব, তাই সবাইকে প্রমাণ করে যাব, যারা আমায় চেনেন, যে আমি কখনও ভীরু কাপুরুষ ছিলাম না, আর আমার যথেষ্ট সাহস ছিল সকল মানুষের কল্যাণের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতে— হ্যাঁ আমি সকল মানুষের কথাই বলছি, শুধু আমাদের লোকেদের কথা বলছি না, কেননা এই গত কয়েকদিন আমি অনেক লোকদের জেনেছি যাদের আমাদের লোক বলে মনে করা হত না, তারা খুশী, অসহায়, অজ্ঞ, কিছুই জানে না যে আমরা কারা।
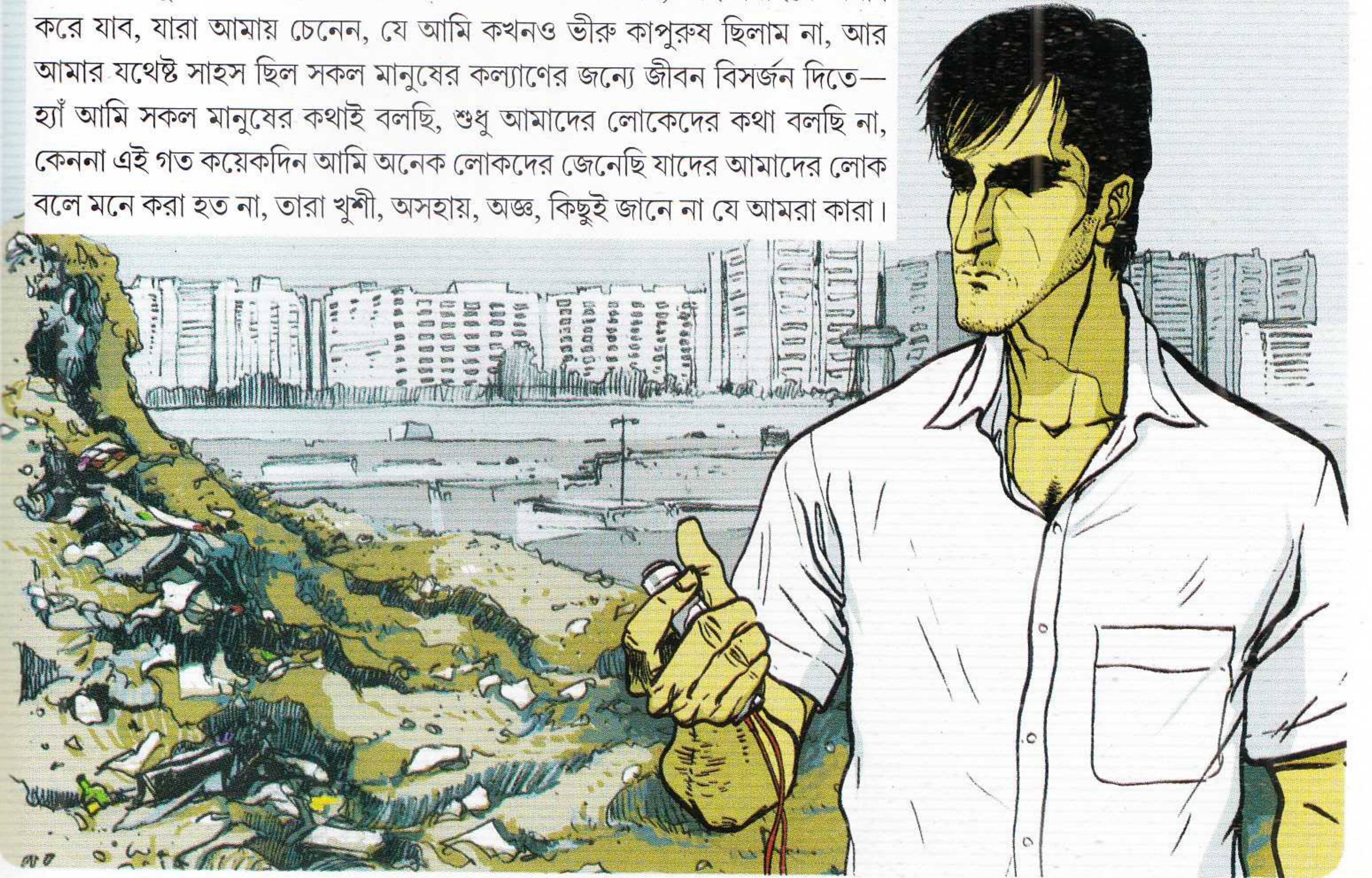
...আমি বিশ্বাস করি আমাদের একটা লক্ষ্য আছে, লড়বার জন্যে যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু নিরীহ লোকেদের মেরে ফেলার এই বিদ্বেষপূর্ণ চেষ্টা কাপুরুষতার নামান্তর। আমাদের সেইসব শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে — যারা আমাদের সামনে শত্রু তৈরী করেছেন...
নিরীহ লোক হত্যা করার মধ্যে আমি কোন শৌর্য-বীর্য দেখি না, শুধু ভয় সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে সকলের মধ্যে শুধু দূরত্ব বাড়ানো... শেষ পর্যন্ত আমি এটা করছি যাতে কেউ বলতে না পারে যে আমি ভীরু কাপুরুষ, যে মরতে ভয় পেত, আমি নিরীহ লোকের রক্ত আমার মাটিতে ঝরতে দিতে পারি না।

ভাই সকল চির বিদায় !